দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব
[Accounts of non-Trading Concerns]

Chapter Outlook Map

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব

- Type-1 : অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মৌলিক ধারণা
- Type-2 : অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাব
- Type-3: লিখিত প্রশ্নোত্তর
  - Step-1 : এক কথায় প্রশ্নোত্তর
  - Step-2 : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
- Type-4: গাণিতিক সমস্যাবলি
  - Step-1 : প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি
  - Step-2 : গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান
  - Step-3 : সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর
- Self Test (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ)

প্রতিটি Type-এ যা যা থাকছে

- Step-1 : Basic Information
- Step-2 : At a Glance : Most Important Information
- Step-3 : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর
- Step-4 : সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর
- Step-5: NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

JOYKOLY

অধ্যায়টির কোন টপিককে গুরুত্ব দিবো ???

	অতি গুরুত্বপূর্ণ (৯০% +)	গুরুত্বপূর্ণ (৮০% +)	কম গুরুত্বপূর্ণ (৭০% +)	জানা জরুরি (৫০% +)
টপিকসমূহ	■ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের গাণিতিক সমস্যা (চাঁদা আয় নির্ণয় ও মোট চাঁদা প্রাপ্তি নির্ণয়)	■ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাব	■ মূলধন তহবিল ■ বিশেষ তহবিল	■ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মৌলিক ধারণা

Type 1 অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মৌলিক ধারণা

Step 1 BASIC INFORMATION

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান (Non-Trading Concern) :

যে-সব প্রতিষ্ঠান কোনো প্রকার পণ্যদ্রব্য উৎপাদন কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে, প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত পক্ষসমূহের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সেইসব প্রতিষ্ঠানকে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলে। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের তৈরি আইন ও নিয়ম দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত গভর্নিং বডি বা কার্যনির্বাহ কমিটি বা ব্যবস্থাপনা পরিষদের উপর অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে।

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Non Trading Concern) :

- পণ্য উৎপাদন কিংবা ক্রয়-বিক্রয় কাজে লিপ্ত থাকে না।
- ব্যয় অতিরিক্ত আয় সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হয় না।
- ব্যয় অতিরিক্ত আয়ের উপর আয়কর দিতে হয় না
- সদস্যগণের চাঁদা, ভর্তি ফি, সমাজের মহৎ ব্যক্তিবর্গের দান, সরকারের আর্থিক অনুদান ইত্যাদির মাধ্যমে আয় অর্জিত হয়।

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ (Classification of Non Trading Concern) : উদ্দেশ্য ও স্বার্থের দিক বিবেচনা করে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. **অমুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান:** অমুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বস্তুত পণ্য উৎপাদন, বণ্টন ও ক্রয় বিক্রয় করে না এবং মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না। যেমন: স্কুল, কলেজ, ক্লাব, হাসপাতাল ইত্যাদি।

২. **মুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান:** মুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদানের পাশাপাশি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। যেমন: আইনজীবী সংঘ, ডাক্তার সংঘ, ইঞ্জিনিয়ারিং সংঘ, সনদ প্রাপ্ত হিসাববিদ সংঘ ইত্যাদি।

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান

অমুনাফাভোগী/বিশুদ্ধ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা)
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, মিশন, মঠ প্রভৃতি)
- বিনোদন ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী
- সমাজকল্যাণ সংস্থা ও ক্লাব
- হাসপাতাল ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান
- দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান

মুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
- ডাক্তার/ডাক্তারদের প্রতিষ্ঠান
- ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতিষ্ঠান
- আইনজীবীদের প্রতিষ্ঠান
- সনদপ্রাপ্ত হিসাববিদদের প্রতিষ্ঠান

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ের উৎসসমূহ : এর আয়ের উৎস ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের থেকে ভিন্ন। এর আয়ের উৎসসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।

ক. মূলধন জাতীয় আয়সমূহ ও খ. মুনাফা জাতীয় আয়

আয়ের উৎসসমূহ	ব্যয়ের উৎসসমূহ	
ক) মূলধন জাতীয় আয়ের উৎসসমূহ :	**ক) মূলধন জাতীয় ব্যয়ের উৎসসমূহ :**	
১. অনুদান বা দান	১. খেলাধুলার সরঞ্জাম ব্যয়	২. টেবিল টেনিস/বিলিয়ার্ড টেবিল ব্যয়
২. উইলকৃত ধন-দৌলত	৩. আসবাবপত্র ক্রয়	৪. অফিস সরঞ্জাম ব্যয়
৩. আজীবন সভ্যের চাঁদা	৫. বিনিয়োগ	৬. ভূমি/প্রাঙ্গণ উন্নয়ন ব্যয়
৪. সম্পত্তি বিক্রয়	৭. দালানকোঠার সংযোজন/উন্নয়ন ব্যয়	৮. শেয়ার, ঋণপত্র, সঞ্চয়পত্র প্রভৃতি ক্রয়
৫. বিশেষ তহবিলে অনুদান ইত্যাদি	৯. ম্যাগাজিন প্রকাশনার খরচ	১০. সদস্যদের কল্যাণ বাবদ ব্যয়
	১১. অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়	
খ) মুনাফা জাতীয় আয়ের উৎসসমূহ :	**খ) মুনাফা জাতীয় ব্যয়সমূহ :**	
১. প্রবেশ ফি বা ভর্তি ফি	১. ছাপা ও মনিহারি	১৫. ভাড়া কর, অভিকর
২. সদস্যদের মাসিক/বার্ষিক চাঁদা	২. আপ্যায়ন খরচ	১৬. টেলিফোন ডাক ও তার খরচ
৩. সুদ প্রাপ্তি	৩. সভা ও সেমিনার খরচ	১৭. সাময়িকী
৪. হল ভাড়া	৪. খবরের কাগজ	১৮. সাহায্য দান খয়রাত
৫. সদস্য/জনগণকে সেবার বিনিময়ে নামিক/শুভেচ্ছা মূল্য	৫. মেরামত খরচ	১৯. প্রাঙ্গণ কর
৬. লকার ভাড়া	৬. সম্পত্তির অবচয়	২০. বিদ্যুৎ খরচ
৭. ম্যাগাজিন বিক্রয়	৭. খেলাধুলার খরচ	২১. খাদ্য ও পানীয় খরচ
৮. নাটক/বিনোদন অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয়	৮. বিজ্ঞাপন খরচ	২২. সংবর্ধনা বাবদ খরচ
৯. খাজনা/চারণ কর	৯. বৃত্তি প্রদান	২৩. শিক্ষা তহবিলে দান প্রভৃতি
১০. পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয়	১০. দারিদ্র্য বিমোচন পুর্নবাসন ত্রাণ বিতরণ খরচ	
১১. আপ্যায়ন/খাদ্য ও পানীয় বিক্রয় হতে আয়	১১. প্রচার গণসচেতনতা ও বিভিন্ন দিবস পালন খরচ	
১২. বিভিন্ন খামার/প্রকল্প হতে আয়	১২. নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাবদ খরচ	
১৩. বক্তৃতা হতে আয়	১৩. প্রতিষ্ঠান পরিচালনার খরচ (কর্মচারীদের বেতন, মজুরি বোনাস প্রভৃতি প্রদান)	
১৪. বিভিন্ন তহবিলে বিনিয়োগ হতে সুদ/লভ্যাংশ প্রাপ্তি	১৪. প্রাঙ্গণ রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত প্রভৃতি খরচ	

Step 2 — At a Glance : Most Important Information

- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো– **সদস্যদের কল্যাণ ও জনকল্যাণ।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহ উহাদের তৈরী আইন ও নিয়মাবলী দ্বারা– **পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।**
- সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত গভর্নিং বডি বা কার্যনির্বাহী কমিটি বা ব্যবস্থাপনা পরিষদের উপর এর পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে।
- যে সকল অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সেবাদানের পাশাপাশি মুনাফা অর্জনকারী সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে তাই– **মুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।**
- যে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সাধারণত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত না হয়ে জনকল্যাণের জন্য পরিচালিত হয় তাই– **অমুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।**
- কোনোরূপ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, আমদানি-রপ্তানি বা উৎপাদন বা বন্টন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত থাকে না- **অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।**
- অমুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়- **সাধারণ সদস্যদের মাধ্যমে নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যয়াতিরিক্ত আয় কখনোই বণ্টিত হয় না- **সদস্যদের মধ্যে।**
- মুনাফা অর্জনের দিক থেকে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ভাগ করা যায় - **২ ভাগে।**
- অমুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে বলা হয়- **বিশুদ্ধ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।**
- সাধারণত পেশাজীবীদের প্রতিষ্ঠানসমূহ- **মুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।**
- বিশুদ্ধ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান- **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সমাজকল্যাণ সংস্থা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।**
- মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না বলে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান- **কর অব্যাহতি পায়।**
- 'চা-চক্র থেকে মুনাফা' অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে গণ্য হবে- **মুনাফা জাতীয় আয় হিসেবে।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পুরাতন সম্পত্তি বিক্রয় গণ্য হয়- **মূলধন জাতীয় আয় হিসেবে।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step 3 — বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible] অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মুনাফাজাতীয় আয় কোনটি? [RU-B: 18-19]
Ⓐ অনুদান Ⓑ উইলকৃত ধন-দৌলত Ⓒ অর্জিত সুদ Ⓓ আজীবন সদস্যের চাঁদা

Ⓒ Solve অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ের খাতসমূহ নিম্নরূপ :

মুনাফাজাতীয় আয়ের উৎসসমূহ	সুদ/লভ্যাংশ প্রাপ্তি, প্রবেশ ফি, সদস্যদের মাসিক/বার্ষিক চাঁদা, হল ভাড়া, লকার ভাড়া, ম্যাগাজিন বিক্রয়, খাজনা/চারণ কর, পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয়, বিভিন্ন খামার/প্রকল্প হতে আয়
মূলধনজাতীয় আয়সমূহ	অনুদান বা দান, উইলকৃত ধন-দৌলত, আজীবন সভ্যের চাঁদা, সম্পত্তি বিক্রয়, বিশেষ তহবিলে অনুদান
মুনাফাজাতীয় ব্যয়সমূহ	প্রতিষ্ঠান পরিচালনার খরচ, ছাপা ও মনিহারি, ভাড়া কর, আপ্যায়ন খরচ, টেলিফোন ডাক ও তার খরচ, সাময়িকী, সংবাদ পত্র খরচাত, মেরামত খরচ
মূলধনজাতীয় ব্যয়সমূহ	খেলাধুলার সরঞ্জাম ব্যয়, টেবিল টেনিস/বিলিয়ার্ড টেবিল ব্যয়, আসবাবপত্র ক্রয়, অফিস সরঞ্জাম ব্যয়, বিনিয়োগ, কৃষি প্রকল্প উন্নয়ন ব্যয়

[illegible] মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি নয়? [RU: 13-14]
Ⓐ [illegible] Ⓑ সরকারি অনুদান
Ⓒ আসবাবপত্র বিক্রয় লব্ধ অর্থ Ⓓ বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি

Ⓓ Solve অনুদান, সরকারি অনুদান প্রাপ্তি, আসবাবপত্র বা স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় [illegible] সবই মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি কিন্তু বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি।

[illegible] অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূলধন জাতীয় আয়? [RU-B: 09-10]
Ⓐ [illegible] Ⓑ সুদ প্রাপ্তি Ⓒ হল ভাড়া Ⓓ পুরাতন সম্পত্তি বিক্রয়

Ⓓ Solve প্রদত্ত Option গুলোর মধ্যে পুরাতন সম্পত্তি বিক্রয় হলো [illegible] প্রতিষ্ঠানের মূলধন জাতীয় আয়ের অন্তর্গত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible] প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি? [CU: 15-16]
Ⓐ আজীবন সভ্যের চাঁদা Ⓑ সদস্যদের চাঁদা
Ⓒ পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় Ⓓ অনুদান
Ⓔ [illegible] সম্পদ থেকে প্রাপ্ত ভাড়া

Ⓑ Solve অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎসসমূহ হচ্ছে, সদস্য চাঁদা, অনুদান, আজীবন সভ্যের চাঁদা ইত্যাদি। তবে সদস্যদের চাঁদা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস।

02. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না [CU: 14-15; RU-B: 09-10]
Ⓐ অবচয় Ⓑ ধারে ক্রয় Ⓒ বকেয়া আয় Ⓓ অগ্রিম প্রাপ্ত আয়

Ⓓ Solve প্রদত্ত Option গুলোর মধ্যে অগ্রিম প্রাপ্ত আয় ছাড়া অন্যসবগুলো অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ অগ্রিম প্রাপ্ত আয়কে দায় হিসাবে গণ্য করা হয়।

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস কোনটি? [KU: 19-20]
(i) চাঁদা (ii) অনুদান (iii) পরামর্শ ফি
Ⓐ i ও iii Ⓑ ii ও iii Ⓒ i ও ii Ⓓ i, ii ও iii

Ⓒ Solve অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস হলো:
১. অনুদান (মুনাফার অংশ) ২. চাঁদা ৩. প্রবেশ ফি ৪. বক্তৃতা হতে আয় ৫. বিনিয়োগের সুদ ৬. লকার ভাড়া ইত্যাদি।

02. নিচের কোনটি আয়-ব্যয় জাতীয় খরচ? [MBSTU: 15-16]
Ⓐ চাঁদা Ⓑ হলরুম ভাড়া Ⓒ লকার ভাড়া Ⓓ প্রাঙ্গণ রক্ষকের মজুরি

Ⓓ Solve চাঁদা, হলরুম ভাড়া, লকার ভাড়া এইগুলো আয়। শুধু প্রাঙ্গণ রক্ষকের মজুরি প্রতিষ্ঠানের খরচ।

03. নিচের কোনটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নয়? [BSMRSTU: 12-13]
Ⓐ অবচয় Ⓑ আয়কর Ⓒ বেতন Ⓓ কোনোটিই নয় Ans Ⓑ

04. অ-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় মুনাফা জাতীয় লেনদেন যে হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয় তাকে বলে- [SUST: 10-11]
Ⓐ আয়-ব্যয় হিসাব Ⓑ প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব Ⓒ জাবেদা Ⓓ খতিয়ান

Ⓐ Solve অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় মুনাফা জাতীয় লেনদেন নিয়ে আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে মুনাফা জাতীয় লেনদেন নিয়ে প্রস্তুত করা হয় লাভ লোকসান হিসাব।

Step 4 — সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

[illegible] প্রতিষ্ঠান আয়ের অন্যতম উৎস কোনটি? [RAJ-19]
Ⓐ সুদ Ⓑ ভর্তি ফি Ⓒ লকার ভাড়া Ⓓ ম্যাগাজিন বিক্রয় Ans Ⓐ

[illegible] প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোনো ক্লাবের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি? [BAR-19]
Ⓐ প্রবেশ ফি Ⓑ সদস্যদের চাঁদা
Ⓒ অনুদান Ⓓ পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় Ans Ⓑ

03. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য কী? [DIN-17; CHI-16]
Ⓐ সদস্য ও জনগণের সেবা দান Ⓑ পণ্য বা সেবা বিনিময় করা
Ⓒ সদস্যদের মধ্যে মুনাফা বণ্টন Ⓓ মুনাফা অর্জন করা Ans Ⓐ

04. কোন প্রতিষ্ঠানে আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করা হয়? [BAR-16]
Ⓐ একমালিকানা Ⓑ অংশীদারি Ⓒ কোম্পানি Ⓓ অব্যবসায়ী Ans Ⓓ

Step 5 — NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

[illegible] সেবা এবং জনকল্যাণমূলক কাজে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানকে কী বলে?
Ⓐ [illegible] প্রতিষ্ঠান Ⓑ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান Ⓒ [illegible]
Ⓒ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান Ⓓ সরকারি প্রতিষ্ঠান Ans Ⓑ

[illegible] কোনটি বিশুদ্ধ বা অমুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান?
Ⓐ প্রকৌশলীদের ফার্ম Ⓑ আইনজীবী সংঘ
Ⓒ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম Ⓓ হাসপাতাল Ans Ⓓ

[illegible] কোনটি মুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়?
Ⓐ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম Ⓑ প্রকৌশলীদের ফার্ম
Ⓒ আইনজীবীদের সংঘ Ⓓ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Ans Ⓓ

[illegible] কোনটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়?
Ⓐ শিক্ষা বিস্তারমূলক কাজ Ⓑ ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করা
Ⓒ সামাজিক কল্যাণ ও সেবা Ⓓ পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় কার্য Ans Ⓓ

[illegible] প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস নয় কোনটি?
Ⓐ সদস্যদের চাঁদা Ⓑ পণ্য বিক্রয় Ⓒ অনুদান Ⓓ উইলকৃত সম্পদ Ans Ⓑ

[illegible] অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের-
Ⓐ মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি Ⓑ মূলধনজাতীয় ব্যয়
Ⓒ মুনাফাজাতীয় ব্যয় Ⓓ মুনাফাজাতীয় আয় Ans Ⓐ

07. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না:
Ⓐ অগ্রিম প্রাপ্ত আয় Ⓑ ধারে ক্রয় Ⓒ বকেয়া আয়
Ⓓ অবচয় Ⓔ মনিহারী ব্যয় Ans Ⓐ

08. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে যে দফাটি অন্তর্ভুক্ত হয় না:
Ⓐ অবচয় Ⓑ চাঁদা ও অনুদান Ⓒ অগ্রিম আয়
Ⓓ ভর্তি ফি Ⓔ কোনোটিই নয় Ans Ⓐ

09. একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিম্নের কোন হিসাবটি রাখে না?
Ⓐ আয়-ব্যয় হিসাব Ⓑ প্রাপ্তি ও পরিশোধ হিসাব Ⓒ লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব
Ⓓ মূলধন তহবিল হিসাব Ⓔ কোনোটিই নয় Ans Ⓒ

10. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলতে বোঝায়-
Ⓐ সামাজিক প্রতিষ্ঠান Ⓑ জন কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান Ⓒ আইনজীবীদের সংঘ
Ⓓ সবগুলো Ⓔ কোনোটিই নয় Ans Ⓓ

11. মুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হল-
Ⓐ ক্লাব Ⓑ মাদ্রাসা Ⓒ হাসপাতাল
Ⓓ সনদপ্রাপ্ত হিসাববিদদের সংঘ Ⓔ সবগুলো Ans Ⓓ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

Type 2 অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাব

Step 1 BASIC INFORMATION

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাব :

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত না হলেও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বছর শেষে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করতে হয়। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যে সকল হিসাব ও বিবরণীসমূহ সংরক্ষণ করে থাকে তা হলো : (১) প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব (২) আয় ব্যয় হিসাব (৩) উদ্বৃত্তপত্র। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাবে যে সকল বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

(১) প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব (Receipts & payments Account) :

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে সকল নগদ লেনদেন সংঘটিত হয় সেইসব লেনদেনকে শ্রেণিবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত করে যে হিসাবে প্রদর্শন করা হয় তাকে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব বলে।

- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব নগদান বইয়ের একটি সার-সংক্ষেপ।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ জানা যায়।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ডেবিট দিকে নগদ প্রাপ্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ক্রেডিট দিকে নগদ প্রদানসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব সর্বদা ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে।
- হিসাবকালের ভিত্তিতে লেনদেন অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের **সমাপনী জের** নির্দিষ্ট সময় শেষে **হাতে নগদ ও ব্যাংকে জমার পরিমাণ** নির্দেশ করে।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে মূলধন জাতীয় ও মুনাফাজাতীয় উভয় প্রকার আয়-ব্যয় প্রদর্শন করা হয়।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যে-কোনো হিসাব বছরের নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান লিপিবদ্ধ করা হয়।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে **সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয় না।**

(২) আয় ব্যয় হিসাব (Income & Expenditure Account):

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয় নিয়ে যে হিসাব প্রস্তুত করে তাকে আয়-ব্যয় হিসাব বলে।

- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করার জন্য আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করা হয়।
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে শুধু সংশ্লিষ্ট বছরের আয়-ব্যয় বিবেচনা করা হয়।
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি হিসাবের অনুরূপ।
- আয়-ব্যয় হিসাবের ডেবিট দিকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় ও ক্রেডিট দিকে মুনাফা জাতীয় আয় প্রদর্শন করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের প্রয়োজনীয় সমন্বয়সমূহ আয়-ব্যয় হিসাবে প্রদর্শন করা হয়।
- আয়-ব্যয় হিসাবের ক্রেডিট জের ব্যয় অতিরিক্ত আয় ও ডেবিট জের আয় অতিরিক্ত ব্যয় নির্দেশ করে।
- আয়-ব্যয় হিসাবে **মূলধনজাতীয় আয়-ব্যয়সমূহ লিপিবদ্ধ হয় না।**

(৩) উদ্বৃত্তপত্র :

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্রের অনুরূপ, পার্থক্য শুধু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্রে মালিকের মূলধন দেখানো হয়, আর অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্রে মূলধন তহবিল দেখানো হয়।

- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্রের এক দিকে 'সম্পত্তিসমূহ' এবং অপর দিকে 'দায়সমূহ ও মূলধন তহবিল' প্রদর্শন করা হয়।
- উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির দিক এবং দায় ও মূলধন তহবিলের দিক সর্বাবস্থায় সমান হয়।

মূলধন তহবিল (Capital Fund) :

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্যকে মূলধন তহবিল বলে। প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল নির্ণয়ের জন্য প্রারম্ভিক মোট সম্পত্তি থেকে প্রারম্ভিক মোট দায় বাদ দিতে হয়। অন্যদিকে, সমাপনী মূলধন তহবিল নির্ণয়ের জন্য সমাপনী মোট সম্পত্তি থেকে সমাপনী মোট দায় বাদ দিতে হয়; অথবা প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে সমাপ্ত বছরের ব্যয় অতিরিক্ত আয় যোগ করতে হয় (আয় অতিরিক্ত ব্যয় হলে বাদ দিতে হয়)।

বিশেষ তহবিল (Special Fund)

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কোনো বিশেষ লক্ষ্যে তহবিল গঠন করলে তাকে বিশেষ তহবিল বলে। যেমন: উন্নয়ন তহবিল, পুরস্কার তহবিল, বৃত্তি তহবিল, স্পোর্টস তহবিল ইত্যাদি। বিশেষ তহবিল উদ্বৃত্তপত্রের দায় ও মূলধন তহবিল পার্শ্বে লিপিবদ্ধ করা হয়।

উইলকৃত ধন-দৌলত (Legacy) : সমাজের দানশীল কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নামে চুক্তি মারফত প্রদত্ত ধন-দৌলত ডেবিট পার্শ্বে দেখানো হয়। পরিচালনা পর্ষদ শর্ত আরোপ না করলে, সর্বদাই মূলধন জাতীয় আয় হিসেবে গণ্য হয় এবং উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে মূলধন তহবিলের সাথে যোগ বা সরাসরি দেখানো হয়। তবে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক শর্ত আরোপ হলে শর্তানুসারে আয়-ব্যয় হিসাবের ক্রেডিট এবং উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখানো হয়।

Super Tips :

- 'চাঁদা প্রাপ্তি' ও 'চাঁদা আয়' দুটি বিষয় এক নয়, 'চাঁদা প্রাপ্তি' বলা হলে, আমরা সর্বদাই নগদ টাকা প্রাপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করি। এ জন্যই বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা এবং চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম -এই দুটি আইটেম 'চাঁদা প্রাপ্তি' নির্ণয়ে যোগ হবে, কেননা নগদ টাকা চলতি হিসাবকালে পাওয়া যাচ্ছে।
- অন্যদিকে, 'চাঁদা আয়' বলতে হিসাবকালে আয় অর্জিত হওয়ার বিষয়টি বুঝানো হয়। 'বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা বিগত বছরেই অর্জিত হয়ে আয় হিসেবে দেখানো হয়ে গিয়েছে, তাই এ বছর এটিকে বিয়োগ করে দেখাতে হবে, এবং 'চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম'-এটি এ বছরের স্বীকৃত আয় নয়, তাই বিয়োগ করে দেখাতে হবে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় :

ক. বিগত বছর বা বিগত হিসাবকাল সংক্রান্ত :

- বিগত বছরের বকেয়া খরচ পরিশোধ : সংশ্লিষ্ট খরচ থেকে বিয়োগ ও মূলধন তহবিল নির্ণয়ে দায়।
- বিগত বছরের অগ্রিম খরচ : সংশ্লিষ্ট খরচের সাথে যোগ ও মূলধন তহবিল নির্ণয়ে সম্পদ।
- বিগত বছরের বকেয়া খরচ এখনও বকেয়া (পরিশোধ হয়নি) : মূলধন তহবিল নির্ণয়ে দায় ও উদ্বৃত্তপত্রে দায়।
- প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত (মনিহারি, খাদ্যসামগ্রী, ডাক-টিকিট বা অন্য কোনো মালামাল মজুত) : সংশ্লিষ্ট দফার সাথে যোগ এবং মূলধন তহবিল নির্ণয়ে সম্পদ।
- বিগত বছরের অনাদায়ী আয় প্রাপ্তি : সংশ্লিষ্ট আয় থেকে বিয়োগ এবং মূলধন তহবিল নির্ণয়ে সম্পদ থেকে বিয়োগ।
- বিগত বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত আয় : সংশ্লিষ্ট আয়ের সাথে যোগ ও মূলধন তহবিল নির্ণয়ে দায়।
- বিগত বছরের অনাদায়ী আয় এখনও অনাদায়ী (পাওয়া যায়নি) : মূলধন তহবিল নির্ণয়ে সম্পদ ও উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ।

খ. চলতি বছরের বা হিসাবকালের সংক্রান্ত :

- চলতি বছরের বকেয়া খরচ : সংশ্লিষ্ট খরচের সাথে যোগ ও উদ্বৃত্তপত্রে দায়।
- চলতি বছরের অগ্রিম খরচ (পরবর্তী বছরের খরচ) : সংশ্লিষ্ট খরচ থেকে বিয়োগ ও উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ।
- চলতি হিসাবকালের অনাদায়ী আয়সমূহ : সংশ্লিষ্ট আয়ের সাথে যোগ ও উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ।
- চলতি বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত আয় : সংশ্লিষ্ট আয় হতে বিয়োগ ও উদ্বৃত্তপত্রের দায়।
- সম্পত্তির অবচয় : আয়-ব্যয় হিসাবে ডেবিট বা ব্যয় এবং উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ থেকে বিয়োগ।
- পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত ক্ষতি : আয়-ব্যয় হিসাবে ডেবিট বা ব্যয় এবং বিক্রীত সম্পত্তির পুস্তকমূল্য উদ্বৃত্তপত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পদ হতে বিয়োগ।
- সমাপনী উদ্বৃত্ত (মনিহারি/খাদ্য সামগ্রী/মালামাল/ডাকটিকিট) : সংশ্লিষ্ট দফার সাথে বিয়োগ ও উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ।
- ধারে মনিহারি/খাদ্য সামগ্রী/মালামাল ক্রয় : সংশ্লিষ্ট দফার সাথে যোগ ও উদ্বৃত্তপত্রে দায়।

গ. স্থায়ী সম্পদ ও দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ী দায়ের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত :

- প্রারম্ভিক তারিখের স্থায়ী সম্পদ : মূলধন তহবিল নির্ণয়ে সম্পদ ও উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ।
- প্রারম্ভিক তারিখের স্থায়ী দায় : মূলধন তহবিল নির্ণয়ে দায় ও উদ্বৃত্তপত্রে দায়।

❑ প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি :

১. মূলধন তহবিল = সম্পত্তি – দায়

২. প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল = প্রারম্ভিক সম্পত্তি – প্রারম্ভিক দায়

৩. সমাপনী মূলধন তহবিল = সমাপনী সম্পত্তি – সমাপনী দায়

৪. চলতি বছরের চাঁদা আয় = মোট সদস্য সংখ্যা × প্রতি সদস্যের বার্ষিক চাঁদা

৫. চলতি বছরের চাঁদা আয় নির্ণয়:

চলতি বছরের প্রাপ্ত চাঁদা	***
(+) বিগত বছরে প্রাপ্ত চলতি বছরের অগ্রিম	***
(-) বিগত বছরের বকেয়া	***
(+) চলতি বছরের বকেয়া	***
(-) চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম	***
চলতি বছরের চাঁদা আয়	***

৬. চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি নির্ণয় :

চলতি বছরের চাঁদা আয়	***
(–) বিগত বছরে প্রাপ্ত চলতি বছরের অগ্রিম	***
(+) বিগত বছরের বকেয়া	***
(–) চলতি বছরের বকেয়া	***
(+) চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম	***
চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি	***

৭. খাদ্য সামগ্রীর ব্যয়/মনিহারি ব্যয় নির্ণয় :

প্রারম্ভিক মজুদ	***
(+) মনিহারি/খাদ্য সামগ্রী ক্রয়	**
(+) চলতি বছরের বকেয়া	**
(-) বছরের শুরুতে বকেয়া	**
(-) চলতি বছরের অগ্রীম	**
বিক্রয়যোগ্য মনিহারি/খাদ্য সামগ্রী বাবদ ব্যয়	***
(-) সমাপনী মজুদ	**
ব্যবহৃত মনিহারি/খাদ্য সামগ্রী বাবদ ব্যয়	***

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step 2 — At a Glance : Most Important Information

- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তিন ধরনের বিবরণী প্রস্তুত করা হয়- **১. প্রাপ্তি-প্রদান হিসাব ২. আয়-ব্যয় হিসাব ৩. উদ্বৃত্তপত্র**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের- **নগদান বই বা নগদান হিসাবের অনুরূপ।**
- প্রাপ্তি-প্রদান হিসাবে দেখানো হয়- **প্রারম্ভিক নগদ টাকা, সমাপনী নগদ টাকা, সারা বছর নগদ প্রাপ্তি, সারা বছর নগদ প্রদান।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সারা বছর কোন কোন উৎস হতে কি পরিমাণ অর্থ পায় এবং কোন কোন খাতে কি পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে তা কোন হিসাবের মাধ্যমে জানা যায় - **প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব।**
- সাধারণত অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষিত হয়- **প্রাপ্য বা বকেয়া ভিত্তিতে।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণে অনুসরণ করা হয়- **দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীর অংশ হলো- **প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব, আয়-ব্যয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নগদ প্রবাহ জানার জন্য- **প্রাপ্তি-প্রদান হিসাব তৈরি করে।**
- প্রাপ্তি প্রদান হিসাব সর্বদা প্রকাশ করে- **ডেবিট উদ্বৃত্ত।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল জানা যায়- **আয়-ব্যয় হিসাব এর মাধ্যমে।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্যকে বলে- **মূলধন তহবিল।**
- ব্যয় অতিরিক্ত আয়ের জন্য কর দিতে হয় না- **অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি-প্রদান হিসাবের সমাপনী উদ্বৃত্ত নির্দেশ করে- **হাতে নগদ/ব্যাংক জমা।**
- আয় ব্যয় হিসাবের ক্রেডিট জের দ্বারা নির্দেশ করে- **ব্যয় অতিরিক্ত আয়।**
- আয় ব্যয় হিসাবের ডেবিট জের দ্বারা নির্দেশ করে- **আয় অতিরিক্ত ব্যয়।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মুনাফা জাতীয় ও মূলধন জাতীয় নগদ প্রাপ্তি ও পরিশোধসমূহ লিপিবদ্ধ হয়- **প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে।**
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ক্রেডিট দিকের মূলধন জাতীয় ব্যয়সমূহ কোথায় স্থানান্তরিত হবে- **আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সম্পদের দিকে।**
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের উদ্বৃত্ত দ্বারা প্রকাশ পায়- **সমাপনী হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা।**
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবকে বলা হয়- **সম্পত্তিবাচক হিসাব।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল জানার জন্য প্রস্তুত করা হয়- **আয়-ব্যয় বিবরণী।**
- নির্দিষ্ট হিসাবকালের মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয়গুলো স্থান পায়- **আয়-ব্যয় বিবরণীতে।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় বিবরণী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের- **বিশদ আয় বিবরণীর অনুরূপ।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় বিবরণীর মূল ভিত্তি হলো- **প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব।**
- চলতি হিসাবকাল সংক্রান্ত নগদ ও অনগদ উভয় ধরনের লেনদেনই লিপিবদ্ধ হয়- **আয়-ব্যয় বিবরণীতে।**
- আয়-ব্যয় হিসাবের ক্রেডিট জের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের- **নিট লাভ।**
- আয়-ব্যয় হিসাব প্রকাশ করে- **ডেবিট উদ্বৃত্ত, ক্রেডিট উদ্বৃত্ত এবং শূন্য উদ্বৃত্ত।**
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের মাধ্যমে- **প্রারম্ভিক নগদ ও সমাপনী নগদের পরিমাণ জানা যায়।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে দায় অপেক্ষা সম্পত্তির অতিরিক্ত অংশকে বলে- **মূলধন তহবিল কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বলা হয় মূলধন।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ব্যয় অপেক্ষা আয়ের অতিরিক্ত অংশকে বলে- **ব্যয়াতিরিক্ত আয় কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বলা হয় নীট লাভ।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের অতিরিক্ত অংশকে বলে- **আয়াতিরিক্ত ব্যয় কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বলা হয় নীট ক্ষতি।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনার পুঁজিকে- **মূলধন তহবিল বলে।**
- মূলধন তহবিল ব্যতীত দায় পাশের সকল তহবিলই অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের- **বিশেষ তহবিল।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানর মূলধন তহবিল হলো- **প্রতিষ্ঠানের দায় অপেক্ষা সম্পত্তির বাড়তি অংশ।**

Step 3 — বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

01. চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি ২০,০০০ টাকা। তার মধ্যে বিগত বছরের ৪,০০০ টাকা এবং আগামী বছরের ২,৫০০ টাকা, চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা ৫,৫০০ টাকা হলে আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ কত টাকা দেখাতে হবে? [DU 18-19; JUST: 19-20; DU 7 College : 19-20; GST : 21-22]

Ⓐ ২০,০০০ টাকা Ⓑ ১৯,০০০ টাকা Ⓒ ৮,০০০ টাকা Ⓓ ২৫,০০০ টাকা

Ⓑ Solve হিসাবকালের অর্জিত চাঁদা আয় = চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি (–) বিগত বছরে বকেয়া (+) চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা (+) বিগত বছরের প্রাপ্ত চলতি বছরের অগ্রিম (–) চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম চাঁদা = (২০,০০০ – ৪,০০০ – ২,৫০০ + ৫,৫০০) টাকা = ১৯,০০০ টাকা।

02. মোট চাঁদা প্রাপ্তি ৳ ৩২,৭০০ তন্মধ্যে বিগত বছরের ৳ ২,৫০০, আগামী বছরের ৳ ৪,৫০০, চলতি বছরের অনাদায়ী চাঁদা ৳ ৫,০০০ হলে আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ ক্রেডিট হবে- [DU : 12-13]

Ⓐ ৳ ৩২,৭০০ Ⓑ ৳ ৩৫,২০০ Ⓒ ৳ ৩৭,৭০০ Ⓓ ৳ ৩০,৭০০

Ⓓ Solve এখানে চলতি বছরের চাঁদা আয় = (মোট চাঁদা প্রাপ্তি – বিগত বছরের প্রাপ্তি – আগামী বছরের চাঁদা প্রাপ্তি + চলতি বছরের অনাদায়ি) = (৩২,৭০০ – ২,৫০০ – ৪,৫০০ + ৫,০০০) = ৩০,৭০০ টাকা।

03. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূলধনি তহবিল বলতে বুঝায়- [DU : 11-12]

Ⓐ একটি নির্দিষ্ট কালের আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য
Ⓑ একটি নির্দিষ্ট কালের নগদ গ্রহণ ও পরিশোধের পার্থক্য
Ⓒ একটি নির্দিষ্ট কালের সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য
Ⓓ একটি নির্দিষ্ট দিনের সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য
Ⓔ মোট প্রাপ্ত দান

Ⓓ Solve অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্যকে মূলধন তহবিল বলে। সুতরাং অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূলধনী তহবিল বলতে বুঝায়, একটি নির্দিষ্ট দিনের সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য।

CamScanner

...কোনটি অব্যবসায়ী ... বিশেষ তহবিলের উদাহরণ নয়? [DU ... 10-11; HSTU 15-16]

Ⓐ উন্নয়ন তহবিল Ⓑ আপ্যায়ন তহবিল Ⓒ মূলধন তহবিল

Ⓓ টুর্নামেন্ট তহবিল Ⓔ বৃত্তি তহবিল Ans Ⓒ

Solve অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে তহবিল গঠন করলে তাকে বিশেষ তহবিল (Special Fund) বলা হয়। বৃত্তি তহবিল (Scholarship Fund), উন্নয়ন তহবিল (Development Fund), পুরস্কার তহবিল (Prize Fund), টুর্নামেন্ট তহবিল (Tournament Fund), আপ্যায়ন তহবিল (Entertainment Fund) ইত্যাদি বিশেষ তহবিলের উদাহরণ।

... ক্লাবের ৩,০০০ জন সদস্য আছে যারা বাৎসরিক ২০০ টাকা করে চাঁদা দিয়ে থাকেন। ২০০৬ সালের চাঁদা বাবদ কত লক্ষ টাকা পাওয়া যায়? যদি ৩০০ জন সদস্য ২০০৫ সালে অগ্রিম চাঁদা দিয়েছিলেন, ৬০০ জন সদস্য ২০০৭ সালের চাঁদা অগ্রিম দিয়েছেন এবং ২০০ জন সদস্য ২০০৬ সালের চাঁদা পরিশোধ করেনি। [DU : 06-07]

Ⓐ ৮.৪০ Ⓑ ৭.৪০ Ⓒ ৬.২০

Ⓓ ৮.০০ Ⓔ ৬.৬০

Solve Ⓒ

মোট চাঁদা প্রাপ্তির পরিমাণ/চাঁদা আয় (২০০৬)	(৩,০০০ × ২০০) =	৬,০০,০০০ টাকা
বাদ: ২০০৫ সালে প্রাপ্ত অগ্রিম চাঁদা (২০০৬)	(৩০০ × ২০০) =	৬০,০০০ টাকা
যোগ: পরবর্তী বছরের অগ্রিম চাঁদা (২০০৭)	(৬০০ × ২০০) =	১,২০,০০০ টাকা
বাদ: চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা (২০০৬)	(২০০ × ২০০) =	৪০,০০০ টাকা
২০০৬ সালে চাঁদা প্রাপ্তি		= ৬,২০,০০০ টাকা

সুতরাং, ২০০৬ সালে চাঁদা বাবদ মোট পাওয়া যায় ৬,২০,০০০ টাকা বা ৬.২।

... মোট চাঁদা প্রাপ্তি ৫০,০০০ টাকা। তার মধ্যে বিগত বৎসরের ৫,০০০ টাকা, আগামী বৎসরের ৭,৫০০ টাকা এবং চলতি বৎসরের অনাদায়ি চাঁদা ৯,০০০ টাকা হলে আয়-ব্যয় হিসাবে চলতি বৎসরে চাঁদা খাতে কত টাকা ক্রেডিট করা হবে? [DU : 01-02; GST : 20-21]

Ⓐ ৪৬,৫০০ টাকা Ⓑ ৭১,৫০০ টাকা Ⓒ ৫০,০০০ টাকা

Ⓓ ৫৫,৫০০ টাকা Ⓔ ২৯,৫০০ টাকা

Solve Ⓐ চাঁদা আয় = (প্রাপ্ত চাঁদা – চলতি অগ্রিম + চলতি বকেয়া + বিগত অগ্রিম – বিগত বকেয়া)

= (৫০,০০০ – ৭,৫০০ + ৯,০০০ + ০ – ৫,০০০) = ৪৬,৫০০ টাকা।

অতএব, আয়-ব্যয় হিসাবে চলতি বৎসরে চাঁদা খাতে ক্রেডিট করা হবে ৪৬,৫০০ টাকা।

... একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূলধন তহবিল সৃষ্টি হয়- [DU : 00-01; BU : 11-12]

Ⓐ প্রতিষ্ঠানের দায় অপেক্ষা সম্পত্তির বাড়তি থেকে

Ⓑ প্রতিষ্ঠানের ব্যয় অপেক্ষা আয়ের বাড়তি থেকে

Ⓒ প্রতিষ্ঠানের খরচ অপেক্ষা আয়ের বাড়তি থেকে

Ⓓ প্রতিষ্ঠানের খরচ অপেক্ষা বাড়তি উদ্বৃত্ত থেকে

Solve Ⓐ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূলধন তহবিল = (মোট সম্পত্তি – মোট দায়)। অতএব, একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূলধন তহবিল সৃষ্টি হয় প্রতিষ্ঠানের দায় অপেক্ষা সম্পত্তির বাড়তি থেকে।

... একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে দায় অপেক্ষা সম্পত্তির বাড়তিকে বলা হয়- [DU : ...-00; RU : 13-14; CoU : 08-09]

Ⓐ মূলধন তহবিল Ⓑ মূলধন

Ⓒ চলতি সম্পত্তি Ⓓ নিট সম্পত্তি

Solve Ⓐ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ন্যায় অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে যেহেতু মালিক, অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডাররা মূলধন বিনিয়োগ করে না সেহেতু মূলধনের পরিবর্তে মূলধন তহবিল শব্দটি ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট সময় শেষে মোট সম্পত্তি ও মোট দায়ের পার্থক্যকে মূলধন তহবিল বলা হয়।

09. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুতকরণে নিচের কোন ঘটনা প্রভাব ফেলবে না? [DU : 07-08]

Ⓐ চলতি বছরের সম্পত্তির অবচয় Ⓑ চলতি বছরের বকেয়া ভাড়া

Ⓒ অগ্রিম প্রদত্ত বেতন Ⓓ বিগত বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত সদস্যদের চাঁদা

Solve Ⓒ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত দফাসমূহ নিয়ে আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করা হয় উক্ত সময়ের আয়-ব্যয় উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নির্ণয়ের জন্য। সুতরাং উক্ত আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুতকরণে প্রভাব ফেলবে ঐ সব লেনদেন যে সকল লেনদেন উক্ত সময়ের আয় বা ব্যয় বলে গণ্য। প্রশ্নটির উত্তরের Option গুলোর A, B ও D সবগুলো উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের আয় বা ব্যয় বলে গণ্য হয়। তাই এগুলো আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুতে প্রভাব ফেলবে। শুধু (C) অগ্রিম প্রদত্ত বেতন যা পরবর্তী বছরের ব্যয় চলতি বছরের আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুতে প্রভাব ফেলবে না।

10. প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব এমন একটি হিসাব [DU : 92-93]

Ⓐ যাহা উদ্বৃত্তপত্রের সাথে প্রস্তুত হয় Ⓑ যাতে মুনাফা নির্ণয় করা যায়

Ⓒ যাতে প্রারম্ভিক ও সমাপনী নগদান জের দেখানো হয়

Ⓓ যাতে আয় ও ব্যয়ের উদ্বৃত্ত দেখানো হয়

Solve Ⓒ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কি কি প্রকার নগদ টাকার আদান-প্রদান হয়ে থাকে তার জন্য প্রস্তুত করা হয়- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব। যাতে নগদান বইয়ের মত নগদানের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত ও সমাপনী উদ্বৃত্ত দেখানো হয়।

11. ১৯৯২ সনে একটি ক্লাব চাঁদা বাবদ মোট ৭৬,০০০ টাকা পায়, বছর শেষে জানা যায় যে, এর মধ্যে ৬,০০০ টাকা গত বছরের ও ১০,০০০ টাকা ১৯৯৩ সনের। যখন টাকা পাওয়া যায় তখন সঠিক জাবেদা লিখনটি হবে- [DU : 92-93]

Ⓐ নগদান হিসাব ডেবিট ৭০,০০০ টাকা, প্রাপ্য চাঁদা হিসাব ক্রেডিট ৭০,০০০ টাকা

Ⓑ নগদান হিসাব ডেবিট ৭৬,০০০ টাকা, প্রাপ্ত চাঁদা হিসাব ক্রে: ৭৬,০০০ টাকা

Ⓒ নগদান হিসাব ডেবিট ৬০,০০০ টাকা, প্রাপ্ত চাঁদা হিসাব ক্রে: ৬০,০০০ টাকা

Ⓓ নগদান হিসাব ডেবিট ৬৬,০০০ টাকা, প্রাপ্ত চাঁদা হিসাব ক্রে: ৬৬,০০০ টাকা

Solve Ⓑ যখন চাঁদা বাবদ মোট ৭৬,০০০ টাকা পায়, তখন ক্লাবটির সম্পত্তি (নগদ টাকা) ৭৬,০০০ টাকা বৃদ্ধি পায় এবং প্রাপ্ত চাঁদা (আয়) ৭৬,০০০ টাকা বৃদ্ধি পায়। ফলে নগদান হিসাব ডেঃ ৭৬,০০০ টাকা, প্রাপ্ত চাঁদা হিঃ ক্রেঃ ৭৬,০০০ টাকা জাবেদা দেওয়া হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

01. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি- [RU : 17-18]

Ⓐ একটি সম্পদ Ⓑ একটি ব্যয় Ⓒ একটি আয় Ⓓ একটি দায় Ans Ⓓ

02. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন তহবিল- [RU : 16-17]

Ⓐ সাধারণ তহবিল Ⓑ বিশেষ তহবিল Ⓒ মূলধন তহবিল Ⓓ সঞ্চিতি তহবিল

Solve Ⓑ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে তহবিল গঠন করলে তাকে বিশেষ তহবিল (Special Fund) বলে। যেমন: বৃত্তি তহবিল, উন্নয়ন তহবিল, পুরস্কার তহবিল, টুর্নামেন্ট তহবিল, আপ্যায়ন তহবিল ইত্যাদি।

03. জানুয়ারির ১ তারিখে প্রারম্ভিক সাপ্লাইজ ৩,৫০০ টাকা, সাপ্লাইজ ক্রয় ৬,৭৫০ টাকা, সমাপনী সাপ্লাইজ ২,৫০০ টাকা হলে, সাপ্লাইজ ব্যয় কত? [RU : 16-17]

Ⓐ ৭,৭৫০ টাকা Ⓑ ৬,০০০ টাকা Ⓒ ৭৫০ টাকা Ⓓ কোনোটিই নয়

Solve Ⓐ সাপ্লাইজ ব্যয় = (প্রারম্ভিক সাপ্লাইজ + সাপ্লাইজ ক্রয় – সমাপনী সাপ্লাইজ) = (৩,৫০০ + ৬,৭৫০ – ২,৫০০) = ৭,৭৫০ টাকা।

04. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের জন্য কোনটি সঠিক? [RU : 13-14]

Ⓐ শুধু দায় ও সম্পত্তির বিবরণ থাকে Ⓑ শুধু আয় ও ব্যয়ের বিবরণ থাকে

Ⓒ নগদ তহবিল ও ব্যাংক জমার প্রারম্ভিক ও সমাপনী জের থাকে

Ⓓ ব্যয় অতিরিক্ত আয় নির্ণয় করা হয়

Solve Ⓒ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে যাবতীয় নগদ ও ব্যাংকে প্রাপ্তি ও প্রদানসমূহ এবং জেরসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়।

05. প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের জের সাধারণত প্রকাশ করে: [RU : 09-10]

Ⓐ ক্রেডিট জের Ⓑ যেকোনো জের Ⓒ ডেবিট জের Ⓓ সবগুলো সঠিক

Solve Ⓒ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি প্রদান হিসাব সাধারণত ডেবিট জের প্রকাশ করে।

CamScanner

06. ২০২৩ সালে বার্ষিক ভাড়া বাবদ নগদ প্রদান করা হয় ৭৭,০০০ টাকা যার মধ্যে ৫,০০০ টাকা অগ্রিম ভাড়া, ২০২৪ সালের জন্য। এ বছরের বকেয়া ভাড়া মোট ভাড়ার ১/৫ অংশ হলে, মোট ভাড়া ও বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ হবে- [RU: 18-19]
ক ৭২,০০০ ও ১২,০০০ টাকা খ ৯০,০০০ ও ৩০,০০০ টাকা গ ৯০,০০০ ও ১৮,০০০ টাকা ঘ ৭৫,০০০ ও ১৮,০০০ টাকা

Solve গ এ বছরের ভাড়া বাবদ মোট প্রদান (৭৭,০০০ − ৫,০০০) = ৭২,০০০ টাকা

যদি বকেয়া ভাড়া মোট ভাড়ার ১/৫ অংশ হয় তবে এ বছর ভাড়া প্রদানের পরিমাণ $১ - \frac{১}{৫} = \frac{৪}{৫}$ অংশ

সুতরাং, $\frac{৪}{৫}$ অংশ = ৭২,০০০ ∴ ১ অংশ = $\frac{৭২,০০০ \times ৫}{৪}$ = ৯০,০০০

∴ বকেয়া ভাড়া = ৯০,০০০ × $\frac{১}{৫}$ = ১৮,০০০ টাকা

07. চলতি বছরের আয় ব্যয় হিসাবে মজুরি খরচ বাবদ ১৫,৫০০ টাকা দেখানো হয়েছে। এ বছর অগ্রিম মজুরি প্রদান ২,০০০ টাকা, গত বছরের বকেয়া মজুরি প্রদান ৫০০ টাকা, এ বছরের বকেয়া মজুরি ১,০০০ টাকা ও গত বছর প্রদত্ত অগ্রিম মজুরি ১,৪০০ টাকা। চলতি বছরের প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে মজুরি বাবদ কত টাকা দেখানো হয়েছে? [RU: 18-19]
ক ১৫,৬০০ খ ১৫,২০০ গ ১৫,৪০০ ঘ কোনোটিই নয়

Solve ক মজুরি বাবদ আয়-ব্যয় হিসাবে প্রদর্শিত = (চলতি বছরের নগদ প্রদান + চলতি বছরের বকেয়া মজুরি + বিগত বছর প্রদত্ত অগ্রিম মজুরি − চলতি বছর অগ্রিম প্রদান − বিগত বছরের বকেয়া মজুরি প্রদান)
বা, ১৫,৫০০ = চলতি বছর নগদ প্রদান + ১,০০০ + ১,৪০০ − ২,০০০ − ৫০০
বা, ১৫,৫০০ = চলতি বছর নগদ প্রদান − ১০০
বা, চলতি বছর নগদ প্রদান − ১০০ = ১৫,৫০০
∴ চলতি বছর নগদ প্রদান = ১৫,৫০০ + ১০০ = ১৫,৬০০ টাকা

08. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মোট ১৯ জন সদস্যের চাঁদার হার সমান। ৫ জন সদস্য চলতি বছর সহ ২ বছরের অগ্রিম চাঁদা ৫০০ টাকা পরিশোধ করে। ২ জন সদস্য চলতি বছর ও বিগত ২ বছরের বকেয়া ৩০০ টাকা প্রদান করে। চলতি বছরের আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ কত টাকা দেখানো হবে? [RU: 17-18]
ক ৭৫০ খ ৯৫০ গ ১,২৫০ ঘ কোনোটিই নয়

Solve খ ৫ জন সদস্য চলতি বছরসহ মোট ২ বছরের অগ্রিম চাঁদা বাবদ প্রদান করে = ৫০০ টাকা

অতএব, ১ জন সদস্য ১ বছরের চাঁদা বাবদ প্রদান করে = $\frac{৫০০}{৫ \times ২}$ = ৫০ টাকা

মোট সদস্য সংখ্যা ১৯ জন প্রতি চাঁদার পরিমাণকে ১৯ দিয়ে গুণ করলেই চলতি বছরের চাঁদার পরিমাণ পাওয়া যাবে

সুতরাং, চলতি বছর চাঁদা বাবদ আয় আয়-ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে = ১৯ × ৫০ = ৯৫০ টাকা

09. প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে মজুরি বাবদ প্রদান ৫১,০০০ টাকা, যার মধ্যে অগ্রিম মজুরি ২,০০০ টাকা। বছর শেষে মোট মজুরির ১/৫ অংশ বকেয়া থাকলে চলতি বছরের মোট মজুরি ও বকেয়া মজুরির পরিমাণ কত? [RU: 15-16]
ক ৫১,০০০ ও ১০,২০০ টাকা খ ৬১,২৫০ ও ১০,২০০ টাকা
গ ৫১,০০০ ও ১২,২৫০ টাকা ঘ ৬১,২৫০ ও ১২,২৫০ টাকা

Solve ঘ চলতি মজুরি = (মজুরি − অগ্রিম মজুরি) = (৫১,০০০ − ২,০০০) = ৪৯,০০০ টাকা

মোট মজুরি ১/৫ অংশ বকেয়া এবং ৪/৫ অংশ পরিশোধিত। এখানে, ৪/৫ অংশ হিসাবে ৪৯,০০০ টাকা পরিশোধিত হয়েছে

∴ মোট মজুরি = (৪৯,০০০ ÷ ৪) × ৫ = ৬১,২৫০ টাকা

∴ বকেয়া মজুরি = (৬১,২৫০ এর ১/৫) টাকা = ১২,২৫০ টাকা

10. একটি ক্লাবের অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি যদি প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে থাকে তা হলে এটি- [RU: 14-15]
ক আয়-ব্যয় হিসাবে ক্রেডিট হবে খ আয়-ব্যয় হিসাবে ডেবিট হবে
গ সঞ্চিত তহবিল হিসাবে জমা হবে ঘ দায় পক্ষে যাবে

Solve ঘ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে যদি অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি থাকে তবে তা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্রে দায় পক্ষে যাবে। কারণ অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি এ বছরের আয় নয়।

11. বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা ৫০০ টাকা, চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা ৬০০ টাকা, নগদ চাঁদা প্রাপ্তি ৮০০ টাকা, বিগত বছরের অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি ১০০ টাকা, চলতি বছরের অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি ৫০ টাকা, চলতি বছরের চাঁদা বাবদ আয় হবে- [RU: 14-15; JU: 16-17]
ক ৯০০ খ ৯৫০ গ ১,০০০ ঘ ১,০৫০

Solve খ চলতি বছরের চাঁদা বাবদ আয় নির্ণয়ের সূত্র হলো: চলতি বছরের চাঁদা (আয়) = [(মোট চাঁদা প্রাপ্তি + বিগত বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত চলতি বছরের চাঁদা + চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা) − (এ বছর অগ্রিম প্রাপ্ত চাঁদা + বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা এ বছর প্রাপ্তি)]
অতএব, চলতি বছরের চাঁদা আয় = [(৮০০ + ১০০ + ৬০০) − (৫০ + ৫০০)]
= (১,৫০০ − ৫৫০) = ৯৫০ টাকা।

12. এ বছর চাঁদা বাবদ আয় ৫,০০০ টাকা, গত বছরের অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি ১,০০০ টাকা। এ বছর অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি ১,৫০০ টাকা, গত বছরের বকেয়া চাঁদা প্রাপ্তি ৫০০ টাকা এ বছরের বকেয়া চাঁদা ২০০ টাকা। অতএব, এ বছরের নগদ প্রাপ্তি হবে- [RU: 14-15]
ক ৫,৮০০ টাকা খ ৬,০০০ টাকা গ ৬,৫০০ টাকা ঘ কোনোটিই নয়

Solve ক চলতি বছরের চাঁদা বাবদ আয় নির্ণয়ের সূত্র হলো: চাঁদা বাবদ আয় = (মোট চাঁদা প্রাপ্তি + গত বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত এ বছরের চাঁদা + এ বছরের বকেয়া চাঁদা) − (এ বছর অগ্রিম প্রাপ্তি চাঁদা + গত বছরের বকেয়া চাঁদা এ বছর প্রাপ্তি)
অতএব, এ বছর মোট চাঁদা প্রাপ্তি = [(চাঁদা বাবদ আয় + এ বছর অগ্রিম প্রাপ্তি + গত বছরের বকেয়া চাঁদা প্রাপ্তি) − (গত বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত এ বছরের চাঁদা + এ বছরের বকেয়া চাঁদা)]
সুতরাং এ বছর মোট নগদ প্রাপ্ত চাঁদা = [(৫,০০০ + ১,৫০০ + ৫০০) − (১,০০০ + ২০০)] = (৭,০০০ − ১,২০০) = ৫,৮০০ টাকা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূলধনী উদ্বৃত্ত বলতে বুঝায়। [CU: 22-23]
ক একটি নির্দিষ্ট তারিখের আয় ব্যয়ের পার্থক্য
খ একটি নির্দিষ্ট তারিখের নগদ গ্রহণ ও পরিশোধের পার্থক্য
গ একটি নির্দিষ্ট তারিখের সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য
ঘ একটি নির্দিষ্ট দিনের সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য
ঙ একটি নির্দিষ্ট দিনের নগদ গ্রহণ ও পরিশোধের পার্থক্য

Solve ঘ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্যকে মূলধনী উদ্বৃত্ত বলে। সুতরাং অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূলধনী উদ্বৃত্ত বলতে বুঝায়, একটি নির্দিষ্ট দিনের সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য।

02. মোট চাঁদা প্রাপ্তি ৬০,০০০ টাকা। এ টাকার মধ্যে বিগত বছরের ৫,০০০ টাকা, আগামী বছরের ৭,৫০০ টাকা এবং চলতি বছরের অনাদায়ী চাঁদা ৯,০০০ টাকা হলে আয়-ব্যয় হিসাবে চলতি বছরে চাঁদা বাবদ কত টাকা ক্রেডিট করা হবে? [CU-C: 20-21]
ক ৬৯,০০০ টাকা খ ৬৬,০০০ টাকা গ ৫৬,৫০০ টাকা
ঘ ৬২,৫০০ টাকা ঙ ৬৭,৫০০ টাকা

Solve গ আয়-ব্যয় হিসাবে চলতি বছরের চাঁদা বাবদ ক্রেডিট হবে = (মোট প্রাপ্ত চাঁদা + চলতি বকেয়া) − (বিগত বছরের + চলতি অগ্রিম)
= (৬০,০০০ + ৯,০০০) − (৫,০০০ + ৭,৫০০)
= (৬৯,০০০ − ১২,৫০০) = ৫৬,৫০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...নগদ জমা থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ সমাপ্ত বছরের জন্য চাঁদা বাবদ মোট ... বের কর: (i) চাঁদা প্রাপ্তি: ২০১৪ সালের ৫,০০০ টাকা; ২০১৫ সালের ৩০,০০০ টাকা, ২০১৬ সালের ৬,০০০ টাকা; (ii) ৩১.১২.২০১৪ তারিখে চাঁদা বকেয়া ৬,০০০ টাকা (iii) ৩১.১২.২০১৫ তারিখে চাঁদা বকেয়া ৫,০০০ টাকা এবং (iv) ৩১.১২.২০১৪ তারিখে চাঁদার পরিমাণ ৬,০০০ টাকা। [CU.C: 16-17]

(A) ৪০,০০০ টাকা (B) ৪১,০০০ টাকা (C) ৩৫,০০০ টাকা
(D) ৩৬,০০০ টাকা (E) ৩৮,০০০ টাকা

B Solve ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে সমাপ্ত বছরের জন্য চাঁদা আয় শুধু ২০১৫ সালের চাঁদাকে গণ্য করতে হবে।
২০১৫ সালের চাঁদা = (চাঁদা প্রাপ্তি + চলতি বকেয়া + বিগত অগ্রিম) = (৩০,০০০ + ৫,০০০ + ৬,০০০) = ৪১,০০০ টাকা।
এখানে চাঁদা প্রাপ্তির মধ্যে চলতি অগ্রিম ও বিগত বকেয়া অন্তর্ভুক্ত না থাকায় বিয়োগ করতে হবে না।

আজীবন সদস্যদের কিছু অংশ ভবন তহবিল ও বন্যা তহবিলে স্থানান্তর করলে- [CU.C: 09-10]
(A) শুধু দায় পার্শ্বে বসবে (B) শুধু আয়-ব্যয় হিসাবে বসবে
(C) কিছু অংশ আয় কিছু অংশ দায় (D) উক্ত অংশ আয় পার্শ্বে বসবে
(E) শুধু সম্পদ পার্শ্বে বসবে

A Solve অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের একটি মূলধন জাতীয় আয় হলো আজীবন সদস্য চাঁদা, যা কোনো মহৎ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত। আর ইহার কোনো অংশ বন্যা তহবিল বা ভবন তহবিলে স্থানান্তর করলে তা উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখানো হয়।

একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে নিচের কোন হিসাবটি রাখেন না? [CU.C: 02-03, JU: 10-11]
(A) আয় ব্যয় হিসাব (B) প্রাপ্তি ও পরিশোধ হিসাব
(C) লাভ লোকসান বণ্টন হিসাব (D) মূলধন তহবিল হিসাব

C Solve একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় শেষে আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নির্ণয়ের জন্য (A) আয় ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে। বছরের নগদ প্রাপ্তি ও পরিশোধের জন্য (B) প্রাপ্তি ও পরিশোধ বা প্রদান হিসাব সংরক্ষণ করে। মূলধনের হিসাব সংরক্ষণের জন্য (D) মূলধন তহবিল হিসাব সংরক্ষণ করে। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আয় অতিরিক্ত ব্যয় বা ব্যয় অতিরিক্ত আয় নির্ণয় করা হয়। কিন্তু লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয় না। ফলে তা বণ্টনের প্রশ্ন আসে না। সুতরাং (C) লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না।

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বন্যাত্রাণের আয় কোথায় স্থানান্তর করা হয়- [CU.C: 01-02]
(A) মূলধন তহবিলে (B) এমাউন্ট মোট তহবিলে
(C) পৃথক তহবিলে (D) ক্রীড়া তহবিলে

A Solve অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বন্যাত্রাণে যে আয় হয় তা আয়-ব্যয় হিসাবের মাধ্যমে মূলধন তহবিলে স্থানান্তর করা হয় বা মূলধন তহবিলের সাথে সমন্বয় করা হয়।

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব সাধারণত প্রকাশ করে? [GST C: 20-21]
(A) ক্রেডিট জের (B) ডেবিট জের (C) যেকোনো জের (D) কোনোটিই নয়

B Solve প্রাপ্তি প্রদান হিসাবের জের সাধারণত সমাপনী নগদ ও ব্যাংক জের নির্দেশ করে। তাই এটি ডেবিট জের নির্দেশ করে। নগদান হিসাব ও ব্যাংক হিসাব দুইটিই সম্পত্তি নির্দেশ করে। তাই সম্পত্তির সাধারণ জের ডেবিট হয়।

02. সদস্য সংখ্যা ৫০০ জন, জনপ্রতি চাঁদা ১০ টাকা, প্রাপ্ত চাঁদার পরিমাণ ৬০০০ টাকা, ইহাতে বিগত বছরের ৫০০ টাকা, অগ্রিম প্রাপ্ত ৫০০ টাকা, কত টাকা আয়-ব্যয় হিসাবে আসবে? [CoU: 19-20]
(A) ৪৫০০ টাকা (B) ৫০০০ টাকা (C) ৫৫০০ টাকা (D) ৬০০০ টাকা

B Solve চাঁদা আয় = (চাঁদা প্রাপ্তি − বিগত বকেয়া − চলতি অগ্রিম) = (৬,০০০ − ৫০০ − ৫০০) = ৫,০০০ টাকা।

03. কুমিল্লা ক্লাবের প্রারম্ভিক আসবাবপত্র ছিল ১,০০,০০০ টাকা, এর মধ্যে চলতি বছরে পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় করা হয়েছে ৪০,০০০ টাকা, যার ক্রয়মূল্য ছিল ৪০,০০০ টাকা। চলতি বছরে নতুন আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে ৪০,০০০ টাকা। বছরের মাঝামাঝিতে আসবাবপত্র ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়। আসবাবপত্রের উপর বার্ষিক ১০% হারে অবচয় ধরতে হবে। বছর শেষে আসবাবপত্রের সমাপনী উদ্বৃত্ত কত টাকা হবে? [CoU: 19-20]
(A) ৯০,০০০ টাকা (B) ৯৫,০০০ টাকা
(C) ১,০০,০০০ টাকা (D) ১,০৫,০০০ টাকা

C Solve আসবাবপত্রের সমাপনী উদ্বৃত্ত নির্ণয়।

প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত	১,০০,০০০	টাকা
(−) বিক্রয়	৪০,০০০	টাকা
(+) ক্রয়	৪০,০০০	টাকা
সমাপনী উদ্বৃত্ত	১,০০,০০০	টাকা

∴ আসবাবপত্রের উদ্বৃত্ত বের করতে হলে সবসময় ক্রয়মূল্য নিয়ে হিসাব করতে হবে।

04. নগদ টাকা পয়সার আদান-প্রদান সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়- [JKKNIU 19-20]
(A) প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে (B) ক্রয় বহিতে
(C) বিক্রয় বহিতে (D) জাবেদা বহিতে

A Solve নগদ টাকা-পয়সার আদান-প্রদান সংক্রান্ত লেনদেন লেখা হয় প্রাপ্তি প্রদান হিসাব বা নগদান বহিতে।

05. কুমিল্লা ক্লাবের ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে হাতে নগদ ২০,০০০ টাকা, অনাদায়ী চাঁদা ১,০০০ টাকা, ১০% বিনিয়োগ ১৫,০০০ টাকা, যন্ত্রপাতি ৩০,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ২০,০০০ টাকা, ক্লাবঘর ৪০,০০০ টাকা, বকেয়া ভাড়া ২,০০০ টাকা, পাওনাদার ৮,০০০ টাকা, অগ্রিম আয় ১০,০০০ ঋণ ৩০,০০০ টাকা। প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল কত? [CoU.C: 18-19]
(A) ৪০,০০০ টাকা (B) ৭৬,০০০ টাকা
(C) ৯৪,০০০ টাকা (D) ১,০৬,০০০ টাকা

B Solve প্রারম্ভিক মূলধন = (প্রারম্ভিক সম্পদ − প্রারম্ভিক দায়) = (১,২৬,০০০ − ৫০,০০০) = ৭৬,০০০ টাকা।
প্রারম্ভিক সম্পদসমূহ = (হাতে নগদ + অনাদায়ী চাঁদা + বিনিয়োগ + যন্ত্রপাতি + আসবাবপত্র + ক্লাবঘর)
= (২০,০০০ + ১,০০০ + ১৫,০০০ + ৩০,০০০ + ২০,০০০ + ৪০,০০০)
= ১,২৬,০০০ টাকা।
প্রারম্ভিক দায়সমূহ = (বকেয়া ভাড়া + পাওনাদার + অগ্রিম আয় + ঋণ)
= (২,০০০ + ৮,০০০ + ১০,০০০ + ৩০,০০০) = ৫০,০০০ টাকা।

06. জনাব মনির ২০১৭ সালের আয় বাবদ মোট ২০,০০০ টাকা গ্রহণ করলেন। এই টাকার মধ্যে ৪,০০০ টাকা ২০১৬ সালের প্রাপ্তি এবং ২,০০০ টাকা ২০১৮ সালের অগ্রিমস্বরূপ গণ্য করতে হবে। এছাড়া ২০১৭ সালের বকেয়া আয় ২,০০০ টাকা। বকেয়াভিত্তিক হিসাবরক্ষণে নিট পরিমাণ কত? [CoU.C: 18-19]
(A) ১৬,০০০ টাকা (B) ১২,০০০ টাকা
(C) ১৪,০০০ টাকা (D) ২০,০০০ টাকা

A Solve বকেয়া ভিত্তিক হিসাবরক্ষণে নিট পরিমাণ = (২০১৭ সালের মোট আয় − ২০১৬ সালের প্রাপ্তি − ২০১৮ সালের অগ্রিম + ২০১৭ সালের বকেয়া) = (২০,০০০ − ৪,০০০ − ২,০০০ + ২,০০০) = ১৬,০০০ টাকা।

07. একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে মোট সদস্য সংখ্যা ৬০ জন। তাদের মাসিক চাঁদা ৪০ টাকা। ২০১৪ সালে ১২ জন সদস্য তাদের চাঁদা পরিশোধ করেনি, ২ জন সদস্য ৪ মাসের চাঁদা অগ্রিম প্রদান করেছে এবং ৫ জন সদস্য গত বছরের চাঁদা এ বছর প্রদান করেছে। ২০১৪ সালে আয়-ব্যয় হিসাবে কত টাকা চাঁদা খাতে আয় দেখানো হবে? [BSMRSTU-F: 18-19]
(A) ২৫,৭৫০ (B) ২৫,৪৪০ (C) ২১,৬০০ (D) ২৮,৮০০

D Solve আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ বসবে = ৬০ জন × ৪০ টাকা × ১২ মাস = ২৮,৮০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

08. একটি ক্লাবে ৫০০ জন সদস্য আছে। প্রত্যেকের বার্ষিক চাঁদা ২০০ টাকা। ৫০ জন সদস্য ২০১৪ সালে ২০১৫ সালের টাকা অগ্রিম নিয়েছিল, ৩০ জন ২০১৪ সালের টাকা ২০১৫ সালে পরিশোধ করে। ৪০ জন ২০১৬ সালের টাকা ২০১৫ সালে আগাম দিয়েছে। ২০১৫ সালের চাঁদা পরিশোধ করেনি ৬০ জন। তাহলে ২০১৫ সালে চাঁদা বাবদ কত টাকা পাওয়া যায়? [BSMRSTU-F: 18-19]

Ⓐ ৮০,০০০ Ⓑ ১,১৬,০০০ Ⓒ ৯২,০০০ Ⓓ ১,১২,০০০

Ⓒ Solve

চাঁদা আয় (২০১৫ সালে)	(৫০০ × ২০০) =	১,০০,০০০ টাকা
যোগ : বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা (২০১৪)	(৩০ × ২০০) =	৬,০০০ টাকা
যোগ : পরবর্তী বছরের অগ্রিম চাঁদা (২০১৬)	(৪০ × ২০০) =	৮,০০০ টাকা
বাদ : বিগত বছরের অগ্রিম চাঁদা (২০১৪)	(৫০ × ২০০) =	১০,০০০ টাকা
বাদ : চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা (২০১৫)	(৬০ × ২০০) =	১২,০০০ টাকা
২০১৫ সালে চাঁদা প্রাপ্তি	=	৯২,০০০ টাকা

09. একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি প্রদান হিসাবের ডেবিট দিকে বিনিয়োগের সুদ দেওয়া আছে বার্ষিক 16% হারে 2400 টাকা। ক্রেডিট দিকে কোনো বিনিয়োগ নেই। প্রারম্ভিক বিনিয়োগ কত? [SUST : 18-19]

Ⓐ 0 Ⓑ 32,000 Ⓒ 15,000
Ⓓ 25,000 Ⓔ 48,000

Ⓒ Solve বিনিয়োগের সুদ 16% = 2,400 টাকা হবে।

যদি $A = 0 \times 16\% = 0$
$B = 32{,}000 \times 16\% = 5{,}120$
$C = 15{,}000 \times 16\% = 2{,}400$ (সঠিক)
$D = 25{,}000 \times 16\% = 4{,}000$
$E = 48{,}000 \times 16\% = 7{,}680$

বিকল্প : বিনিয়োগ = $\frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{হার}} = \frac{২,৪০০ \times ১০০}{১৬}$ = ১৫,০০০ টাকা।

10. অব্যবহৃত ডাকটিকেট অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য- [PUST : 17-18]

Ⓐ আয় Ⓑ দায় Ⓒ সম্পদ Ⓓ ব্যয় Ans Ⓒ

11. একটি সংঘের সদস্য সংখ্যা ৫০ জন। চাঁদার হার প্রতি মাসে ৬০ টাকা। ১৫ জন সদস্য চলতি বছরে ৩ মাসের চাঁদা প্রদান করেনি, এ বছর আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ কত টাকা দেখাতে হবে? [CoU : 16-17]

Ⓐ ৩৬,০০০ Ⓑ ৩৩,৩০০ Ⓒ ৩৮,৭০০ Ⓓ ৩,০০০

Ⓐ Solve প্রতি মাসে ৬০ টাকা করে ৫০ জনের ১ বছরের চাঁদা,
= ৬০ × ১২ × ৫০ = ৩৬,০০০ টাকা।

12. রংধনু ক্লাবের সদস্যদের কাছ থেকে মোট প্রাপ্ত চাঁদা ১,০০,০০০ টাকা। বিগত বছরের ১০,০০০ টাকা, পরবর্তী বছরের ১৫,০০০ টাকা চাঁদা প্রাপ্ত চাঁদার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া চলতি বছরের চাঁদা ১৮,০০০ টাকা এখনও অনাদায়ী রয়েছে আয়-ব্যয় হিসাবে চলতি বছরের চাঁদা খাতে কত টাকা ক্রেডিট করা হবে? [CoU : 16-17]

Ⓐ ৫৭,০০০ Ⓑ ৯৩,০০০ Ⓒ ১,১৩,০০০ Ⓓ ১,২৩,০০০

Ⓑ Solve চলতি বছরের চাঁদা = (প্রাপ্ত চাঁদা − বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা − পরবর্তী বছরের অগ্রিম চাঁদা + চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা)

∴ চলতি বছরে চাঁদা হিসাবে ক্রেডিট হবে = (১,০০,০০০ − ১০,০০০ − ১৫,০০০ + ১৮,০০০) = ৯৩,০০০ টাকা।

13. বিগত বছরের অনাদায়ী চাঁদা ৩,০০০ টাকা, চলতি বছরের বেতন বকেয়া ২,০০০ টাকা, ১ জানুয়ারি তারিখে নগদ তহবিল ৬,০০০ টাকা ও ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৫০০ টাকা। প্রাথমিক মূলধন কত? [JKKNIU 16-17]

Ⓐ ৮,০০০ Ⓑ ৯,৫০০ Ⓒ ৮,৫০০ Ⓓ ৮,৭৫০

Ⓒ Solve প্রারম্ভিক মূলধন = (প্রারম্ভিক সম্পত্তি − প্রারম্ভিক দায়)
= (৬,০০০ + ৩,০০০) − ৫০০ = ৮,৫০০ টাকা।

[Note: এখানে, চলতি বছরের বকেয়া বেতন সমাপনী দায় তাই প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়ে আসবে না।]

14. মূলধন তহবিল নির্ণয়ে কোনটি বিবেচিত হয় না? [PUST : 14-15]

Ⓐ অগ্রিম ভাড়া Ⓑ চাঁদা আয় Ⓒ বকেয়া বেতন Ⓓ অনাদায়ী চাঁদা

Ⓑ Solve চাঁদা আয় আয়-ব্যয় হিসাবের দফা। এটি মূলধন তহবিল নির্ণয়ে বিবেচিত হয় না।

15. আয়-ব্যয় হিসাবের সমাপনী উদ্বৃত্তকে কী বলা হয়? [JU : 13-14]

Ⓐ ব্যয়াতিরিক্ত আয় Ⓑ নিট লাভ
Ⓒ নিট ক্ষতি Ⓓ ব্যয়াতিরিক্ত আয় অথবা আয়াতিরিক্ত ব্যয়

Ⓓ Solve আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করা হয় অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব প্রস্তুতের সময়। এই মাসের সমাপনী জের হিসেবে আয় অতিরিক্ত ব্যয় বা ব্যয় অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়।

16. ২০০৩ সালের অনাদায়ী চাঁদা ২,০০০ টাকা এবং অগ্রিম চাঁদা ছিল ৮০০ টাকা, ২০০৪ সালের চাঁদা বাবদ ৯,৬০০ টাকা পাওয়া গেল, যাহার মধ্যে অগ্রিম চাঁদা রয়েছে ১,০০০ টাকা। ২০০৪ সালের অনাদায়ী চাঁদা ২,৫০০ টাকা হলে, ২০০৪ সালে আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদার পরিমাণ কত দেখাতে হবে? [CoU : 13-14]

Ⓐ ৬,৮০০ টাকা Ⓑ ৯,৫০০ টাকা Ⓒ ৯,৯০০ টাকা Ⓓ ৯,৪০০ টাকা

Ⓒ Solve ২০০৪ সালের চাঁদা আয় = (চলতি বছরের চাঁদা প্রাপ্তি + বিগত বছরের অগ্রিম প্রাপ্ত চলতি বছরের চাঁদা + চলতি বছরের বকেয়া − বিগত বছরের অনাদায়ী চাঁদা − চলতি বছরের অগ্রিম) = (৯,৬০০ + ৮০০ + ২,৫০০ − ২,০০০ − ১,০০০) = ৯,৯০০ টাকা।

17. চাঁদা প্রাপ্তি ৮,৪০০ টাকা, বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা ৪০০ টাকা, পরবর্তী বছরের চাঁদা প্রাপ্তি ৬০০ টাকা এবং চলতি বছরের চাঁদা বাবদ আয় ৭,৭০০ টাকা, চাঁদা বাবদ চলতি বছরের বকেয়া চাঁদার পরিমাণ কত? [HSTU : 13-14]

Ⓐ ৩০০ টাকা Ⓑ ৯০০ টাকা
Ⓒ ৫০০ টাকা Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓐ Solve এখানে, চলতি বছরের বকেয়া চাঁদার পরিমাণ = (চলতি বছরের চাঁদা বাবদ আয় + বিগত বছরের বকেয়া + পরবর্তী বছরের অগ্রিম চাঁদা − চাঁদা প্রাপ্তি)
= (৭,৭০০ + ৪০০ + ৬০০ − ৮,৪০০) = ৩০০ টাকা।

18. চলতি বছরে মোট প্রাপ্ত চাঁদা ৫৫,৫০০ টাকা। এর মধ্যে ৫,৫০০ টাকা বিগত বছরের। ক্লাবের মোট সদস্য সংখ্যা ৬০ জন এবং বার্ষিক চাঁদার হার ১,০০০ টাকা হলে, মোট অনাদায়ী চাঁদা কত? [PUST : 12-13]

Ⓐ ৪,০০০ টাকা Ⓑ ১০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪,৫০০ টাকা Ⓓ ৬,০০০ টাকা

Ⓑ Solve এখানে, অনাদায়ী চাঁদা = (বার্ষিক চাঁদা আয় + বিগত বছরের চাঁদা − মোট চাঁদা প্রাপ্তি)
= (৬০ × ১০০০) + ৫,৫০০ − ৫৫,৫০০ = ১০,০০০ টাকা।

19. একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চলতি বছরে প্রাপ্ত চাঁদার পরিমাণ ১,৮০০ টাকা, এর মধ্যে বিগত বছরের চাঁদা রয়েছে ২.৫% এবং পরবর্তী বছরের চাঁদা ৫%। চাঁদা বাবদ এ বছরের আয়-ব্যয় হিসাবে কত ক্রেডিট হবে? [HSTU : 11-12, JnU 08-09, RU : 05-06]

Ⓐ ১,৬৮৫ টাকা Ⓑ ১,৬৬৫ টাকা
Ⓒ ১,৬৭৫ টাকা Ⓓ ১,৭০০ টাকা

Ⓑ Solve আমরা জানি, প্রাপ্ত চাঁদার পরিমাণ হতে বিগত বছরের চাঁদা ও পরবর্তী বছরের চাঁদা বিয়োগ করে চলতি বছরের চাঁদার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।
সুতরাং, এ বছরের চাঁদা = (১,৮০০ − ৪৫ − ৯০) টাকা = ১,৬৬৫ টাকা।
এখানে, বিগত বছরের চাঁদা = ১,৮০০ × ২.৫% = ৪৫ টাকা।
এবং পরবর্তী বছরের চাঁদা = ১,৮০০ × ৫% = ৯০ টাকা।

20. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক দায়ে নিচের কোনটি অন্তর্ভুক্ত হবে না- [CoU : 07-08]

Ⓐ বিগত বছরের বকেয়া আয় Ⓑ বিগত বছরের বকেয়া খরচ
Ⓒ বিগত বছরের অগ্রিম আয় Ⓓ চলতি বছরের প্রথম তারিখের দায়

Ⓐ Solve আয়ের বকেয়া থাকলে তাকে চলতি সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। সুতরাং অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক দায়ে বিগত বছরের বকেয়া আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না।

CamScanner

Step ④ সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মূলধন তহবিল বলতে কী বুঝ? [COM-19]
Ⓐ সম্পত্তি ও দায় হিসাব Ⓑ সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য
Ⓒ আয় ও ব্যয়ের হিসাব Ⓓ নগদ প্রাপ্তি ও প্রদানের পার্থক্য Ans Ⓑ

02. চলতি বছরের বকেয়া বেতন খরচ ৩,০০০ টাকা এবং গত বছরের বকেয়া বেতন ২,৫০০ টাকা, প্রাপ্তি প্রদানে হিসাবের বেতনের খরচের পরিমাণ ১৩,০০০ টাকা। বেতন খরচের পরিমাণ কত? [COM-19]
Ⓐ ১০,৫০০ টাকা Ⓑ ১৩,৫০০ টাকা
Ⓒ ১৫,৫০০ টাকা Ⓓ ১৬,৫০০ টাকা Ans Ⓑ

03. ৮% হারে বিনিয়োগের ওপর বার্ষিক সুদ বাবদ আয় ৪,৮০০ টাকা হলে বিনিয়োগের পরিমাণ কত? [JES-19]
Ⓐ ৬২,০০০ Ⓑ ৪৮,০০০
Ⓒ ৬০,০০০ Ⓓ ৭২,০০০ Ans Ⓐ

04. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নগদান বই বলতে বোঝায় -[DIN-19]
Ⓐ নগদ প্রাপ্তি বই Ⓑ নগদ প্রদান বই
Ⓒ নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান বই Ⓓ নগদ সংগ্রহ বই Ans Ⓒ

05. আজীবন সদস্য চাঁদা- [COM-17]
Ⓐ মুনাফা জাতীয় আয় Ⓑ মূলধন জাতীয় আয়
Ⓒ সম্পদ Ⓓ মুনাফা জাতীয় ব্যয় Ans Ⓑ

06. যুব সেবা সংঘের মোট সদস্য সংখ্যা ৮৯০ জন। বার্ষিক চাঁদার হার সদস্য প্রতি ৫০ টাকা। চলতি বছরে ৯০ জন সদস্য এখনো চাঁদা প্রদান করেনি। আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ কত টাকা দেখানো যাবে? [RAJ-17]
Ⓐ ৪০,০০০ Ⓑ ৪২,০০০
Ⓒ ৪৪,৫০০ Ⓓ ৪৫,০০০ Ans Ⓒ

07. প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্বে ৫% ঋণের ছয় মাসের সুদের পরিমাণ ৩,৯০০ টাকা। ঋণের পরিমাণ কত? [SYL-17]
Ⓐ ১,৫৬,০০০ Ⓑ ৭৮,০০০
Ⓒ ১৯,৫০০ Ⓓ ৯,৭৫০ Ans Ⓐ

08. নিচের কোনটি অচলদায়? [SYL-17]
Ⓐ বকেয়া বেতন Ⓑ পাওনাদার
Ⓒ সঞ্চিতি তহবিল Ⓓ ব্যাংক ঋণ Ans Ⓒ

09. পরবর্তী বছরের চাঁদা চলতি বছর পাওয়া গেলে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে কী হিসাবে বিবেচিত হয়? [JES-17]
Ⓐ আয় Ⓑ ব্যয়
Ⓒ সম্পদ Ⓓ দায় Ans Ⓓ

10. নিচের কোন দফাটি প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নয়? [BAR-17 ; RAJ-17]
Ⓐ অগ্রিম চাঁদা Ⓑ বকেয়া চাঁদা
Ⓒ অনুদান Ⓓ উইলকৃত ধন দৌলত Ans Ⓑ

11. অবণ্টিত লভ্যাংশ, পেনশন তহবিল ও কল্যাণ তহবিল কোন ধরনের দায়? [DHA-16]
Ⓐ চলতি Ⓑ তরল
Ⓒ স্থায়ী Ⓓ অস্থায়ী Ans Ⓐ

12. প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত দ্বারা কী বোঝায়? [DHA-16]
Ⓐ ব্যয়াতিরিক্ত আয় Ⓑ আয়াতিরিক্ত আয়
Ⓒ হাতে নগদ ও ব্যাংকে জমার উদ্বৃত্ত Ⓓ ব্যাংক জমাতিরিক্ত Ans Ⓒ

13. প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে ভাড়া ৬০,০০০ টাকা এবং বছরের শেষ পর্যন্ত ভাড়া $\frac{১}{৫}$ অংশ বকেয়া থাকলে মোট ভাড়ার পরিমাণ কত? [DHA-16]
Ⓐ ৪৫,০০০ Ⓑ ৪৮,০০০
Ⓒ ৭২,০০০ Ⓓ ৭৫,০০০ Ans Ⓓ

14. কোনটি মূলধন জাতীয় ব্যয়? [DHA-17 : SYL-16]
Ⓐ ভাড়া Ⓑ বেতন
Ⓒ আসবাবপত্র ক্রয় Ⓓ মনিহারি ক্রয় Ans Ⓒ

15. মূলধন তহবিল থেকে কোনটি বিয়োগ করা হয়? [COM-16]
Ⓐ আয়াতিরিক্ত ব্যয় Ⓑ সমাপনী মজুত পণ্য
Ⓒ মোট আয় Ⓓ চাঁদা Ans Ⓐ

Step ⑤ NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মূলধন তহবিল নির্ণয়ে কোনটি বিবেচিত হয় না?
Ⓐ অগ্রিম ভাড়া Ⓑ বকেয়া বেতন Ⓒ অনাদায়ী চাঁদা
Ⓓ চাঁদা আয় Ⓔ কোনোটিই নয় Ans Ⓓ

02. কোনটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাবে প্রভাব ফেলবে না?
Ⓐ চলতি বছরের অনাদায়ী চাঁদা Ⓑ চলতি বছরের বকেয়া বেতন
Ⓒ গত বছরে প্রাপ্ত অগ্রিম চাঁদা Ⓓ গত বছরের বকেয়া চাঁদা আদায়
Ⓔ কোনোটিই সঠিক নয় Ans Ⓓ

03. প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে যে সকল বিষয়/লেনদেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়-
Ⓐ সকল প্রকার নগদ প্রাপ্তি Ⓑ সকল প্রকার নগদ পরিশোধ
Ⓒ শুধুমাত্র চলতি বছরের প্রাপ্তি-প্রদান Ⓓ সবগুলো Ans Ⓓ

04. প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ক্রেডিট দিকের মূলধন জাতীয় ব্যয়সমূহ কোথায় স্থানান্তরিত হবে?
Ⓐ আয়-ব্যয় হিসাবের ডেবিট দিক Ⓑ আয়-ব্যয় হিসাবের ক্রেডিট দিকে
Ⓒ আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সম্পদের দিকে
Ⓓ আর্থিক অবস্থার বিবরণীর দায়ের দিকে Ans Ⓒ

05. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিগত বছরের অনাদায়ী আয়ের ধরণ কী?
Ⓐ প্রারম্ভিক সম্পদ Ⓑ সমাপনী সম্পদ Ⓒ প্রারম্ভিক দায়
Ⓓ সমাপনী দায় Ⓔ সমাপনী ব্যয় Ans Ⓐ

06. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিগত বছরের অগ্রিম আয়ের ধরণ কী?
Ⓐ প্রারম্ভিক সম্পদ Ⓑ সমাপনী সম্পদ Ⓒ প্রারম্ভিক দায়
Ⓓ সমাপনী দায় Ⓔ কোনটিই নয় Ans Ⓒ

07. নিচের কোনটি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি?
Ⓐ চাঁদা প্রাপ্তি Ⓑ সুদ প্রাপ্তি
Ⓒ ভাড়া প্রাপ্তি Ⓓ আজীবন সভ্যের চাঁদা Ans Ⓓ

08. বিমা সেলামি দেওয়া আছে ৮,০০০ টাকা, ৩ মাসের অগ্রিম দেওয়া আছে। আয়-ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে কত টাকা?
Ⓐ ৬,০০০ Ⓑ ৬,৪০০
Ⓒ ৭,০০০ Ⓓ ৮,০০০ Ans Ⓐ

09. চাঁদা প্রাপ্তি ৬৫,০০০ টাকা, চলতি বছরের অনাদায়ী চাঁদা ৫,০০০ টাকা এবং পরবর্তী বছরের চাঁদা বাবদ অগ্রিম প্রাপ্তি ৩,০০০ টাকা হলে চাঁদা বাবদ আয় কত?
Ⓐ ৫৭,০০০ টাকা Ⓑ ৬৩,০০০ টাকা
Ⓒ ৬৭,০০০ টাকা Ⓓ ৭৩,০০০ টাকা Ans Ⓒ

10. চলতি বছরে প্রদত্ত মজুরি ৩০,০০০ টাকা যার মধ্যে বিগত বছরের মজুরি অন্তর্ভুক্ত আছে ২,০০০ টাকা এবং চলতি বছরের বকেয়া মজুরি ৪,০০০ টাকা হলে আয়-ব্যয় হিসাবে মজুরি কত টাকা দেখাতে হবে?
Ⓐ ২৪,০০০ টাকা Ⓑ ২৮,০০০ টাকা
Ⓒ ৩২,০০০ টাকা Ⓓ ৩৬,০০০ টাকা Ans Ⓒ

11. ১২% বিনিয়োগ ৫০,০০০ টাকা, সুদ প্রাপ্তি ৪,০০০ টাকা হলে উদ্বৃত্তপত্রে বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ কত টাকা দেখাতে হবে?
Ⓐ ১,০০০ Ⓑ ২,০০০
Ⓒ ৩,০০০ Ⓓ ৪,০০০ Ans Ⓑ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Type 3 লিখিত প্রশ্নোত্তর

Step 1 এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রধান/মূল উদ্দেশ্য- **জনকল্যাণ করা।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস- **সদস্যদের চাঁদা।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে ব্যয় বেশি হলে, তাকে বলে- **আয় অতিরিক্ত ব্যয়।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও দায়ের পার্থক্যকে বলে- **মূলধন তহবিল।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক দায় অপেক্ষা প্রারম্ভিক সম্পদের বেশি অংশকে বলে- **প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল।**
- আয়-ব্যয় হিসাবের ক্রেডিট দিকের যোগফল বড় হলে কোন উদ্বৃত্ত প্রকাশ করতে পারে- **ব্যয়াতিরিক্ত আয়।**
- আয়-ব্যয় হিসাবের ডেবিট দিকের যোগফল বড় হলে কোন উদ্বৃত্ত প্রকাশ করতে পারে- **আয়াতিরিক্ত ব্যয়।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কোন হিসাবটি রাখে না- **লাভ লোকসান হিসাব।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিগত বছরের অনাদায়ী আয়ের ধরন- **প্রারম্ভিক সম্পদ।**
- মূলধন তহবিল অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি- **অন্তর্দায়।**
- অব্যবসায়ী মূলধন তহবিল থেকে বিয়োগ করা হয়- **আয়াতিরিক্ত ব্যয়।**
- অব্যবসায়ী মূলধন তহবিলের সাথে যোগ করা হয়- **ব্যয়াতিরিক্ত আয়।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় বিবরণীর উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত হয়- **আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে।**
- বিশেষ তহবিলগুলো হলো- **ক্রীড়া ও ত্রাণ তহবিল, সদস্য কল্যাণ তহবিল, বৃত্তি তহবিল, টুর্নামেন্ট তহবিল ইত্যাদি।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করা হয়- **একটি নির্দিষ্ট তারিখে।**
- আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলতে বুঝায়- **সম্পদ ও দায়ের শ্রেণিবদ্ধ বিবরণীকে।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়- **আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য।**
- অগ্রিম প্রাপ্ত আয়সমূহ আর্থিক অবস্থার বিবরণীর- **দায় অংশে দেখানো হয়।**
- চলতি সালের বকেয়া চাঁদা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হবে- **চলতি সম্পদ হিসেবে।**
- 'কল্যাণ তহবিল' আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হয়- **দায় হিসাবে।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আজীবন সভ্যের চাঁদা- **একটি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি।**
- অনুদান ক্ষেত্রবিশেষে মূলধন বা মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি বলে গণ্য হতে পারে- **অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে চুক্তির মাধ্যমে কোনো দানশীল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে সম্পত্তি দান করে তা- **উইলকৃত ধনদৌলত।**

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

01. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কাকে বলে?

উত্তর : যে-সব প্রতিষ্ঠান কোনো প্রকার পণ্যদ্রব্য উৎপাদন কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে, প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত পক্ষদ্বয়ের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সেইসব প্রতিষ্ঠানকে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলে।

02. চাঁদা কী?

উত্তর : অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রদত্ত অর্থ।

03. অনুদান বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : সরকারি কোনো ব্যক্তি বা কর্মকর্তা বা বেসরকারি সংস্থা বা সমাজসেবক যে টাকা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে দান করে তাই অনুদান।

04. ব্যয়াতিরিক্ত আয় কী?

উত্তর : অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশি হলে ঐ অতিরিক্ত আয়কে ব্যয়াতিরিক্ত আয় বলে।

05. আয়াতিরিক্ত ব্যয় কী?

উত্তর : অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয় অপেক্ষা যে পরিমাণ ব্যয় বেশি হয় তাই আয়াতিরিক্ত ব্যয়।

06. ভর্তি ফি বা প্রবেশ ফি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : সদস্যগণ প্রথম ভর্তির জন্য এককালীন যে অর্থ প্রদান করে তাই ভর্তি ফি বা প্রবেশ ফি।

07. আজীবন সভ্যের চাঁদা কী?

উত্তর : কোনো সদস্য এককালীন যে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা দিয়ে আজীবন সদস্য পদ লাভ করে তাকে আজীবন সভ্যের চাঁদা বলে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Type 4 — গাণিতিক সমস্যাবলি

Step 1 — প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

❑ প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি :

১. মূলধন তহবিল = সম্পত্তি – দায়

২. প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল = প্রারম্ভিক সম্পত্তি – প্রারম্ভিক দায়

৩. সমাপনী মূলধন তহবিল = সমাপনী সম্পত্তি – সমাপনী দায়

৪. চলতি বছরের চাঁদা আয় = মোট সদস্য সংখ্যা × প্রতি সদস্যের বার্ষিক চাঁদা

৫. চলতি বছরের চাঁদা আয় নির্ণয়:

চলতি বছরের প্রাপ্ত চাঁদা	xxx
(–) বিগত বছরে প্রাপ্ত চলতি বছরের অগ্রিম	xxx
(–) বিগত বছরের বকেয়া	xxx
(+) চলতি বছরের বকেয়া	xxx
(–) চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম	xxx
চলতি বছরের চাঁদা আয়	xxx

৬. চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি নির্ণয় :

চলতি বছরের চাঁদা আয়	xxx
(–) বিগত বছরে প্রাপ্ত চলতি বছরের অগ্রিম	xxx
(+) বিগত বছরের বকেয়া	xxx
(–) চলতি বছরের বকেয়া	xxx
(+) চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম	xxx
চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি	xxx

Step 2 — গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

১. একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ৪২০ জন। তাদের মাসিক চাঁদার পরিমাণ ১৫০ টাকা। ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে হিসাব করার সময় দেখা গেল যে ১০ জন সদস্য তাদের চাঁদা পরিশোধ করেনি। পক্ষান্তরে ৫ জন সদস্য ২০২১ সালের ৬ মাসের চাঁদা অগ্রিম প্রদান করেছে। উপরন্তু ২ জন সদস্যের ২০১৯ সালের বকেয়া চাঁদা এ বছর আদায় করা হয়েছে। চলতি বছরে (২০২০) কত টাকা চাঁদা বাবদ আয় হয়েছে?

সমাধান: চাঁদা আদায়/আয় = (মোট সদস্য সংখ্যা × বার্ষিক চাঁদার হার)

চাঁদা আয় = ৪২০ × (১৫০ × ১২) = ৭,৫৬,০০০ টাকা।

নোট: চাঁদা প্রাপ্তির জের থেকে চাঁদা আয়ের জের নির্ণয় করা যায়। এছাড়াও সদস্য সংখ্যা ও বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ দেওয়া থাকলে সরাসরি চাঁদা আয় নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে মোট সদস্য সংখ্যার সাথে বার্ষিক চাঁদার হার গুণ করে চাঁদা আয় নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্নে প্রদত্ত অন্যান্য তথ্য অপ্রাসঙ্গিক।

২. ক্যাডেট কলেজ ক্লাব এর ২০১৮ সালে চাঁদা প্রাপ্তি হিসাবের জের ছিল ৫,০০০ টাকা। ২০১৭ সালে প্রাপ্ত ১,০০০ টাকা যা সদস্যগণ ২০১৮ সালের জন্য প্রদান করেছিলেন এবং বিগত বছরের (২০১৭) ১,২০০ টাকা চাঁদা এ বছর আদায় হয়েছিল। সদস্যগণের নিকট হতে ৮০০ টাকা পাওয়া গেল যা ২০১৯ সালের জন্য প্রদান করেছিলেন। সদস্যগণের নিকট বছর শেষে ১,২০০ টাকা বকেয়া রয়েছে। ২০১৮ সালে আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদা আয় হিসাবে কত টাকা দেখানো হবে?

সমাধান:

চাঁদা প্রাপ্তি হিসাবের জের	৫,০০০
(+) বিগত বছরে প্রাপ্ত চলতি বছরের অগ্রিম	১,০০০
(–) বিগত বছরের বকেয়া	১,২০০
(+) চলতি বছরের বকেয়া	১,২০০
(–) চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম	৮০০
চাঁদা আয় হিসাবের জের	৫,২০০

৩. পূর্বাণী ক্লাব এর ২০২০ সালে মোট চাঁদা আয় হিসাবের জের ছিল ৪,৫০০ টাকা। ২০১৯ সালে প্রাপ্ত ১,০০০ টাকা যা সদস্যগণ ২০২০ সালের জন্য প্রদান করেছিলেন এবং বিগত বছরের (২০১৯) ১,২০০ টাকা চাঁদা এ বছর আদায় হয়েছিল। সদস্যগণের নিকট হতে ৮০০ টাকা পাওয়া গেল যা ২০২১ সালের জন্য প্রদান করেছিলেন। সদস্যগণের নিকট বছর শেষে ১,২০০ টাকা বকেয়া রয়েছে। ২০২০ সালে প্রাপ্তি-প্রদান হিসাবে চাঁদা প্রাপ্তি বাবদ কত টাকা দেখানো হয়েছিল?

সমাধান:

চাঁদা আয় হিসাবের জের	৪,৫০০
(–) বিগত বছরে প্রাপ্ত চলতি বছরের অগ্রিম	১,০০০
(+) বিগত বছরের বকেয়া	১,২০০
(–) চলতি বছরের বকেয়া	১,২০০
(+) চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম	৮০০
চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি	৪,৩০০

৪. একটি কল্যাণ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০০ জন। মাথাপিছু চাঁদার হার ১০ টাকা, কোন একবছরে প্রাপ্ত ৭,০০০ টাকার মধ্যে বিগত বছরের বকেয়া ৫০০ টাকা ও আগামী বছরের অগ্রিম চাঁদা অন্তর্ভুক্ত আছে। কত টাকা অগ্রিম চাঁদা হিসাবে পাওয়া গেছে?

সমাধান: ৫০০ জন সদস্য থেকে মোট চাঁদা পাওয়ার কথা (৫০০ × ১০) = ৫,০০০ টাকা।

কিন্তু মোট চাঁদা প্রাপ্তি ৭,০০০ টাকা, এর মধ্যে ৫০০ টাকা বিগত বছরের।

সুতরাং অগ্রিম চাঁদা = (৭,০০০ – ৫,০০০ – ৫০০) টাকা = ১,৫০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

05. সারা বছরে চাঁদা বাবদ প্রাপ্তি ৪০,০০০ টাকা। এর মধ্যে অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি ৮,০০০ টাকা। বছরের শুরুতে বকেয়া চাঁদার পরিমাণ ছিল ১২,০০০ টাকা এবং বছর শেষে অনাদায়ি চাঁদা ৬,০০০ টাকা হলে, আয়-ব্যয় হিসেবে চাঁদা বাবদ কত টাকা আয় দেখানো হবে?

সমাধান : চলতি বছরের চাঁদা আয় = (চলতি বছরের প্রাপ্ত চাঁদা – চলতি অগ্রিম চাঁদা – বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা + চলতি বছরের অনাদায়ি চাঁদা)

= (৪০,০০০ – ৮,০০০ – ১২,০০০ + ৬,০০০) = ২৬,০০০ টাকা।

∴ চাঁদা বাবদ আয়-ব্যয় হিসাবে ২৬,০০০ টাকা দেখাতে হবে।

06. প্রারম্ভিক মনিহারি মজুদ ৩,০০০ টাকা, সমাপনী মনিহারি মজুদ ১৭০০ টাকা এবং মনিহারি বাবদ প্রদান ৪,৫০০ টাকা। আয়-ব্যয় হিসাবে মনিহারি বাবদ কত টাকা দেখাতে হবে?

সমাধান : আয়-ব্যয় হিসাবে মনিহারি বাবদ দেখাতে হবে = (প্রারম্ভিক মনিহারি মজুদ + মনিহারি বাবদ প্রদান – সমাপনী মনিহারি মজুদ)

= (৩,০০০ + ৪,৫০০ – ১,৭০০) = ৫,৮০০ টাকা।

∴ আয়-ব্যয় হিসাবে মনিহারি বাবদ ৫,৮০০ টাকা দেখাতে হবে।

07. প্রারম্ভিক খাদ্য সামগ্রী ১৩,৫০০ টাকা এবং সমাপনী খাদ্য সামগ্রী ১৪,০০০ টাকা। খাদ্যসামগ্রী ক্রয়বাবদ প্রদান ৮৫,০০০ টাকা এবং খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় ১,২৫,০০০ টাকা। বকেয়া খাদ্য সামগ্রী ক্রয়ের পরিমাণ ৪,৫০০ টাকা হলে, খাদ্য সামগ্রী বাবদ কত টাকা লাভ বা ক্ষতি হয়েছে?

সমাধান : খাদ্য সামগ্রী বাবদ চলতি বছরের ব্যয় = (প্রারম্ভিক খাদ্যসামগ্রী + খাদ্যসামগ্রী ক্রয় + বকেয়া খাদ্যসামগ্রী ক্রয় – সমাপনী খাদ্য সামগ্রী)

= (১৩,৫০০ + ৮৫,০০০ + ৪,৫০০ – ১৪,০০০) = ৮৯,০০০ টাকা।

খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ে লাভ = (খাদ্যসামগ্রীর বিক্রয়মূল্য – খাদ্যসামগ্রী বাবদ চলতি বছরের ব্যয়) = (১,২৫,০০০ – ৮৯,০০০) = ৩৬,০০০ টাকা।

∴ খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় বাবদ ৩৬,০০০ টাকা লাভ হয়েছে।

08. ২০২০ সালে মোট চাঁদা প্রাপ্তি ৩৮,০০০ টাকা। তার মধ্যে ২০১৯ সালের চাঁদা ৩,০০০ টাকা এবং ২০২১ সালের চাঁদা ৭,০০০ টাকা। ২০১৯ সালে ২০২০ সালের চাঁদা পাওয়া গিয়েছিল ৫,০০০ টাকা। ২০২০ সালের চাঁদা ৬,০০০ টাকা অনাদায়ি থাকলে ২০২০ সালের আয়-ব্যয় হিসাবে প্রদর্শিত চাঁদা আয় হবে কত?

সমাধান: চলতি বছরের চাঁদা আয় = (চলতি বছরে প্রাপ্ত চাঁদা + চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা – বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা + বিগত বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত চলতি বছরের চাঁদা – চলতি বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের চাঁদা) = (৩৮,০০০ + ৬,০০০ – ৩,০০০ + ৫,০০০ – ৭,০০০) = ৩৯,০০০ টাকা।

সুতরাং, ২০০৭ সালের আয়-ব্যয় হিসাবে প্রদর্শিত চাঁদা আয় হবে ৩৯,০০০ টাকা।

09. প্রাপ্ত মোট চাঁদার মধ্যে বিগত বছরের চাঁদা ১২,০০০ টাকা এবং আগামী বছরের ১৭,০০০ টাকা। বিগত বছর অগ্রিম চাঁদা পাওয়া গিয়েছিল ৮,০০০ টাকা এবং চলতি বছরের অনাদায়ি চাঁদা ২,০০০ টাকা। আয়-ব্যয় হিসাবে চলতি বছরে চাঁদা খাতে ৮২,০০০ টাকা আয় দেখানো হলে, চলতি বছরে চাঁদা প্রাপ্তির পরিমাণ কত?

সমাধান: চলতি বছরে প্রাপ্ত চাঁদা = (চলতি বছরের চাঁদা আয় – চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা + বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা – বিগত বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত চলতি বছরের চাঁদা + চলতি বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের চাঁদা) = (৮২,০০০ – ২,০০০ + ১২,০০০ – ৮,০০০ + ১৭,০০০) = ১,০১,০০০ টাকা।

সুতারাং, চলতি বছরে চাঁদা প্রাপ্তির পরিমাণ ১,০১,০০০ টাকা।

10. একটি ক্লাবে ৫০০ জন সদস্য আছে, যারা বার্ষিক ১০০ টাকা করে চাঁদা দিয়ে থাকেন। ৫০ জন সদস্য ২০০৫ সনে ২০০৬ সনের চাঁদা আগাম দিয়েছিলেন; ৩০ জন সদস্য ২০০৫ সনের চাঁদা ২০০৬ সনে পরিশোধ করেন; ৪০ জন সদস্য ২০০৭ সনের চাঁদা আগাম দিয়েছেন এবং ৬০ জন সদস্য ২০০৬ সনের চাঁদা পরিশোধ করেন নি। ২০০৬ সনের চাঁদা বাবদ কত টাকা পাওয়া যায়?

সমাধান: চলতি (২০০৬) সনের চাঁদা আয় = মোট সদস্য সংখ্যা × প্রতি সদস্যের বার্ষিক চাঁদা

= (৫০০ × ১০০) = ৫০,০০০ টাকা।

বিগত সনে অগ্রিম প্রাপ্ত চলতি সনের চাঁদা (২০০৫ সনে প্রাপ্ত ২০০৬ সনের চাঁদা) = (৫০ × ১০০) = ৫,০০০ টাকা।

বিগত সনের বকেয়া চাঁদা চলতি সনে প্রাপ্তি (২০০৫ সনের চাঁদা ২০০৬ সনে প্রাপ্তি) = (৩০ × ১০০) = ৩,০০০ টাকা।

চলতি সনে প্রাপ্ত পরবর্তী সনের অগ্রিম চাঁদা (২০০৭ সনের আগাম চাঁদা) = (৪০ × ১০০) = ৪,০০০ টাকা।

চলতি সনের বকেয়া চাঁদা (২০০৬ সনের অনাদায়ি চাঁদা) = (৬০ × ১০০) = ৬,০০০ টাকা।

চলতি বছরে প্রাপ্ত চাঁদা = চলতি বছরের চাঁদা আয় – চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা + বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা – বিগত বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত চলতি বছরের চাঁদা + চলতি বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের চাঁদা।

= (৫০,০০০ – ৬,০০০ + ৩,০০০ – ৫,০০০ + ৪,০০০) = ৪৬,০০০ টাকা।

সুতরাং, ২০০৬ সনের চাঁদা বাবদ টাকা পাওয়া যাবে ৪৬,০০০ টাকা।

11. ২০০৯ সালে আরামবাগ যুবসংঘের ভাড়া খরচ বাবদ নগদ প্রদান করা হয় ৯০,০০০ টাকা যার মধ্যে ৫,০০০ টাকা অগ্রিম রয়েছে ২০১০ সনের জন্য। এ বছরে বকেয়া ভাড়া মোট ভাড়ার $\frac{১}{৫}$ অংশ হবে। মোট ভাড়া ও বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ কত?

সমাধান: ২০০৯ সালে ভাড়া খরচ বাবদ নগদ প্রদান করা হয়েছে = (৯০,০০০ – ৫,০০০) = ৮৫,০০০ টাকা।

প্রশ্নে দেয়া আছে, এ বছরের বকেয়া ভাড়া মোট ভাড়ার $\frac{১}{৫}$ অংশ; অর্থাৎ ২০০৯ সালের ভাড়া খরচ বাবদ নগদে প্রদান করা হয়েছে $\frac{৪}{৫}$ অংশ।

প্রশ্নমতে $\frac{৪}{৫}$ অংশ = ৮৫,০০০ টাকা। ∴ মোট ভাড়া (১ বা সম্পূর্ণ অংশ) = $\left(৮৫,০০০ \times \frac{৫}{৪}\right)$ = ১,০৬,২৫০ টাকা।

∴ বকেয়া ভাড়া = (১,০৬,২৫০ – ৮৫,০০০) = ২১,২৫০ টাকা।

অর্থাৎ মোট ভাড়া ও বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ যথাক্রমে ১,০৬,২৫০ টাকা ও ২১,২৫০ টাকা।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

12. প্রারম্ভিক খাদ্য সামগ্রী ৬,২৪০ টাকা এবং সমাপনী খাদ্য সামগ্রী ৭,৭৫০ টাকা। খাদ্য সামগ্রী ক্রয় বাবদ প্রদান ৬৭,৫০০ টাকা এবং খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় ৮০,০০০ টাকা। বকেয়া খাদ্য সামগ্রী ক্রয়ের পরিমাণ ৪,২৫০ টাকা হলে, খাদ্য সামগ্রী বাবদ কত টাকা লাভ বা ক্ষতি হয়েছে?

সমাধান:

খাদ্য সামগ্রী হিসাব

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ	৬,২৪০	সমাপনী মজুদ	৭,৭৫০
ক্রয়	৬৭,৫০০	বিক্রয়	৮০,০০০
চলতি বছরের বকেয়া	৪,২৫০		
আয়-ব্যয় হিসাব	৯,৭৬০		
	৮৭,৭৫০		৮৭,৭৫০

13. মনিহারির প্রারম্ভিক মজুদ ৫,৪০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদ ৭,৮০০ টাকা। বছরের শুরুতে বকেয়া মনিহারির পরিমাণ ছিল ৪,০০০ টাকা এবং বছরের শেষে বকেয়া মনিহারির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,৬০০ টাকা। চলতি বছরে মনিহারি বাবদ ২৩,০০০ টাকা প্রদান করা হলে চলতি বছরের মনিহারি ব্যয় কত?

সমাধান:

মনিহারি/সাপ্লাইজ/খাদ্য-সামগ্রী হিসাব

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ	৫,৪০০	সমাপনী মজুদ	৭,৮০০
নগদ ক্রয় বাবদ প্রদান	২৩,০০০	বিগত বছরের (বছর শুরুতে) বকেয়া	৪,০০০
চলতি বছরের (বছর শেষে) বকেয়া	৬,৬০০	ব্যয় বা ক্ষতি	২৩,২০০
	৩৫,০০০		৩৫,০০০

সুতরাং চলতি বছরের মনিহারি বাবদ ব্যয় হলো ২৩,২০০ টাকা।

Step 3 সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর

01. চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি ৫০,০০০ টাকা। তার মধ্যে বিগত বছরের ৫,০০০ টাকা এবং আগামী বছরের ৭,৫০০ টাকা, চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা ৫,৫০০ টাকা হলে আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ কত টাকা দেখতে হবে নির্ণয় কর। [DU Written Part: 22-23]

উত্তর: চাঁদা আয় = মোট চাঁদা প্রাপ্তি – বিগত বছরের বকেয়া – আগামী বছরের অগ্রীম + চলতি বছরের বকেয়া
= (৫০,০০০ – ৫,০০০ – ৭,৫০০ + ৫,৫০০) = ৪৩,০০০ টাকা।

02. প্রগেস ক্লাবের ৩,০০০ জন সদস্য আছে যারা বাৎসরিক ২০০ টাকা করে চাঁদা দিয়ে থাকেন। ২০০৬ সালের চাঁদা বাবদ কত লক্ষ টাকা পাওয়া যায়; যখন ৩০০ জন সদস্য ২০০৫ সালে অগ্রিম চাঁদা দিয়েছিলেন, ৬০০ জন সদস্য ২০০৭ সালের চাঁদা অগ্রিম দিয়েছেন এবং ২০০ জন সদস্য ২০০৬ সালের চাঁদা পরিশোধ করেননি? [ঢাবি ০৬-০৭]

সমাধান: ২০০৬ সালে ৩,০০০ জন সদস্য প্রত্যেকে ২০০ টাকা করে চাঁদা দিলে,

মোট চাঁদা আয়ের পরিমাণ হয় (৩,০০০ × ২০০)	=	৬,০০,০০০ টাকা
(-) বকেয়া চাঁদার পরিমাণ (২০০ × ২০০)	=	৪০,০০০ টাকা
মোট	=	৫,৬০,০০০ টাকা
(-) ২০০৫ সালে প্রাপ্ত অগ্রিম চাঁদা (৩০০ × ২০০)	=	৬০,০০০ টাকা
মোট	=	৫,০০,০০০ টাকা
(+) ২০০৭ সালের অগ্রিম প্রাপ্ত চাঁদা (৬০০ × ২০০)	=	১,২০,০০০ টাকা
মোট	=	৬,২০,০০০ টাকা

সুতরাং ২০০৬ সালে চাঁদা বাবদ মোট পাওয়া যায় ৬,২০,০০০ টাকা।

03. মোট চাঁদা প্রাপ্তি ৫০,০০০ টাকা। তার মধ্যে বিগত বছরের ৫,০০০ টাকা, আগামী বছরের ৭,৫০০ টাকা, এবং চলতি বছরের অনাদায়ী-চাঁদা ৯,০০০ টাকা হলে আয়-ব্যয় হিসাবে চলতি বৎসরের চাঁদা খাতে কত টাকা ক্রেডিট করতে হবে? [রাবি : ১৩-১৪]

সমাধান: সূত্রটি হলো– অর্জিত চাঁদা আয় (চলতি বছরের) = {(মোট চাঁদা প্রাপ্তি + চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা + বিগত বছরে প্রাপ্ত চলতি বছরের চাঁদা) – (বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা চলতি বছরে প্রাপ্তি + আগামী বছরের চাঁদা অগ্রিম প্রাপ্তি)}

অতএব চলতি বছরের চাঁদা বাবদ অর্জিত আয় = {(৫০,০০০ + ৯,০০০ + ০) – (৫,০০০ + ৭,৫০০)} = (৫৯,০০০ – ১২,৫০০) = ৪৬,৫০০ টাকা।

04. চলতি বছর মজুরি বাবদ ১৫,৫০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে অগ্রিম মজুরি প্রদান ২,০০০ টাকা ও গত বছরের মজুরি বকেয়া ৫০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে। এ বছরের মজুরি বকেয়া ১,০০০ টাকা, গত বছর প্রদত্ত অগ্রিম মজুরি ১,২০০ টাকা। চলতি বছরের আয় ব্যয় হিসাবে মজুরির বাবদ ব্যয় কত হবে? [রাবি : ০৫-০৬]

সমাধান: চলতি বছরের মজুরি ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র হলো : চলতি বছরের মজুরি বাবদ ব্যয় = {(মোট মজুরি প্রদান + এ বছরের বকেয়া + গত বছর প্রদত্ত এ বছরের মজুরি) – (আগামী বছরের অগ্রিম প্রদান + গত বছরের বকেয়া মজুরি এ বছর প্রাপ্তি)}

অতএব, চলতি বছরের মজুরি ব্যয় = {(১৫,৫০০ + ১,০০০ + ১,২০০) – (২,০০০ + ৫০০)} = (১৭,৭০০ – ২,৫০০) = ১৫,২০০ টাকা।

05. জনাব আলম ২০১৫ সালে ১,০০,০০০ টাকা আয় বাবদ পান, যার মধ্যে ২৫,০০০ টাকা ২০১৪ সালের এবং ৪০,০০০ টাকা ২০১৬ সালের আয়। যদি ২০১৫ সালের প্রকৃত খরচ ১০,০০০ টাকা হয়, তাহলে বকেয়া ভিত্তিতে ২০১৫ সালের নিট মুনাফা কত টাকা? [শাবিপ্রবি : ১২-১৩]

সমাধান: ২০১৫ সালের নিট মুনাফা = (প্রাপ্ত আয় – বিগত বছরের বকেয়া আয় – পরবর্তী বছরের অগ্রিম আয় – চলতি বছরের প্রকৃত খরচ)
= (১,০০,০০০ – ২৫,০০০ – ৪০,০০০ – ১০,০০০) = ২৫,০০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

SELF TEST

Part-1 : MCQ
Part-2 : Written

Part-1 MCQ

01. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিম্নের কোন হিসাবটি রাখে না?
Ⓐ আয়-ব্যয় হিসাব Ⓑ প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব
Ⓒ লাভ লোকসান হিসাব Ⓓ মূলধন তহবিল

02. একটি সংঘের খাদ্য সামগ্রী ক্রয় ৮,০০০ টাকা, খাদ্য সামগ্রীর সমাপনী উদ্বৃত্ত ৩,০০০ টাকা এবং খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার ১১,০০০ টাকা হলে প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত কত?
Ⓐ ১৬,০০০ টাকা Ⓑ ২৬,০০০ টাকা
Ⓒ ৬,০০০ টাকা Ⓓ ১৮,০০০ টাকা

03. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্তকে বলা হয়–
Ⓐ ব্যয় অতিরিক্ত আয় Ⓑ আয়-অতিরিক্ত ব্যয়
Ⓒ নিট লাভ Ⓓ নিট ক্ষতি

04. কোনটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিশেষ তহবিলের উদাহরণ নয়?
Ⓐ উন্নয়ন তহবিল Ⓑ আপ্যায়ন তহবিল
Ⓒ মূলধন তহবিল Ⓓ টুর্নামেন্ট তহবিল

05. একটি সংঘের সদস্য সংখ্যা ৫০ জন। চাঁদার হার প্রতি মাসে ৬০ টাকা। ১৫ জন সদস্য চলতি বছরে ৩ মাসের চাঁদা প্রদান করেনি। এ বছরে আয়-ব্যয় হিসাবের চাঁদা বাবদ কত টাকা দেখাতে হবে?
Ⓐ ৩৬,০০০ Ⓑ ৩৩,৩০০ Ⓒ ৩৮,৭০০ Ⓓ ৩,০০০

06. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না
Ⓐ অবচয় Ⓑ ধারে ক্রয়
Ⓒ বকেয়া আয় Ⓓ অগ্রিম প্রাপ্ত আয়

07. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যয় অতিরিক্ত আয়–
Ⓐ সদস্যদের মাঝে বণ্টিত হয় Ⓑ অবণ্টিত হিসাবে দেখানো হয়
Ⓒ মূলধন তহবিলে সমন্বয় করা হয় Ⓓ A + B

08. কোনটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাবে প্রভাব ফেলবে না?
Ⓐ চলতি বছরের অনাদায়ী চাঁদা Ⓑ চলতি বছরের বকেয়া বেতন
Ⓒ গত বছরে প্রাপ্ত অগ্রিম চাঁদা Ⓓ গত বছরের বকেয়া চাঁদা আদায়

09. চলতি বছরে বিনিয়োগের ক্রয় মূল্যের উপর ৫% হারে বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি ৩,৭৫০ টাকা হলে, বিনিয়োগের পরিমাণ কত টাকা?
Ⓐ ১৮,৭৫০ টাকা Ⓑ ৩৭,৫০০ টাকা
Ⓒ ৭১,২৫০ টাকা Ⓓ ৭৫,০০০ টাকা

10. ২০২১ সালে অনাদায়ি চাঁদা ১,৫০০ টাকা এবং অগ্রিম চাঁদা ছিল ৫০০ টাকা। ২০২২ সালে চাঁদা বাবদ ৪,৫০০ টাকা পাওয়া গেল, যাহার মধ্যে অগ্রিম চাঁদা রয়েছে ৮০০ টাকা। ২০২২ সালের অনাদায়ি চাঁদা ১,০০০ টাকা হলে, ২০২২ সালে আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদার পরিমাণ কত দেখাতে হবে?
Ⓐ ২,৯০০ টাকা Ⓑ ৩,৪০০ টাকা
Ⓒ ৩,৯০০ টাকা Ⓓ ৪,৪০০ টাকা

11. মূলধন তহবিল নির্ণয়ে কোনটি বিবেচিত হয় না?
Ⓐ অগ্রিম ভাড়া Ⓑ বকেয়া বেতন Ⓒ অনাদায়ী চাঁদা Ⓓ চাঁদা আয়

12. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করা হয়–
Ⓐ মাসের শেষে Ⓑ বছরের শেষে
Ⓒ একটি নির্দিষ্ট তারিখে Ⓓ ছয় মাস শেষে

OMR

01. ⒶⒷⒸⒹ	02. ⒶⒷⒸⒹ	03. ⒶⒷⒸⒹ	04. ⒶⒷⒸⒹ
05. ⒶⒷⒸⒹ	06. ⒶⒷⒸⒹ	07. ⒶⒷⒸⒹ	08. ⒶⒷⒸⒹ
09. ⒶⒷⒸⒹ	10. ⒶⒷⒸⒹ	11. ⒶⒷⒸⒹ	12. ⒶⒷⒸⒹ

Answer

12.C	11.D	10.C	09.D	08.D	07.C
06.D	05.A	04.C	03.B	02.C	01.C

Part-2 Written

01. একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূলধন তহবিল বলতে কী বুঝ?
02. সারা বছরে চাঁদা বাবদ প্রাপ্তি ৪০,০০০ টাকা। এর মধ্যে অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি ৮,০০০ টাকা। বছরের শুরুতে বকেয়া চাঁদার পরিমাণ ছিল ১২,০০০ টাকা এবং বছর শেষে অনাদায়ি চাঁদা ৬,০০০ টাকা হলে, আয়-ব্যয় হিসেবে চাঁদা বাবদ কত টাকা আয় দেখানো হবে?
03. একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ৫০ জন। তাদের মাসিক চাঁদার পরিমাণ ১৮০ টাকা। ২০০৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে হিসাব করার সময় দেখা গেল যে, ২০ জন সদস্য তাদের চাঁদা পরিশোধ করেনি। পক্ষান্তরে ১২ জন সদস্য ২০০৮ সালের ৬ মাসের চাঁদা অগ্রিম প্রদান করেছে। ৫ জন সদস্যের ২০০৬ সালের চাঁদা এ বছর আদায় হয়েছে। চাঁদা বাবদ ২০০৭ সালের আয়-ব্যয় হিসেবে কত টাকা দেখাতে হবে?
04. প্রারম্ভিক মনিহারি মজুদ ৩,০০০ টাকা, সমাপনী মনিহারি মজুদ ১৭০০ টাকা এবং মনিহারি বাবদ প্রদান ৪,৫০০ টাকা। আয়-ব্যয় হিসাবে মনিহারি বাবদ কত টাকা দেখাতে হবে?
05. মোট চাঁদা প্রাপ্তি ৫০,০০০ টাকা। তার মধ্যে বিগত বছরের ৫,০০০ টাকা, আগামী বছরের ৭,৫০০ টাকা, এবং চলতি বছরের অনাদায়ী-চাঁদা ৯,০০০ টাকা হলে আয়-ব্যয় হিসাবে চলতি বৎসরের চাঁদা খাতে কত টাকা ক্রেডিট করতে হবে?
06. চলতি বছর মজুরি বাবদ ১৫,৫০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে অগ্রিম মজুরি প্রদান ২,০০০ টাকা ও গত বছরের মজুরি বকেয়া ৫০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে। এ বছরের মজুরি বকেয়া ১,০০০ টাকা, গত বছর প্রদত্ত অগ্রিম মজুরি ১,২০০ টাকা। চলতি বছরের আয় ব্যয় হিসাবে মজুরির বাবদ ব্যয় কত হবে?
07. একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চলতি বছরে প্রাপ্ত চাঁদার পরিমাণ ১,৮০০ টাকা; এর মধ্যে বিগত বছরের চাঁদা রয়েছে ২.৫% এবং পরবর্তী বছরের চাঁদা ৫%; চাঁদা বাবদ এ বছরের আয়-ব্যয় হিসাবে কত ক্রেডিট হবে?

ANSWER

01. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্যকে মূলধন তহবিল বলে। প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল নির্ণয়ের জন্য প্রারম্ভিক মোট সম্পত্তি থেকে প্রারম্ভিক মোট দায় বাদ দিতে হয়। অন্যদিকে, সমাপনী মূলধন তহবিল নির্ণয়ের জন্য সমাপনী মোট সম্পত্তি থেকে সমাপনী মোট দায় বাদ দিতে হয়।
02. চলতি বছরের চাঁদা আয় = (চলতি বছরের প্রাপ্ত চাঁদা – চলতি অগ্রিম চাঁদা – বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা + চলতি বছরের অনাদায়ি চাঁদা)
= (৪০,০০০ – ৮,০০০ – ১২,০০০ + ৬,০০০) = ২৬,০০০ টাকা।
03. চলতি বছরে চাঁদা-আয় = মোট সদস্য সংখ্যা × প্রতি সদস্যের বার্ষিক চাঁদা
= ৫০ × (১৮০ × ১২) = ১,০৮,০০০ টাকা।
04. আয়-ব্যয় হিসাবে মনিহারি বাবদ দেখাতে হবে = (প্রারম্ভিক মনিহারি মজুদ + মনিহারি বাবদ প্রদান – সমাপনী মনিহারি মজুদ)
= (৩,০০০ + ৪,৫০০ – ১,৭০০) = ৫,৮০০ টাকা।
05. আয় ব্যয় হিসাবে চলতি বছরের চাঁদা বাবদ ক্রেডিট হবে = (মোট প্রাপ্ত চাঁদা + চলতি বছরের বকেয়া – বিগত বছরের বকেয়া – চলতি বছরের অগ্রিম)
= (৫০,০০০ + ৯,০০০ – ৫,০০০ – ৭,৫০০) = ৪৬,৫০০ টাকা।
06. ১৫,২০০ টাকা।
07. আমরা জানি, প্রাপ্ত চাঁদার পরিমাণ হতে বিগত বছরের চাঁদা ও পরবর্তী বছরের চাঁদা বিয়োগ করে চলতি বছরের চাঁদার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।
সুতরাং, এ বছরের চাঁদা = (১,৮০০ – ৪৫ – ৯০) টাকা = ১,৬৬৫ টাকা।
এখানে, বিগত বছরের চাঁদা = ১,৮০০ × ২.৫% = ৪৫ টাকা
এবং পরবর্তী বছরের চাঁদা = ১,৮০০ × ৫% = ৯০ টাকা।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ২

অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাব
[Accounts of Partnership Business]

Chapter Outlook Map

- Type-1 : অংশীদারি ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা
- Type-2 : অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাবনিকাশ
- Type-3: লিখিত প্রশ্নোত্তর
  - Step-1 : এক কথায় প্রশ্নোত্তর
  - Step-2 : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
  - Step-3 : বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর
- Type-4: গাণিতিক সমস্যাবলি
  - Step-1 : প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি
  - Step-2 : গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান
  - Step-3 : সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর
- Self Test (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ)

প্রতিটি Type-এ যা যা থাকছে

- Step-1 : Basic Information
- Step-2 : At a Glance : Most Important Information
- Step-3 : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর
- Step-4 : সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর
- Step-5: NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

JOYKOLY

অধ্যায়টির কোন টপিককে গুরুত্ব দিবো ???

	অতি গুরুত্বপূর্ণ (৯০% +)	গুরুত্বপূর্ণ (৮০% +)	কম গুরুত্বপূর্ণ (৭০% +)	জানা জরুরি (৫০% +)
টপিকসমূহ	■ অংশীদারি ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা ■ অংশীদারি ব্যবসায়ের গাণিতিক সমস্যা	■ অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাবনিকাশ ■ অংশীদারদের নতুন অনুপাত, লাভের অনুপাত, ত্যাগ অনুপাত নির্ণয়	■ অংশীদারদের মূলধন হিসাব ■ অংশীদারদের চলতি হিসাব	■ অংশীদারি ব্যবসায়ের অবসায়ন

Type 1 অংশীদারি ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা

অংশীদারি ব্যবসায় (Partnership Business) :

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাদের অর্থ, শ্রম ও দক্ষতা একযোগে বা এদের যে কোনো একটি বিনিয়োগের মাধ্যমে যে আইন সম্মত ব্যবসায় গঠন এবং তা হতে অর্জিত মুনাফা নিজেদের মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে বন্টনের নিমিত্তে যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের সৃষ্টি করে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হলো চুক্তি। লিখিত চুক্তিকে চুক্তিপত্র বলা হয়। চুক্তিপত্র ছাড়াও অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা যায়। তবে চুক্তি ছাড়া আইনগত সুবিধা পাওয়া যায় না বিধায় অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করা বাঞ্ছনীয়। নিবন্ধন করা হোক বা না হোক, অংশীদারি ব্যবসায়ের আইনগত সত্ত্বা সৃষ্টি হয় না। তাই অংশীদারি ব্যবসায়ের করযোগ্য সত্ত্বা নেই।

- ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারি আইন অনুসারে বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়।
- তবে নিবন্ধিত ব্যবসায় কিছু অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে।
- এ ব্যবসায়ের মূলভিত্তি হলো চুক্তি, চুক্তিপত্র নয়।
- চুক্তিপত্র মৌখিক, লিখিত অথবা লিখিত ও নিবন্ধিত হতে পারে।
- চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে অংশীদারি ব্যবসায়ে ঋণের সুদ ৬%। তবে মূলধন, উত্তোলনের উপর সুদ ধরা যাবে না।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Partnership Business) :

১. স্বতন্ত্র ব্যক্তিবর্গের সংঘ (Association of Individuals).
২. পারস্পরিক সমঝোতা (Mutual Agency)
৩. সীমিত জীবনকাল বা আয়ু (Limited Life).
৪. অসীম দায় (Unlimited Liability)
৫. সম্পত্তির যৌথ-মালিকানা বা সহ-মালিকানা (Co-Ownership of Property)
৬. চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক (Contractual Relationship)
৭. মুনাফা অর্জন ও বণ্টন (Sharing of Profit & Loss)
৮. পারস্পিক আস্থা ও বিশ্বাস (Mutual Trust & Understanding)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধাসমূহ (Merits of Partnership Business) :

১. দুই বা ততোধিক ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা এবং সম্পদের একত্রীকরণ (Combining of Skills and Resources of Two or More Individuals)
২. সহজ গঠন (Ease of Formation)
৩. সরকারি বাধা-নিষেধ হতে মুক্ত (Freedom from Governmental Regulations and Restrictions)
৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ (Ease of Decision Making)

অংশীদারি ব্যবসায়ের অসুবিধাসমূহ (Demerits of Partnership Business) :

১. পারস্পরিক সদ্বিশ্বাসের অভাব (Lack of Utmost Good Faith) ২. সীমিত জীবনকাল বা আয়ু (Limited life) এবং ৩. অসীম দায় (Unlimited liability)

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন (Registration of Partnership Business) :

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না হলেও অংশীদারগণ ইচ্ছা করলে নিজেদের স্বার্থে তা নিবন্ধন করতে পারেন। নিবন্ধকের অফিস হতে ছাপানো আবেদন ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণ করে নির্ধারিত ফি ও চুক্তি পত্রের কপিসহ নিবন্ধকের অফিসে জমা দিলে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে ব্যবসায়টিকে নিবন্ধিত করে নেন এবং পত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করেন।

অংশীদারি ব্যবসায়ের অবসায়ন (Dissolution of Partnership Business) :

অংশীদারি ব্যবসায়ের অবসায়ন বলতে ব্যবসায় বন্ধ করাকে বোঝায়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ের সম্পত্তি বিক্রয় করা, দায় পরিশোধ এবং অবশিষ্ট অংশ অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। অংশীদারি ব্যবসায়ের অবসায়নের মাধ্যমে ব্যবসায়ের আইনগত সত্ত্বা এবং ব্যবসায়িক সত্ত্বা উভয়েরই সমাপ্তি ঘটে। অবসায়নকালে অনগদ সম্পত্তিকে নগদে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে "আদায়করণ (Realization)" বলা হয়। সম্পত্তির বহিমূল্য এবং আদায়করণ হতে প্রাপ্ত নগদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যকে "আদায়করণের মুনাফা বা ক্ষতি (Gain or Loss on Realization)" বলা হয়।

অংশীদারি ব্যবসায় অবসায়নকালে নিম্নের ধাপসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করতে হয় :

১. অনগদ সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদে রূপান্তর এবং আদায়করণের মুনাফা বা ক্ষতি চিহ্নিত করা (Sell Noncash Assets for Cash and Recognize a Gain or Loss on Realization)।
২. অংশীদারদের মধ্যে আয় বণ্টন অনুপাত অনুযায়ী আদায়করণের মুনাফা অথবা ক্ষতি বণ্টন (Allocate Gain or Loss on Realization to the Partners Based on their Income Ratios)।
৩. নগদে অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় পরিশোধ (Pay Partnership Liabilities in Cash)।
৪. অবশিষ্ট নগদ অর্থ অংশীদারদের মূলধন জেরের ভিত্তিতে বণ্টন করা (Distribute Remaining Cash to Partners on the Basis of their Capital Balances)।

Step ② At a Glance : Most Important Information

- বাংলাদেশে ১৯৩২ সালের (ভারতীয়) অংশীদারি আইন প্রচলিত।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি- **চুক্তি**।
- অংশীদারি চুক্তি হতে পারে- **৩ ধরনের [মৌখিক, লিখিত এবং লিখিত ও নিবন্ধিত]**
- চুক্তিপত্র ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় করা যায়, কিন্তু চুক্তি ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় করা যায় না।
- বাংলাদেশে অংশীদার ব্যবসায় নিবন্ধন- **বাধ্যতামূলক নয়**।
- একটি অংশীদারি কারবারের অবসায়নের ক্ষেত্রে কারবারের নগদ অর্থ অংশীদারদের মধ্যে বন্টিত হবে- **মূলধন ব্যালেন্সের ভিত্তিতে**।

Step ③ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

01. অংশীদারি কারবারে আয় নির্ধারণকালে নিচের কোনটি খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না? [DU : 11-12]

Ⓐ বিমা খরচ Ⓑ আয়কর খরচ Ⓒ ভাড়া খরচ
Ⓓ বিদ্যুৎ খরচ Ⓔ টেলিফোন খরচ

Ⓑ Solve এখানে আয়কর খরচ বাদে অবশিষ্ট সবগুলো (বিমা খরচ, ভাড়া খরচ, বিদ্যুৎ খরচ, টেলিফোন খরচ) অংশীদারি কারবারের আয় নির্ধারণকালে খরচ হিসেবে গণ্য হবে।

02. একটি অংশীদারি কারবারের অবসায়নের ক্ষেত্রে কারবারের নগদ অর্থ অংশীদারদের মধ্যে বন্টিত হবে- [DU : 04-05; RU : 08-09; BRUR : 13-14; RU-B : 18-19; RSTU-B: 18-19]

Ⓐ সমানভাবে Ⓑ আয় বণ্টন অনুপাত এর ভিত্তিতে
Ⓒ মূলধন ব্যালেন্সের ভিত্তিতে Ⓓ অংশীদারদের প্রকৃত বিনিয়োগের ভিত্তিতে
Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓒ Solve অংশীদারি চুক্তি মোতাবেক নির্দিষ্ট হারে অংশীদারি কারবারের লাভ-ক্ষতি বণ্টিত হবে। অংশীদারি কারবারের অবসায়নের ক্ষেত্রে কারবারের নগদ অর্থ-বন্টিত হবে মূলধন ব্যালেন্সের ভিত্তিতে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

01. মূলধনের সুদ ধার্য করার ক্ষেত্রে চুক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনটি? [RU : 22-23]

Ⓐ সম্পর্ক Ⓑ সম্মতি
Ⓒ মুনাফা Ⓓ সম্পত্তি

Ⓑ Solve সাধারণত অংশীদারদের আইন অনুযায়ী, চুক্তির অবর্তমানে মূলধনের উপর কোনো সুদ ধার্য করা হয় না। সুতরাং যদি মূলধনের উপর সুদ ধার্য করা হয়, তাহলে তা অবশ্যই চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে। আর চুক্তি বিষয়াবলিতে অংশীদারগণ সর্বসম্মতভাবে সম্মতি পোষণ করবে। অতএব অপশন (C)-এর মুনাফা এবং অপশন (B) সম্মতি এই দুইয়ের মধ্যে গুরুত্ব বিবেচনায় সম্মতি হচ্ছে সঠিক উত্তর।

02. অংশীদারি দলিলে উল্লেখ না থাকলে মুনাফা বণ্টন হবে- [RU : 22-23]

Ⓐ সমানভাবে Ⓑ মূলধনের অনুপাতে
Ⓒ কাজের মাত্রা অনুযায়ী Ⓓ অসমভাবে

Ⓐ Solve অংশীদারি দলিলে উল্লেখ না থাকলে :

⇒ লাভ-ক্ষতি বণ্টিত হবে- সমহারে ⇒ উত্তোলনের উপর-সুদ ধরা যাবে না
⇒ অতিরিক্ত মূলধনের উপর- সুদ ধরা যাবে না
⇒ ঋণের উপর- ৬% হারে সুদ ধার্য করতে হবে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

03. অংশীদারি কারবারের অবসায়নের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ বণ্টনের ভিত্তি কী? [RU-B : 21-22]
Ⓐ সমানভাবে Ⓑ আয় ভাগাভাগির অনুপাত
Ⓒ মূলধন হিসাবের ব্যালেন্স Ⓓ প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণ

C Solve অংশীদারি কারবারের অবসায়নের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ বণ্টিত হয় মূলধন হিসাবের ব্যালেন্স।
অংশীদারি ব্যবসায় অবসায়নকালে নিম্নের ধাপসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করতে হয়:
১. অনগদ সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদে রূপান্তর এবং আদায়করণের মুনাফা বা ক্ষতি চিহ্নিত করা (Sell noncash assets for cash and recognize a gain or loss on realization)।
২. অংশীদারদের মধ্যে আয় বণ্টন অনুপাত অনুযায়ী আদায়করণের মুনাফা অথবা ক্ষতি বণ্টন (Allocate gain or loss on realization to the partners based on their income ratios)।
৩. নগদে অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় পরিশোধ (Pay partnership liabilities in cash)।
৪. অবশিষ্ট নগদ অর্থ অংশীদারদের মূলধন জেরের ভিত্তিতে বণ্টন করা (Distribute remaining cash to partners on the basis of their capital balances)।

04. অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক [RU : 05-06]
Ⓐ সীমিত অংশীদারে কারবারের
Ⓑ ঐচ্ছিক অংশীদারি কারবারের
Ⓒ বিশেষ অংশীদারি কারবারের
Ⓓ সকল অংশীদারি কারবারের ক্ষেত্রে

A Solve অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন অংশীদারি আইনে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কিন্তু সীমিত অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে নিবন্ধিত অংশীদারি কারবার বিশেষ কিছু সুবিধা পেতে পারে।

05. যে অংশীদার ব্যবসায়ে কোনো মূলধন বিনিয়োগ করে না বা ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না, তবে চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ পায় তাকে বলে- [RU : 05-06]
Ⓐ নামমাত্র অংশীদার
Ⓑ আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার
Ⓒ আচরণে অনুমিত অংশীদার
Ⓓ কোনোটিই নয়

A Solve বিভিন্ন প্রকার অংশীদারের মধ্যে নামমাত্র অংশীদার হলো ঐ অংশীদার যিনি ব্যবসায়ে কোন মূলধন বিনিয়োগ করে না বা ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না তবে চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ পায়।

06. অংশীদারি কারবার অবসায়ন হলে সমাপনী মজুদ অংশীদারগণের মধ্যে যে ভাবে ভাগ করা হয়- [RU : 05-06]
Ⓐ মূলধন অনুপাত Ⓑ ২ : ১ অনুপাত
Ⓒ ১:১ অনুপাত Ⓓ কোনোটিই নয়

C Solve অংশীদারি কারবারের অবসায়ন কালে সমাপনী মজুত পণ্য ও অন্যান্য সম্পত্তি চুক্তিপত্র অনুসারে বণ্টন করা হয়। চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে সমান অনুপাতে বণ্টন করে নিতে হয়। যেহেতু প্রশ্নটির উত্তরের জন্য পাওয়া Option গুলোর মধ্যে চুক্তিপত্রের কথা উল্লেখ নাই, সেহেতু প্রশ্নটির জন্য সঠিক উত্তরটি হলো সমান অনুপাত।

07. কোনটি অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্য নয়- [RU : 04-05]
Ⓐ পারস্পরিক প্রতিনিধিত্ব Ⓑ অসীম আয়ুষ্কাল
Ⓒ অসীম দায় Ⓓ সম্পত্তির সম অংশীদার

B Solve অংশীদারি ব্যবসায় সসীম আয়ুষ্কাল সম্পন্ন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. অংশীদারি কারবার গঠনকালে তাদের প্রাথমিক সম্পত্তি বিনিয়োগ লিপিবদ্ধ হবে- [CU : 05-06; CoU : 12-13]
Ⓐ বইতে লিখিত মূল্যে Ⓑ বাজার মূল্যে
Ⓒ ক্রয়মূল্য বাদ অবচয় মূল্য Ⓓ বাজার মূল্যে ও ক্রয়মূল্যের গড় অঙ্কে

B Solve অংশীদারি কারবার গঠন করার সময় তাদের প্রাথমিক সম্পত্তির বিনিয়োগ সাধারণত বইতে বাজার মূল্যে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোন অংশীদার অংশীদারি ফার্মে মূলধন বিনিয়োগ করেন কিন্তু এর ব্যবসায় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন না? [BSMRSTU-F: 18-19]
Ⓐ নিষ্ক্রিয় অংশীদার Ⓑ নামমাত্র অংশীদার
Ⓒ আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার Ⓓ পরিমিত অংশীদার

A Solve যে অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে, লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু অধিকার থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না তাকে নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলে। নামমাত্র অংশীদার মূলধনের পরিবর্তে সুনাম বিনিয়োগ করে তবে পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার অবসরগ্রহণের পর মূলধন উত্তোলন না করে ব্যবসায়ে ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করে। যে সকল অংশীদারি ব্যবসায়ে কমপক্ষে একজন অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ থাকে তাকে সীমিত/পরিমিত অংশীদার বলে।

02. চুক্তির অবর্তমানে অংশীদার নিচের কোনটি দাবি করতে পারে? [CoU-C : 18-19]
Ⓐ বেতন Ⓑ ঋণের সুদ
Ⓒ মূলধনের সুদ Ⓓ কমিশন

B Solve অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে চুক্তির অবর্তমানে শুধু ঋণের উপর ৬% হারে সুদ দিতে হয়। মূলধন, উত্তোলনের উপর কোনো সুদ দিতে হয় না।

03. অংশীদারি কারবারের ক্ষেত্রে আদালত কোনটিকে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহন করে? [PUST 15-16]
Ⓐ লিখিত চুক্তিপত্র Ⓑ অনিবন্ধিত চুক্তিপত্র
Ⓒ মৌখিক চুক্তি Ⓓ নিবন্ধিত ও লিখিত চুক্তিপত্র

D Solve অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি চুক্তি। তবে চুক্তি লিখিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু চুক্তি যদি লিখিত ও নিবন্ধিত হয় তাহলে কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। আদালত লিখিত ও নিবন্ধিত চুক্তিপত্রকে প্রাধান্য দেয়।

04. বাংলাদেশের অংশীদারি আইন কত সালের? [JKKNIU 15-16; MBSTU 15-16]
Ⓐ ২০০১ Ⓑ ১৯৯১
Ⓒ ১৯৭২ Ⓓ ১৯৩২
Ans D

05. অংশীদারি কারবারে চুক্তির গুরুত্ব কীরূপ? [BU : 13-14]
Ⓐ আংশিক প্রয়োজন Ⓑ মূল ভিত্তি
Ⓒ প্রয়োজন নেই Ⓓ রাজস্ব হিসাব

B Solve অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি হলো চুক্তি।

06. হিসাববিজ্ঞানে সুনাম কী? [JnU : 11-12]
Ⓐ মুনাফা আয়ের ক্ষমতা
Ⓑ ব্যবসায়ের সুনাম
Ⓒ ব্রান্ডের সুনাম
Ⓓ অতিরিক্ত মুনাফা আয়ের ক্ষমতা

D Solve হিসাববিজ্ঞানে সুনাম বলতে অতিরিক্ত মুনাফা আয়ের ক্ষমতাকে বোঝায়।

CamScanner

Step 4 — সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. চুক্তির অবর্তমানে একজন অংশীদার নিচের কোনটি দাবি করতে পারে? [DHA-22; DIN-22; RAJ-21]
Ⓐ মূলধনের সুদ Ⓑ ঋণের সুদ Ⓒ বেতন Ⓓ কমিশন **Ans B**

02. অংশীদারি কারবারের বিলোপ ঘটে- [DHA-22; RAJ-21]
i. কোনো অংশীদার দেউলিয়া হলে
ii. কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে
iii. কোনো অংশীদার অবসর গ্রহণ করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii **Ans D**

03. রফি তার অংশীদারি ব্যবসায় হতে প্রতিমাসে ৩,০০০ টাকা হারে সারা বছর উত্তোলন করেন। তিনি বছরে ১০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেন। ৬% হারে উত্তোলনের সুদ কত? [DHA-22]
Ⓐ ৯৯০ টাকা Ⓑ ১,০৮০ টাকা
Ⓒ ১,১৭০ টাকা Ⓓ ১,৬৮০ টাকা **Ans B**

04. অংশীদারদের উত্তোলনের কোনো উল্লেখ তারিখ না থাকলে উত্তোলনের উপর কত মাসের সুদ নির্ণয় করা হয়? [MYM-22]
Ⓐ ১২ মাস Ⓑ ১০ মাস Ⓒ ৮ মাস Ⓓ ৬ মাস **Ans D**

05. চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে অংশীদারি ব্যবসায় কোনো অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের উপর সুদের হার কত হবে? [MYM-22; SYL-22]
Ⓐ ৫% Ⓑ ৬% Ⓒ ৮% Ⓓ ১০% **Ans B**

06. নিচের কোনটি অংশীদারি ব্যবসায়ে বাধ্যতামূলক? [RAJ-22]
Ⓐ আইনগত সত্তা Ⓑ চুক্তি Ⓒ দলিল Ⓓ নিবন্ধন **Ans B**

07. অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদার গ্রহণ ও বহিষ্কার করা হয়ে থাকে— [RAJ-22]
Ⓐ চুক্তিপত্র অনুসারে
Ⓑ অংশীদারি আইন অনুসারে
Ⓒ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে
Ⓓ অংশীদারদের সর্বসম্মতিক্রমে **Ans D**

08. অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল উপাদান কোনটি? [DIN-22; COM-21; SYL-21]
Ⓐ পারস্পরিক আস্থা Ⓑ চুক্তি
Ⓒ মুনাফা অর্জন Ⓓ দক্ষতা **Ans B**

09. অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদারদের দায় কীরূপ? [SYL-22; COM-19]
Ⓐ অসীম Ⓑ সসীম
Ⓒ মূলধন দ্বারা সীমাবদ্ধ Ⓓ আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ **Ans A**

10. অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারগণকে কোন অনুপাতে মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়? [JES-22; DHA-17]
Ⓐ সমান অনুপাতে Ⓑ মুনাফা বণ্টন অনুপাতে
Ⓒ চুক্তি অনুযায়ী Ⓓ অংশীদারদের ইচ্ছা অনুযায়ী **Ans C**

11. অংশীদারগণ প্রতি মাসের শুরুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করলে উত্তোলনের ওপর কত মাসের সুদ ধরতে হবে? [MYM-21; COM-21]
Ⓐ ৫.৫ মাসের Ⓑ ৬ মাসের
Ⓒ ৬.৫ মাসের Ⓓ ১২ মাসের **Ans C**

12. অংশীদারের চলতি হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত কী? [MYM-21]
Ⓐ সম্পদ Ⓑ দায় Ⓒ মূলধন Ⓓ উত্তোলন **Ans B**

13. চুক্তির অবর্তমানে অংশীদারদের মধ্যে লাভ-লোকসান কীভাবে বণ্টিত হবে? [MYM-21]
Ⓐ সমহারে Ⓑ মূলধন অনুপাতে
Ⓒ সকলের মতানুযায়ী Ⓓ উত্তোলনের অনুপাত অনুযায়ী

14. আশা ও নিশা একটি অংশীদারি কারবারের দুইজন অংশীদার। তাদের প্রারম্ভিক মূলধন যথাক্রমে ১,৫০,০০০ টাকা ও ১,০০,০০০ টাকা। তারা মূলধনের ওপর ১০% সুদ ধার্য করে। আশা কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। আশা কী ধরনের অংশীদার? [DIN-21]
Ⓐ নামমাত্র অংশীদার Ⓑ নিষ্ক্রিয় অংশীদার
Ⓒ সাধারণ অংশীদার Ⓓ প্রতিবন্ধ অংশীদার **Ans B**

15. অংশীদারি ব্যবসায়ে একজন সীমাবদ্ধ অংশীদার নিচের কোনটি করতে পারে না? [BAR-21]
Ⓐ মুনাফা বণ্টনে অংশ নিতে Ⓑ ব্যবসায়ের হিসাব পরীক্ষা করতে
Ⓒ ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নিতে Ⓓ নিজস্ব মূলধন ফেরত নিতে **Ans C**

16. ভারতীয় অংশীদারি আইন - [COM-19]
Ⓐ ১৯৯৪ Ⓑ ১৯৮৪ Ⓒ ১৯৩২ Ⓓ ১৯৩৪ **Ans C**

17. অংশীদারদের চলতি হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত কী প্রকাশ করে? [RAJ-17]
Ⓐ দায় Ⓑ আয় Ⓒ সম্পদ Ⓓ ব্যয় **Ans C**

18. অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে কী বোঝায়? [CHI-16]
Ⓐ অংশীদারদের নিবন্ধন Ⓑ ব্যবসায়ের অবস্থান স্থলের নিবন্ধন
Ⓒ চুক্তিপত্রের নিবন্ধন Ⓓ চুক্তির নিবন্ধন **Ans C**

19. এক মালিকানা ব্যবসায়ের কোন অসুবিধার কারণে অংশীদারি ব্যবসায়ের উৎপত্তি ঘটে? [DIN-16]
Ⓐ ব্যক্তি সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা Ⓑ পৃথক সত্তার অভাব
Ⓒ অসীম দায় Ⓓ স্থায়িত্বের অভাব **Ans A**

Step 5 — NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মূলধন দেয় না অথচ সক্রিয়ভাবে ব্যবসায়ের কাজে অংশ নেয় এমন অংশীদারকে কী বলে?
Ⓐ নামমাত্র অংশীদার Ⓑ সক্রিয় অংশীদার
Ⓒ কর্মী অংশীদার Ⓓ সীমাবদ্ধ অংশীদার **Ans C**

02. অংশীদারি ব্যবসায়ে কোন ব্যক্তি মূলধন বিনিয়োগ না করে অংশীদার হিসেবে তার নাম ব্যবহারের অনুমতি দেয়- তাকে কী বলে?
Ⓐ কর্মী অংশীদার Ⓑ নামমাত্র অংশীদার
Ⓒ আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার Ⓓ নিষ্ক্রিয় অংশীদার **Ans B**

03. আইনত, অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন বলতে নিচের কোনটি বুঝায়?
Ⓐ অংশীদারি ব্যবসায় বন্ধ করে দেওয়া
Ⓑ অংশীদারদের মধ্যে অংশীদারি সম্পর্কের বিলোপ ঘটা
Ⓒ অন্যের নিকট ব্যবসায় বিক্রি করে দেওয়া
Ⓓ ব্যবসায় বিক্রি করে অংশীদারদের পাওনা বুঝে দেওয়া **Ans B**

04. অংশীদারগণ যদি দুমাস অন্তর অন্তর একটি নির্দিষ্ট অর্থ উত্তোলন করে তবে উক্ত উত্তোলনের উপর কত সময়ের সুদ ধরতে হবে?
Ⓐ $৫\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে Ⓑ $৩\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে
Ⓒ $২\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে Ⓓ $১\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে **Ans C**

05. অংশীদারদের উত্তোলনের কোনো তারিখ উল্লেখ না থাকলে উত্তোলনের ওপর কত মাসের সুদ নির্ণয় করা হয়?
Ⓐ ১২ মাসের Ⓑ ৬ মাসের Ⓒ ৮ মাসের Ⓓ ১০ মাসের **Ans B**

06. অংশীদারগণ তিন মাস অন্তর অন্তর নির্দিষ্ট অর্থ উত্তোলন করলে উক্ত উত্তোলনের উপর কত সময়ের সুদ ধরতে হবে?
Ⓐ $২\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে Ⓑ $১\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে
Ⓒ $৬\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে Ⓓ $৪\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে **Ans B**

07. কোনো কোনো অংশীদার প্রতিষ্ঠানের বিশেষ দায়িত্ব পালন করে কমিশন দাবি করলে কমিশন গণনা করার পদ্ধতি কত প্রকার?
Ⓐ ৫ প্রকার Ⓑ ৪ প্রকার Ⓒ ৩ প্রকার Ⓓ ২ প্রকার **Ans D**

08. শুভ, মারুফ ও শাশ্বত তিনজন একত্রে সফটওয়্যার তৈরির একটি অংশীদারি ব্যবসায় চালায়। বিগত দুবছর তাদের ব্যবসায়ে বেশ সফলতা আসে। বর্তমানে ব্যবসায় মন্দা দেখা দেওয়ায় শাশ্বত অপর দুজনকে না জানিয়ে ব্যবসায়ে তার সম্পূর্ণ অংশ রনির নিকট বিক্রয় করে। ব্যবসায়ে তাদের কোনো লিখিত চুক্তি না থাকায় অংশীদারির বিলোপ কীভাবে ঘটবে?
Ⓐ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা Ⓑ বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে
Ⓒ আদালতের নির্দেশে Ⓓ বাধ্যতামূলকভাবে **Ans C**

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Type 2 অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাবনিকাশ

অংশীদারি ব্যবসায়ের লাভ- লোকসান আবন্টন হিসাব (Profit & Loss Appropriation Account) :

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিট মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে বন্টন সংক্রান্ত বিষয়াবলি যে হিসাবে প্রদর্শিত হয় তাকে লাভ- লোকসান আবন্টন হিসাব বলে। লাভ- লোকসান হিসাব প্রস্তুত করার পর লাভ- লোকসান আবন্টন হিসাব প্রস্তুত করা হয়। এই হিসাবে অংশীদারি ব্যবসায়ে অর্জিত নিট মুনাফা চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে বন্টনের প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হয়।

- লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত হলে তা বন্টনযোগ্য মুনাফা (Divisible Profit)।
- ডেবিট উদ্বৃত্ত হলে তা বন্টনযোগ্য ক্ষতি (Divisible loss) হিসেবে গণ্য হয়।
- অংশীদারদের মধ্যে বন্টনযোগ্য লাভ বা ক্ষতি চুক্তিতে উল্লিখিত লাভ-লোকসান বন্টন অনুপাতে বণ্টিত হয়।
- চুক্তিতে লাভ লোকসান বন্টনের অনুপাত উল্লেখ না থাকলে অংশীদারি আইন অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে লাভ-লোকসান সমান অনুপাতে বন্টন করা হয়।

অংশীদারদের মূলধন হিসাব (Partners' Capital Account) :

অংশীদারগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন ও অন্যান্য কারণে অংশীদারদের দাবি বৃদ্ধি-হ্রাস সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে যে হিসাবের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে অংশীদারদের মূলধন হিসাব বলে। অংশীদারদের মূলধন হিসাব সংরক্ষণের দুইটি পদ্ধতি রয়েছে । যথা: (১) পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি এবং (২) স্থিতি /স্থির মূলধন পদ্ধতি।

অংশীদারদের মূলধন হিসাব

- **পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি**
  - প্রারম্ভিক মূলধন, অতিরিক্ত মূলধন
  - মূলধনের সুদ
  - বেতন, কমিশন
  - উত্তোলন, উত্তোলনের সুদ, পণ্য উত্তোলন
  - মুনাফা বা ক্ষতির অংশ
  - প্রতিবছর মূলধনের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়
- **স্থির বা স্থিতি মূলধন পদ্ধতি**
  - **অংশীদারদের মূলধন হিসাব**
    - মূলধন ও অতিরিক্ত মূলধন
  - **অংশীদারদের চলতি হিসাব**
    - চলতি হিসাবের জের
    - মূলধনের সুদ
    - বেতন, কমিশন
    - উত্তোলন, উত্তোলনের সুদ, পণ্য উত্তোলন
    - মুনাফা বা ক্ষতির অংশ
    - প্রতিবছর মূলধনের পরিমাণ একই থাকে

(১) পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি (Floating Capital Method) :

যে পদ্ধতিতে অংশীদারগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন ও অংশীদারি ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফার অংশ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ অংশীদারদের মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাবের জের প্রতি বছরই পরিবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের উত্তোলন হিসাব সংরক্ষণ করা হয় এবং হিসাবকাল শেষে সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে অংশীদারদের উত্তোলন হিসাব বন্ধ করে অংশীদারদের মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। সাধারণত অংশীদারদের মূলধন হিসাবের ক্রেডিট জের হয়ে থাকে।

(২) স্থিতিশীল / স্থির মূলধন পদ্ধতি (Fixed Capital Method) :

যে পদ্ধতিতে অংশীদারগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন অংশীদারদের মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং অংশীদারি ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফার অংশ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ অংশীদারদের চলতি হিসাবে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে স্থিতিশীল/ স্থির মূলধন পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাবের জের প্রতি বছরই পরিবর্তিত হয় না। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের উত্তোলনের জন্য আলাদা হিসাব সংরক্ষণ না করে অংশীদারদের উত্তোলন সংক্রান্ত লেনদেন অংশীদারদের চলতি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব সর্বদা ক্রেডিট জের প্রকাশ করে। আর, অংশীদারদের চলতি হিসাব ক্রেডিট কিংবা ডেবিট যে-কোনো জের প্রকাশ করতে পারে।

অংশীদারদের চলতি হিসাব (Partners' Current Account) :

স্থিতিশীল /স্থির মূলধন পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করা হলে প্রত্যেক অংশীদারের প্রাপ্য মূলধনের সুদ, বেতন, অবশিষ্ট মুনাফার অংশ এবং উত্তোলন লিপিবদ্ধ করার জন্য স্বতন্ত্র যে হিসাব সংরক্ষণ করা হয় তাকে অংশীদারদের চলতি হিসাব বলে। অংশীদারদের চলতি হিসাবের সাধারণত ক্রেডিট জের হয়; তবে ডেবিট জেরও হতে পারে।

অংশীদারদের চলতি হিসাবের ব্যালেন্সের উপর সুদ (Interest on Balance of Partners Current Account) :

- চলতি হিসাবের ব্যালেন্সের উপর সুদ ধরার বিধান থাকলে কেবল– **ক্রেডিট ব্যালেন্সের উপর এরূপ সুদ ধার্য করা যায়।**
- চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের সুদ অংশীদারদের আয় কিন্তু ব্যবসায়ের ব্যয়।
- ডেবিট ব্যালেন্সের উপর সুদ ধরার কোনো বিধান নাই।

অংশীদারদের মূলধনের সুদ (Interest on Partners' Capital) :

চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে, উল্লিখিত হারে মূলধনের উপর সুদ ধার্য করা হয়। অংশীদারি ব্যবসায়ের নিট মুনাফা বণ্টন করার সময় মুনাফা বণ্টনের বিষয় হিসেবে মূলধনের সুদ ধার্য করা হয়। অংশীদারদের মূলধনের সুদ (Interest on Capital) প্রদান ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নয়। তবে অংশীদারগণ অসমভাবে মূলধন সরবরাহ করলে তার উপর সুদ ধরা উচিত।

- প্রারম্ভিক মূলধনের উপর চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে, উল্লিখিত হারে সুদ ধার্য করা হবে।
- মূলধনের সুদ কেবল মূলধনের ক্রেডিট ব্যালেন্সের উপর ধরা হবে।
- মূলধনের সুদ কারবারের ব্যয় কিন্তু অংশীদারের আয়।
- মূলধনের ডেবিট ব্যালেন্স হলে তার উপর সুদ দিতে হয় না।

অংশীদারদের মূলধনের উপর সুদ ধার্য করার কারণ বা যৌক্তিকতা :

- সমহারে মূলধন বিনিয়োগ কিন্তু অসমহারে লাভ-লোকসান বণ্টন।
- মূলধন বিনিয়োগ না করে কেউ অংশীদারের মর্যাদা লাভ করলে।
- অসমহারে মূলধন বিনিয়োগ কিন্তু সমহারে মুনাফা বণ্টন।
- ব্যবসায় থেকে অংশীদারগণ অসমহারে উত্তোলন করলে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 4 — সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. চুক্তির অবর্তমানে একজন অংশীদার নিচের কোনটি দাবি করতে পারে? [DHA-22; DIN-22; RAJ-21]
Ⓐ মূলধনের সুদ Ⓑ ঋণের সুদ Ⓒ বেতন Ⓓ কমিশন Ans Ⓑ

02. অংশীদারি কারবারের বিলোপ ঘটে– [DHA-22; RAJ-21]
i. কোনো অংশীদার দেউলিয়া হলে
ii. কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে
iii. কোনো অংশীদার অবসর গ্রহণ করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii Ans Ⓓ

03. রাফি তার অংশীদারি ব্যবসায় হতে প্রতিমাসে ৩,০০০ টাকা হারে সারা বছর উত্তোলন করেন। তিনি বছরে ১০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেন। ৬% হারে উত্তোলনের সুদ কত? [DHA-22]
Ⓐ ৯৯০ টাকা Ⓑ ১,০৮০ টাকা
Ⓒ ১,১৭০ টাকা Ⓓ ১,৬৮০ টাকা Ans Ⓑ

04. অংশীদারদের উত্তোলনের কোনো উল্লেখ তারিখ না থাকলে উত্তোলনের উপর কত মাসের সুদ নির্ণয় করা হয়? [MYM-22]
Ⓐ ১২ মাস Ⓑ ১০ মাস Ⓒ ৮ মাস Ⓓ ৬ মাস Ans Ⓓ

05. চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে অংশীদারি ব্যবসায় কোনো অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের উপর সুদের হার কত হবে? [MYM-22; SYL-22]
Ⓐ ৫% Ⓑ ৬% Ⓒ ৮% Ⓓ ১০% Ans Ⓑ

06. নিচের কোনটি অংশীদারি ব্যবসায়ে বাধ্যতামূলক? [RAJ-22]
Ⓐ আইনগত সত্তা Ⓑ চুক্তি Ⓒ দলিল Ⓓ নিবন্ধন Ans Ⓑ

07. অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদার গ্রহণ ও বহিষ্কার করা হয়ে থাকে– [RAJ-22]
Ⓐ চুক্তিপত্র অনুসারে
Ⓑ অংশীদারি আইন অনুসারে
Ⓒ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে
Ⓓ অংশীদারদের সর্বসম্মতিক্রমে Ans Ⓓ

08. অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল উপাদান কোনটি? [DIN-22; COM-21; SYL-21]
Ⓐ পারস্পরিক আস্থা Ⓑ চুক্তি
Ⓒ মুনাফা অর্জন Ⓓ দক্ষতা Ans Ⓑ

09. অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদারদের দায় কীরূপ? [SYL-22; COM-19]
Ⓐ অসীম Ⓑ সসীম
Ⓒ মূলধন দ্বারা সীমাবদ্ধ Ⓓ আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ Ans Ⓐ

10. অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারগণকে কোন অনুপাতে মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়? [JES-22; DHA-17]
Ⓐ সমান অনুপাতে Ⓑ মুনাফা বণ্টন অনুপাতে
Ⓒ চুক্তি অনুযায়ী Ⓓ অংশীদারদের ইচ্ছা অনুযায়ী Ans Ⓒ

11. অংশীদারগণ প্রতি মাসের শুরুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করলে উত্তোলনের ওপর কত মাসের সুদ ধরতে হবে? [MYM-21; COM-21]
Ⓐ ৫.৫ মাসের Ⓑ ৬ মাসের
Ⓒ ৬.৫ মাসের Ⓓ ১২ মাসের Ans Ⓒ

12. অংশীদারের চলতি হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত কী? [MYM-21]
Ⓐ সম্পদ Ⓑ দায় Ⓒ মূলধন Ⓓ উত্তোলন Ans Ⓑ

13. চুক্তির অবর্তমানে অংশীদারদের মধ্যে লাভ-লোকসান কীভাবে বণ্টিত হবে? [MYM-21]
Ⓐ সমহারে Ⓑ মূলধন অনুপাতে
Ⓒ সকলের মতানুযায়ী Ⓓ উত্তোলনের অনুপাত অনুযায়ী

14. আশা ও নিশা একটি অংশীদারি কারবারের দুইজন অংশীদার। তাদের প্রারম্ভিক মূলধন যথাক্রমে ১,৫০,০০০ টাকা ও ১,০০,০০০ টাকা। তারা মূলধনের ওপর ১০% সুদ ধার্য করে। আশা কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। আশা কী ধরনের অংশীদার? [DIN-21]
Ⓐ নামমাত্র অংশীদার Ⓑ নিষ্ক্রিয় অংশীদার
Ⓒ সাধারণ অংশীদার Ⓓ প্রতিবন্ধ অংশীদার Ans Ⓑ

15. অংশীদারি ব্যবসায়ে একজন সীমাবদ্ধ অংশীদার নিচের কোনটি করতে পারে না? [BAR-21]
Ⓐ মুনাফা বণ্টনে অংশ নিতে Ⓑ ব্যবসায়ের হিসাব পরীক্ষা করতে
Ⓒ ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নিতে Ⓓ নিজস্ব মূলধন ফেরত নিতে Ans Ⓒ

16. ভারতীয় অংশীদারি আইন - [COM-19]
Ⓐ ১৯৯৪ Ⓑ ১৯৮৪ Ⓒ ১৯৩২ Ⓓ ১৯৩৪ Ans Ⓒ

17. অংশীদারদের চলতি হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত কী প্রকাশ করে? [RAJ-17]
Ⓐ দায় Ⓑ আয় Ⓒ সম্পদ Ⓓ ব্যয় Ans Ⓒ

18. অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে কী বোঝায়? [CHI-16]
Ⓐ অংশীদারদের নিবন্ধন Ⓑ ব্যবসায়ের অবস্থান স্থলের নিবন্ধন
Ⓒ চুক্তিপত্রের নিবন্ধন Ⓓ চুক্তির নিবন্ধন Ans Ⓒ

19. এক মালিকানা ব্যবসায়ের কোন অসুবিধার কারণে অংশীদারি ব্যবসায়ের উৎপত্তি ঘটে? [DIN-16]
Ⓐ ব্যক্তি সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা Ⓑ পৃথক সত্তার অভাব
Ⓒ অসীম দায় Ⓓ স্থায়িত্বের অভাব Ans Ⓐ

Step 5 — NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মূলধন দেয় না অথচ সক্রিয়ভাবে ব্যবসায়ের কাজে অংশ নেয় এমন অংশীদারকে কী বলে?
Ⓐ নামমাত্র অংশীদার Ⓑ সক্রিয় অংশীদার
Ⓒ কর্মী অংশীদার Ⓓ সীমাবদ্ধ অংশীদার Ans Ⓒ

02. অংশীদারি ব্যবসায়ে কোন ব্যক্তি মূলধন বিনিয়োগ না করে অংশীদার হিসেবে তার নাম ব্যবহারের অনুমতি দেয়– তাকে কী বলে?
Ⓐ কর্মী অংশীদার Ⓑ নামমাত্র অংশীদার
Ⓒ আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার Ⓓ নিষ্ক্রিয় অংশীদার Ans Ⓑ

03. আইনত, অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন বলতে নিচের কোনটি বুঝায়?
Ⓐ অংশীদারি ব্যবসায় বন্ধ করে দেওয়া
Ⓑ অংশীদারদের মধ্যে অংশীদারি সম্পর্কের বিলোপ ঘটা
Ⓒ অন্যের নিকট ব্যবসায় বিক্রি করে দেওয়া
Ⓓ ব্যবসায় বিক্রি করে অংশীদারদের পাওনা বুঝে দেওয়া Ans Ⓑ

04. অংশীদারগণ যদি দুমাস অন্তর অন্তর একটি নির্দিষ্ট অর্থ উত্তোলন করে তবে উক্ত উত্তোলনের উপর কত সময়ের সুদ ধরতে হবে?
Ⓐ $৫\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে Ⓑ $৩\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে
Ⓒ $২\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে Ⓓ $১\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে Ans Ⓒ

05. অংশীদারদের উত্তোলনের কোনো তারিখ উল্লেখ না থাকলে উত্তোলনের ওপর কত মাসের সুদ নির্ণয় করা হয়?
Ⓐ ১২ মাসের Ⓑ ৬ মাসের Ⓒ ৮ মাসের Ⓓ ১০ মাসের Ans Ⓑ

06. অংশীদারগণ তিন মাস অন্তর অন্তর নির্দিষ্ট অর্থ উত্তোলন করলে উক্ত উত্তোলনের উপর কত সময়ের সুদ ধরতে হবে?
Ⓐ $২\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে Ⓑ $১\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে
Ⓒ $৬\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে Ⓓ $৪\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে Ans Ⓑ

07. কোনো কোনো অংশীদার প্রতিষ্ঠানের বিশেষ দায়িত্ব পালন করে কমিশন দাবি করলে কমিশন গণনা করার পদ্ধতি কত প্রকার?
Ⓐ ৫ প্রকার Ⓑ ৪ প্রকার Ⓒ ৩ প্রকার Ⓓ ২ প্রকার Ans Ⓓ

08. শুভ, মারুফ ও শাশ্বত তিনজন একত্রে সফটওয়্যার তৈরির একটি অংশীদারি ব্যবসায় চালায়। বিগত দুবছর তাদের ব্যবসায়ে বেশ সফলতা আসে। বর্তমানে ব্যবসায় মন্দা দেখা দেওয়ায় শাশ্বত অপর দুজনকে না জানিয়ে ব্যবসায়ে তার সম্পূর্ণ অংশ রনির নিকট বিক্রয় করে। ব্যবসায়ে তাদের কোনো লিখিত চুক্তি না থাকায় অংশীদারির বিলোপ কীভাবে ঘটবে?
Ⓐ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা Ⓑ বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে
Ⓒ আদালতের নির্দেশে Ⓓ বাধ্যতামূলকভাবে Ans Ⓒ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Type 2 অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাবনিকাশ

অংশীদারি ব্যবসায়ের লাভ- লোকসান আবন্টন হিসাব (Profit & Loss Appropriation Account) :

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিট মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে বন্টন সংক্রান্ত বিষয়াবলি যে হিসাবে প্রদর্শিত হয় তাকে লাভ- লোকসান আবন্টন হিসাব বলে। লাভ- লোকসান হিসাব প্রস্তুত করার পর লাভ- লোকসান আবন্টন হিসাব প্রস্তুত করা হয়। এই হিসাবে অংশীদারি ব্যবসায়ে অর্জিত নিট মুনাফা চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে বন্টনের প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হয়।

- লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত হলে তা বন্টনযোগ্য মুনাফা (Divisible Profit)।
- ডেবিট উদ্বৃত্ত হলে তা বন্টনযোগ্য ক্ষতি (Divisible loss) হিসেবে গণ্য হয়।
- অংশীদারদের মধ্যে বন্টনযোগ্য লাভ বা ক্ষতি চুক্তিতে উল্লিখিত লাভ-লোকসান বন্টন অনুপাতে বন্টিত হয়।
- চুক্তিতে লাভ লোকসান বন্টনের অনুপাত উল্লেখ না থাকলে অংশীদারি আইন অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে লাভ-লোকসান সমান অনুপাতে বন্টন করা হয়।

অংশীদারদের মূলধন হিসাব (Partners' Capital Account) :

অংশীদারগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন ও অন্যান্য কারণে অংশীদারদের দাবি বৃদ্ধি-হ্রাস সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে যে হিসাবের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে অংশীদারদের মূলধন হিসাব বলে। অংশীদারদের মূলধন হিসাব সংরক্ষণের দুইটি পদ্ধতি রয়েছে । যথা: (১) পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি এবং (২) স্থিতি /স্থির মূলধন পদ্ধতি।

অংশীদারদের মূলধন হিসাব

- **পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি**
  - প্রারম্ভিক মূলধন, অতিরিক্ত মূলধন
  - মূলধনের সুদ
  - বেতন, কমিশন
  - উত্তোলন, উত্তোলনের সুদ, পণ্য উত্তোলন
  - মুনাফা বা ক্ষতির অংশ
  - প্রতিবছর মূলধনের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়
- **স্থির বা স্থিতি মূলধন পদ্ধতি**
  - **অংশীদারদের মূলধন হিসাব**
    - মূলধন ও অতিরিক্ত মূলধন
  - **অংশীদারদের চলতি হিসাব**
    - চলতি হিসাবের জের
    - মূলধনের সুদ
    - বেতন, কমিশন
    - উত্তোলন, উত্তোলনের সুদ, পণ্য উত্তোলন
    - মুনাফা বা ক্ষতির অংশ
    - প্রতিবছর মূলধনের পরিমাণ একই থাকে

(১) পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি (Floating Capital Method) :

যে পদ্ধতিতে অংশীদারগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন ও অংশীদারি ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফার অংশ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ অংশীদারদের মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাবের জের প্রতি বছরই পরিবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের উত্তোলন হিসাব সংরক্ষণ করা হয় এবং হিসাবকাল শেষে সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে অংশীদারদের উত্তোলন হিসাব বন্ধ করে অংশীদারদের মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। সাধারণত অংশীদারদের মূলধন হিসাবের ক্রেডিট জের হয়ে থাকে।

(২) স্থিতিশীল / স্থির মূলধন পদ্ধতি (Fixed Capital Method) :

যে পদ্ধতিতে অংশীদারগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন অংশীদারদের মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং অংশীদারি ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফার অংশ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ অংশীদারদের চলতি হিসাবে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে স্থিতিশীল/ স্থির মূলধন পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাবের জের প্রতি বছরই পরিবর্তিত হয় না। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের উত্তোলনের জন্য আলাদা হিসাব সংরক্ষণ না করে অংশীদারদের উত্তোলন সংক্রান্ত লেনদেন অংশীদারদের চলতি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব সর্বদা ক্রেডিট জের প্রকাশ করে। আর, অংশীদারদের চলতি হিসাব ক্রেডিট কিংবা ডেবিট যে-কোনো জের প্রকাশ করতে পারে।

অংশীদারদের চলতি হিসাব (Partners'Current Account) :

স্থিতিশীল /স্থির মূলধন পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করা হলে প্রত্যেক অংশীদারের প্রাপ্য মূলধনের সুদ, বেতন, অবশিষ্ট মুনাফার অংশ এবং উত্তোলন লিপিবদ্ধ করার জন্য স্বতন্ত্র যে হিসাব সংরক্ষণ করা হয় তাকে অংশীদারদের চলতি হিসাব বলে। অংশীদারদের চলতি হিসাবের সাধারণত ক্রেডিট জের হয়; তবে ডেবিট জেরও হতে পারে।

অংশীদারদের চলতি হিসাবের ব্যালেন্সের উপর সুদ (Interest on Balance of Partners Current Account) :

- চলতি হিসাবের ব্যালেন্সের উপর সুদ ধরার বিধান থাকলে কেবল– **ক্রেডিট ব্যালেন্সের উপর এরূপ সুদ ধার্য করা যায়।**
- চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের সুদ অংশীদারদের আয় কিন্তু ব্যবসায়ের ব্যয়।
- ডেবিট ব্যালেন্সের উপর সুদ ধরার কোনো বিধান নাই।

অংশীদারদের মূলধনের সুদ (Interest on Partners'Capital) :

চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে, উল্লিখিত হারে মূলধনের উপর সুদ ধার্য করা হয়। অংশীদারি ব্যবসায়ের নিট মুনাফা বন্টন করার সময় মুনাফা বন্টনের বিষয় হিসেবে মূলধনের সুদ ধার্য করা হয়। অংশীদারদের মূলধনের সুদ (Interest on Capital) প্রদান ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নয়। তবে অংশীদারগণ অসমহারে মূলধন সরবরাহ করলে তার উপর সুদ ধরা উচিত।

- অংশীদারদের মূলধনের উপর চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে, উল্লিখিত হারে সুদ ধার্য করা হবে।
- মূলধনের সুদ কেবল মূলধনের ক্রেডিট ব্যালেন্সের উপর ধরা হবে।
- মূলধনের সুদ কারবারের ব্যয় কিন্তু অংশীদারের আয়।
- মূলধনের ডেবিট ব্যালেন্স হলে তার উপর সুদ দিতে হয় না।

অংশীদারদের মূলধনের উপর সুদ ধার্য করার কারণ বা যৌক্তিকতা :

- অসমহারে মূলধন বিনিয়োগ কিন্তু অসমহারে লাভ-লোকসান বন্টন।
- মূলধন বিনিয়োগ না করে কেউ অংশীদারের মর্যাদা লাভ করলে।
- অসমহারে মূলধন বিনিয়োগ কিন্তু সমহারে মুনাফা বন্টন।
- ব্যবসায় থেকে অংশীদারগণ অসমহারে উত্তোলন করলে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Type 2

অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাবনিকাশ

অংশীদারি ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব (Profit & Loss Appropriation Account) :

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিট মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়াবলি যে হিসাবে প্রদর্শিত হয় তাকে লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব বলে। লাভ-লোকসান হিসাব প্রস্তুত করার পর লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব প্রস্তুত করা হয়। এই হিসাবে অংশীদারি ব্যবসায়ে অর্জিত নিট মুনাফা চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে বণ্টনের প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হয়।
- লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত হলে তা বণ্টনযোগ্য মুনাফা (Divisible Profit)।
- ডেবিট উদ্বৃত্ত হলে তা বণ্টনযোগ্য ক্ষতি (Divisible loss) হিসেবে গণ্য হয়।
- অংশীদারদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য লাভ বা ক্ষতি চুক্তিতে উল্লিখিত লাভ-লোকসান বণ্টন অনুপাতে বণ্টিত হয়।
- চুক্তিতে লাভ লোকসান বণ্টনের অনুপাত উল্লেখ না থাকলে অংশীদারি আইন অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে লাভ-লোকসান সমান অনুপাতে বণ্টন করা হয়।

অংশীদারদের মূলধন হিসাব (Partners' Capital Account) :

অংশীদারগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন ও অন্যান্য কারণে অংশীদারদের দাবি বৃদ্ধি-হ্রাস সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে যে হিসাবের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে অংশীদারদের মূলধন হিসাব বলে। অংশীদারদের মূলধন হিসাব সংরক্ষণের দুইটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা: (১) পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি এবং (২) স্থিতি/স্থির মূলধন পদ্ধতি।

অংশীদারদের মূলধন হিসাব
- পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি
  - প্রারম্ভিক মূলধন, অতিরিক্ত মূলধন
  - মূলধনের সুদ
  - বেতন, কমিশন
  - উত্তোলন, উত্তোলনের সুদ, পণ্য উত্তোলন
  - মুনাফা বা ক্ষতির অংশ
  - প্রতিবছর মূলধনের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়
- স্থির বা স্থিতি মূলধন পদ্ধতি
  - অংশীদারদের মূলধন হিসাব
    - মূলধন ও অতিরিক্ত মূলধন
  - অংশীদারদের চলতি হিসাব
    - চলতি হিসাবের জের
    - মূলধনের সুদ
    - বেতন, কমিশন
    - উত্তোলন, উত্তোলনের সুদ, পণ্য উত্তোলন
    - মুনাফা বা ক্ষতির অংশ
    - প্রতিবছর মূলধনের পরিমাণ একই থাকে

(১) পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি (Floating Capital Method) :

যে পদ্ধতিতে অংশীদারগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন ও অংশীদারি ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফার অংশ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ অংশীদারদের মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাবের জের প্রতি বছরই পরিবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের উত্তোলন হিসাব সংরক্ষণ করা হয় এবং হিসাবকাল শেষে সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে অংশীদারদের উত্তোলন হিসাব বন্ধ করে অংশীদারদের মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। সাধারণত অংশীদারদের মূলধন হিসাবের ক্রেডিট জের হয়ে থাকে।

(২) স্থিতিশীল / স্থির মূলধন পদ্ধতি (Fixed Capital Method) :

যে পদ্ধতিতে অংশীদারগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন অংশীদারদের মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং অংশীদারি ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফার অংশ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ অংশীদারদের চলতি হিসাবে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে স্থিতিশীল/ স্থির মূলধন পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাবের জের প্রতি বছরই পরিবর্তিত হয় না। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের উত্তোলনের জন্য আলাদা হিসাব সংরক্ষণ না করে অংশীদারদের উত্তোলন সংক্রান্ত লেনদেন অংশীদারদের চলতি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব সর্বদা ক্রেডিট জের প্রকাশ করে। আর, অংশীদারদের চলতি হিসাব ক্রেডিট কিংবা ডেবিট যে-কোনো জের প্রকাশ করতে পারে।

অংশীদারদের চলতি হিসাব (Partners'Current Account) :

স্থিতিশীল /স্থির মূলধন পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করা হলে প্রত্যেক অংশীদারের প্রাপ্য মূলধনের সুদ, বেতন, অবশিষ্ট মুনাফার অংশ এবং উত্তোলন লিপিবদ্ধ করার জন্য স্বতন্ত্র যে হিসাব সংরক্ষণ করা হয় তাকে অংশীদারদের চলতি হিসাব বলে। অংশীদারদের চলতি হিসাবের সাধারণত ক্রেডিট জের হয়; তবে ডেবিট জেরও হতে পারে।

অংশীদারদের চলতি হিসাবের ব্যালেন্সের উপর সুদ (Interest on Balance of Partners Current Account) :
- চলতি হিসাবের ব্যালেন্সের উপর সুদ ধরার বিধান থাকলে কেবল– **ক্রেডিট ব্যালেন্সের উপর এরূপ সুদ ধার্য করা যায়।**
- চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের সুদ অংশীদারদের আয় কিন্তু ব্যবসায়ের ব্যয়।
- ডেবিট ব্যালেন্সের উপর সুদ ধরার কোনো বিধান নাই।

অংশীদারদের মূলধনের সুদ (Interest on Partners'Capital) :

চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে, উল্লিখিত হারে মূলধনের উপর সুদ ধার্য করা হয়। অংশীদারি ব্যবসায়ের নিট মুনাফা বণ্টন করার সময় মুনাফা বণ্টনের বিষয় হিসেবে মূলধনের সুদ ধার্য করা হয়। অংশীদারদের মূলধনের সুদ (Interest on Capital) প্রদান ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নয়। তবে অংশীদারগণ অসমভাবে মূলধন সরবরাহ করলে তার উপর সুদ ধরা উচিত।
- প্রারম্ভিক মূলধনের উপর চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে, উল্লিখিত হারে সুদ ধার্য করা হবে।
- মূলধনের সুদ কেবল মূলধনের ক্রেডিট ব্যালেন্সের উপর ধরা হবে।
- মূলধনের সুদ কারবারের ব্যয় কিন্তু অংশীদারের আয়।
- মূলধনের ডেবিট ব্যালেন্স হলে তার উপর সুদ দিতে হয় না।

অংশীদারদের মূলধনের উপর সুদ ধার্য করার কারণ বা যৌক্তিকতা :
- অসমহারে মূলধন বিনিয়োগ কিন্তু অসমহারে লাভ-লোকসান বণ্টন।
- মূলধন বিনিয়োগ না করে কেউ অংশীদারের মর্যাদা লাভ করলে।
- অসমহারে মূলধন বিনিয়োগ কিন্তু সমহারে মুনাফা বণ্টন।
- ব্যবসায় থেকে অংশীদারগণ অসমহারে উত্তোলন করলে।

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

অংশীদারদের বেতন (Partners'Salary) :

চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে, উল্লিখিত পরিমাণে অংশীদারদের বেতন ধার্য করা হয়। অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের নিট মুনাফা বণ্টন করার সময় মুনাফা বণ্টনের বিষয় হিসেবে অংশীদারদের ধার্য করা হয়।

অংশীদারদের উত্তোলনের সুদ (Interest on Partners' Drawings) :

- চুক্তিতে উত্তোলনের উপর সুদ ধরার কথা থাকলে, কেবল উত্তোলনের উপর সুদ ধরা হয়।
- উত্তোলনের সুদ মূলধন হিসাবে বা চলতি হিসাবে ডেবিট করা হয়।
- উত্তোলনের সুদ কারবারের আয় কিন্তু অংশীদারদের জন্য ব্যয়।
- সাধারণত পণ্য উত্তোলনের উপর সুদ ধরা হয় না। তবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকলে সুদ ধরা যেতে পারে।
- অংশীদারের মুনাফার হার ও মূলধনের পরিমাণ সমান কিন্তু উত্তোলনের পরিমাণ অসমান থাকলে উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করা যেতে পারে।
- অংশীদারগণ ভিন্ন ভিন্ন তারিখে উত্তোলন করলে উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করা যেতে পারে।
- উত্তোলনের উপর সুদ নির্ণয়ের সময় উত্তোলনের তারিখ দেওয়া না থাকলে মোট সময়ের অর্ধেকের জন্য উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করাই নিরাপদ।

উত্তোলনের সুদ সংক্রান্ত সূত্র :

i. অংশীদারগন প্রতি মাসের প্রথম তারিখে নগদ উত্তোলন করলে = মাসিক উত্তোলন × সুদের হার × ৬.৫ মাস
ii. অংশীদারগন প্রতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে নগদ উত্তোলন করলে = মাসিক উত্তোলন × সুদের হার × ৬ মাস
iii. অংশীদারগন প্রতি মাসের শেষ তারিখে নগদ উত্তোলন করলে = মাসিক উত্তোলন × সুদের হার × ৫.৫ মাস
iv. অংশীদারগন প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর নগদ উত্তোলন করলে = মাসিক উত্তোলন × সুদের হার × ২.৫ মাস
v. অংশীদারগন প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর নগদ উত্তোলন করলে = মাসিক উত্তোলন × সুদের হার × ১.৫ মাস

- নোট: অংশীদারদের মূলধনের ও উত্তোলনের উপর সুদ উল্লেখ না করা হলে মূলধন ও উত্তোলনের উপর সুদ ধরা যাবে না।

অংশীদারদের উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করার কারণ বা যৌক্তিকতা :

- সমহারে মূলধন বিনিয়োগ ও মুনাফা বণ্টন কিন্তু অসমহারে উত্তোলন।
- অসমহারে মূলধন বিনিয়োগ কিন্তু সমহারে উত্তোলন ও মুনাফা বণ্টন।
- বিভিন্ন তারিখে উত্তোলন।

অংশীদারদের ঋণের সুদ (Interest on Partners' Loan) :

- চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে উল্লেখিত হারে ঋণের উপর সুদ ধরতে হবে।
- চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের উপর ৬% হারে সুদ ধার্য করতে হবে।
- ঋণের সুদ কারবারের ব্যয়।
- অংশীদারদের কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের সুদ তাদের স্ব-স্ব ঋণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব (Profit and Loss Adjusment Account) : অংশীদারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট লেনদেন অর্থাৎ পাওনা সংক্রান্ত লেনদেন যেমন মূলধনের সুদ, বেতন, ঋণের সুদ, কমিশন ইত্যাদি লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাবে ডেবিট দিকে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং উত্তোলনের সুদ, পণ্য উত্তোলন ক্রেডিট দিকে লিখা হয়।

- লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাবে বাদ পড়ে যাওয়া আইটেমগুলো দিয়ে যে হিসাব তৈরি করা হয় তাকে লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব বলে।
- লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব করার পরবর্তী পর্যায়ে যে সমস্তভুলগুলো ধরা পড়ে তা সংশোধনের জন্য লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব প্রস্তুত করা হয়।
- লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাবের উদ্বৃত্ত সমন্বিত ক্ষতি বা লাভ প্রকাশ করে।
- সমন্বিত এ ক্ষতি বা লাভ চুক্তিতে বর্ণিত অনুপাত অনুযায়ী বণ্টন করে অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।

নোট : যদি সংরক্ষিত মূলধন থাকে তখন সমন্বিত মূলধন হিসাবের পরিবর্তে পুনঃসমন্বিত মূলধন হিসাব হবে। উল্লেখ্য যে, মূলধনের সুদ যদি হিসাবে সমন্বয়করণ বাদ পড়ে যায় তাহলে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করে প্রারম্ভিক মূলধনের উপর মূলধনের সুদ ধার্য করতে হবে। প্রশ্নে দেওয়া সমাপনী মূলধন নির্ণয়ে যে সমস্ত এন্ট্রিগুলো সমাপনী মূলধনকে হ্রাস করেছে, সেগুলো সমাপনী মূলধনের সাথে যোগ এবং বৃদ্ধির এন্ট্রি বা দফাগুলো বিয়োগ করে প্রারম্ভিক মূলধন বের করতে হবে।

অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব (Adjusted Partner's Capital Account) : লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব তৈরি করার সময় অংশীদারদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় যদি ভুলে বাদ পড়ে যায়; তাহলে উক্ত বাদ পড়ে যাওয়া বিষয় সংশোধনের জন্য লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাব প্রস্তুতের পাশাপাশি অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাবও তৈরি করা হয়।

- পূর্বের মূলধন হিসাবের অসংশোধিত ব্যালেন্স অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাবের ক্রেডিট পাশে লিখা হয়।
- লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাবের ডেবিট পাশের আইটেম বা দফাগুলোকে অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাবে ক্রেডিট দিকে লিখা হয়।
- লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাবের ক্রেডিট পাশের আইটেম বা দফাগুলো সমন্বিত মূলধন হিসাবে ডেবিট পাশে লিখা হয়।
- লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাবে হিসাবভুক্ত হয়েছে এমন কোনো আইটেম বা দফা সমন্বিত মূলধন হিসাবে দেখানো যাবে না।

অংশীদারদের ত্যাগ অনুপাত, লাভের অনুপাত, পুরাতন অনুপাত ও নতুন অনুপাত নির্ণয় :

ত্যাগ অনুপাত : কোনো অংশীদারি ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার যোগদান করলে মুনাফার অংশ থেকে পুরাতন অংশীদারদের যতটুকু ত্যাগ করতে হয় তার অনুপাতকে বলে ত্যাগ অনুপাত।

- **ত্যাগ অনুপাত = পুরাতন অনুপাতের অংশ – নতুন অনুপাতের অংশ।**

লাভের অনুপাত : অন্যদিকে কোনো অংশীদারি ব্যবসায় হতে কোনো অংশীদার অবসর গ্রহণ বা অংশীদারিত্ব পরিত্যাগ করলে মুনাফার অংশের মধ্যে অবশিষ্ট অংশীদারদের যতটুকু দাবি বৃদ্ধি পায় তার অনুপাতকে লাভের অনুপাত বলে।

- **লাভ অনুপাত = নতুন অনুপাতের অংশ – পুরাতন অনুপাতের অংশ।**

পুরাতন অনুপাত : নতুন অংশীদার ব্যবসায়ে আগমনের পূর্বে পুরাতন অংশীদারগণ যে অনুপাতে লাভ-লোকসান ভাগ করে, তাই পুরাতন অনুপাত। General reserve, P/L A/C, Profit or loss on revaluation A/C এবং revaluation method-এ সুনাম ভাগ করার জন্য এ অনুপাতের দরকার হয়। এছাড়াও ত্যাগ অনুপাত ও নতুন অনুপাত নির্ণয়ে পুরাতন অনুপাত দরকার।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নতুন অনুপাত : কোনো অংশীদারি ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার আগমনের পর ভবিষ্যতে তারা যে অনুপাতে লাভ-লোকসান ভাগ করে নেবে তাকে নতুন অনুপাত বলে। অংশীদারি ব্যবসায়ে কোন নতুন অংশীদার অংশ গ্রহন করলে বা পুরাতন কোন অংশীদার ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহন করলে বিদ্যমান অংশীদারদের মধ্যে লাভ বা ক্ষতি বণ্টনের নতুন অনুপাতের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে প্রশ্নে নতুন অংশীদারের লাভের অংশ ভগ্নাংশ আকারে দেয়া থাকবে। তার হর ও লবের পার্থক্যকে পুরাতন অংশীদারের অনুপাতের সাথে গুণ করতে হবে এবং পুরাতন অংশীদারদের অনুপাতের যোগফলকে নতুন অংশীদারের অংশ দ্বারা গুণ করতে হবে। Memorandum Revaluation Method-এ Goodwill বা সুনাম ভাগ করার জন্য এ অনুপাত প্রয়োজন হয়। এছাড়া Capital Adjustment বা মূলধন সমন্বয় করার জন্য এ অনুপাতের সবচেয়ে বেশি দরকার হয়।

নতুন অংশীদার ব্যবসায়ে আগমন ঘটলে যে সকল বিষয় পরিবর্তন ঘটে :

১. অবণ্টিত মুনাফা বণ্টন ২. সম্পত্তি ও দায় পুনঃমূল্যায়ন ৩. সুনাম মূল্যায়ন ৪. মূলধন সমন্বয়।

সুনাম (Goodwill) :

সুনাম হচ্ছে অন্যের তুলনায় অতিরিক্ত (Extra than others) প্রাপ্তি। ড. কেনিং -এর ভাষায়, সুনাম বলতে একই ক্রেতা পুনরবার ব্যবসায়ে ফিরে আসার মাধ্যমকে বোঝায়। সুনাম মূলত অতি মুনাফা অর্জনের সাথে সম্পর্কিত। যেমন: একই ধরনের ব্যবসায়ের মধ্য থেকে যদি একটি ব্যবসায় অন্যের তুলনায় অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে তবে এই অতিরিক্ত মুনাফাই হচ্ছে সুনামের ভিত্তি।

সুনাম মূল্যায়নের সময় :

(১) নতুন অংশীদার গ্রহণ (২) অংশীদারের অবসর গ্রহণ (৩) অংশীদারের মৃত্যু
(৪) অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন (৫) একাধিক প্রতিষ্ঠান একত্রিকরণ (৬) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিক্রয়

সুনাম বাবদ বোনাস গ্রহণ :

অংশীদারি ব্যবসায়ে কোনো নতুন অংশীদার গ্রহণ করা হলে তার নিকট থেকে মূলধন ছাড়াও সুনাম বাবদ বোনাস নেওয়া হতে পারে। এক্ষেত্রে নতুন অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত বোনাস পুরাতন অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হয় তাদের পুরাতন অনুপাতে অথবা ত্যাগ অনুপাতে । এছাড়া, কোনো অংশীদার অংশীদারি ব্যবসায় ত্যাগ করলে তার নিকট থেকে বোনাস আদায় করা হতে পারে। এক্ষেত্রে অবশিষ্ট অংশীদারদের মধ্যে বোনাস বণ্টিত হয় তাদের পুরাতন অনুপাতে অথবা লাভ অনুপাতে। এক্ষেত্রে অবশিষ্ট অংশীদারদের পুরাতন অনুপাত ও নতুন অনুপাত একই হয়ে থাকে।

সুনাম বাবদ বোনাস প্রদান :

অংশীদারি ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার গ্রহণ করার সময় পুরাতন অংশীদারগণ কর্তৃক নতুন অংশীদারকে যদি বোনাস প্রদান করতে হয় তবে পুরাতন অংশীদারগণ কর্তৃক বোনাস প্রদান করা হয় তাদের পুরাতন অনুপাতে। এছাড়া, কোনো অংশীদার অংশীদারি ব্যবসায় ত্যাগ করলে তাকে বোনাস প্রদান করা হতে পারে। এক্ষেত্রে অবশিষ্ট অংশীদারগণ কর্তৃক ব্যবসায় ত্যাগকারী অংশীদারকে বোনাস প্রদান করা হয় অবশিষ্ট অংশীদারদের পুরাতন অনুপাতে অথবা লাভের অনুপাতে।

Step 2: At a Glance : Most Important Information

- অংশীদারদের মূলধন যেখানে স্থায়ী থাকে, সেখানে লাভ-ক্ষতির অংশ, মূলধনের উপর সুদ ও উত্তোলনের উপর সুদ লিপিবদ্ধ করা হয়- **চলতি হিসাবে।**
- সুনামের মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়- **অংশীদারের মৃত্যু হলে, ব্যবসার অবসায়ন হলে, লাভ- ক্ষতির বন্টন অনুপাতের পরিবর্তন হলে।**
- পরিবর্তনশীল মূলধনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছল অংশীদারগণ দেউলিয়া অংশীদারদের ঘাটতি পূরণ করবে- **লাভ-ক্ষতি বন্টন হারে।**
- অংশীদারি কারবারে পৃথক উত্তোলন হিসাব রাখতে হয় যখন- **মূলধন স্থির থাকে না।**
- অংশীদারি কারবারের অবসান হলে সমাপনী মজুদ পণ্য অংশীদারগণের মধ্যে ভাগ হয়- **মূলধন অনুপাতে।**
- স্থিতিশীল কিংবা পরিবর্তনশীল যে পদ্ধতিতেই মূলধন হিসাব সংরক্ষিত হোক না কেন অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ লিপিবদ্ধ হবে- **অংশীদারদের ঋণ হিসাবে।**
- অংশীদারি ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের জন্য তৈরি করা হয়- **লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব।**
- অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলধন পরিবর্তন হয় না- **স্থিতিশীল পদ্ধতিতে।**
- একটি অংশীদারি কারবারের অবসায়নের ক্ষেত্রে কারবারের নগদ অর্থ অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হয়- **মূলধন ব্যালেন্সের ভিত্তিতে।**
- অংশীদারি ব্যবসায়ের উত্তোলন হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না- **স্থির মূলধন পদ্ধতিতে।**
- অংশীদারি ব্যবসায়ের উত্তোলন হিসাব সংরক্ষণ করা হয়- **পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে।**
- অংশীদারদের চলতি হিসাবের স্বাভাবিক জের- **ক্রেডিট।**
- স্থির মূলধন পদ্ধতিতে মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করা হলে মূলধনের সুদ, বেতন, উত্তোলন এগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়- **চলতি হিসাবে।**
- অংশীদারদের মূলধন হিসাব সর্বদা ক্রেডিট জের প্রকাশ করে- **স্থির মূলধন পদ্ধতিতে।**
- অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার কর্তৃক অনগদ সম্পত্তি বিনিয়োগ করা হলে সম্পত্তি লিপিবদ্ধ করা উচিত- **ন্যায্য বাজারমূল্যে।**
- **অংশীদারি দলিলে উল্লেখ না থাকলে :**
  - লাভ-ক্ষতি বণ্টিত হবে – **সমহারে**
  - অতিরিক্ত মূলধনের ওপর- **সুদ ধরা যাবে না**
  - উত্তোলনের ওপর- **সুদ ধরা যাবে না**
  - ঋণের ওপর- **৬% হারে সুদ ধার্য করতে হবে**
- অংশীদারি কারবার পুনঃমূল্যায়ন করা হয় যখন- **নতুন একজন অংশীদার ব্যবসায়ে যোগদান করে/যখন পুরাতন একজন অংশীদার অবসর গ্রহণ করে।**
- অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ৬% সুদ দিতে হয় যখন- **সুদের হার উল্লেখ থাকে না।**
- অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন হিসাব রাখা হয়- **দুইটি পদ্ধতিতে; ১. স্থির/অপরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি; ২. পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি।**
- যখন অপরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করা হয়, তখন- **উত্তোলনের সুদ, মূলধনের সুদ, লাভ লোকসানের অংশ এবং উত্তোলন ইত্যাদি চলতি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step ③ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

01. দুইজন অংশীদারের মুনাফা বণ্টন অনুপাত ২:১। তৃতীয়জনকে ১/৫ অংশ মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ের নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলে মুনাফা বণ্টনের নতুন অনুপাত কত? [DU : 19-20, CU : 12-13, RU : 18-19]

Ⓐ ৮:৪:৩ Ⓑ ২:১:১ Ⓒ ২:১:৫ Ⓓ ৪:২:৫

Ⓐ Solve গ-কে $\frac{১}{৫}$ অংশ প্রদান করলে অবশিষ্ট থাকে $\frac{৪}{৫}$ অংশ

অবশিষ্ট $\frac{৪}{৫}$ অংশ ক ও খ-এর মধ্যে পুরাতন অনুপাতে $\left(২ : ১ \text{ বা } \frac{২}{৩} : \frac{১}{৩} \text{ অনুপাতে}\right)$ বণ্টিত হবে।

ক পাবে $\left(\frac{৪}{৫} \text{ এর } \frac{২}{৩} \text{ অংশ}\right) = \frac{৮}{১৫}$ অংশ এবং খ পাবে $\left(\frac{৪}{৫} \text{ এর } \frac{১}{৩} \text{ অংশ}\right) = \frac{৪}{১৫}$ অংশ

∴ ক, খ ও গ-এর নতুন অনুপাত $= \frac{৮}{১৫} : \frac{৪}{১৫} : \frac{১ \times ৩}{৫ \times ৩}$ [সমান হরবিশিষ্ট করার জন্য গ-এর অংশের হর ও লবকে ৩ দিয়ে গুণ করা হলো।]

$= \frac{৮}{১৫} : \frac{৪}{১৫} : \frac{৩}{১৫}$ এখন হরগুলো বাদ দিলে নতুন অনুপাত হবে = ৮ : ৪ : ৩।

02. মিথী ও চৈতী একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের দুইজন অংশীদার। তাদের মুনাফা বণ্টন অনুপাত ৩ : ২। তারা সাথীকে ১/৩ অংশ মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে। মিথী, চৈতী ও সাথীর মধ্যে মুনাফার নতুন অনুপাত কত হবে? [DU-C : 18-19]

Ⓐ ৬ : ৪ : ৫ Ⓑ ৪ : ৩ : ২ Ⓒ ৩ : ২ : ১ Ⓓ ৫ : ৪ : ৩

Ⓐ Solve নতুন অনুপাতে, পুরাতন অংশীদারদের অংশ = পুরাতন অনুপাত × নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের বিয়োগফল

মিথী ও চৈতীর নতুন অনুপাত = ৩ − ১ = ২ ∴ ৩ × ২ : ২ × ২ = ৬ : ৪

নতুন অনুপাতে, নতুন অংশীদারের অংশ = নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের লব × পুরাতন অনুপাতের যোগফল

সাথীর নতুন অনুপাত = (৩ + ২) × ১ = ৫ ∴ মিথী: চৈতী : সাথী = ৬ : ৪ : ৫।

03. সৌরভ ও সিয়াম দুইজন অংশীদার যারা ২ : ৩ অনুপাতে মুনাফা ক্ষতি বণ্টন করে। সায়ান ১/৪ অংশের জন্য নতুন অংশীদার হিসেবে যোগদান করে। সৌরভ, সিয়াম ও সায়ানের মুনাফা ক্ষতি বণ্টনের নতুন অনুপাত কত? [DU-C : 16-17]

Ⓐ ২ : ৩ : ৪ Ⓑ ১ : ১ : ১ Ⓒ ৩ : ৫ : ৯ Ⓓ ৬ : ৯ : ৫ Ⓔ ৫ : ৮ : ৪

Ⓓ Solve সায়ান-কে $\frac{১}{৪}$ অংশ প্রদান করলে অবশিষ্ট থাকে $\frac{৩}{৪}$ অংশ।

অবশিষ্ট $\frac{৩}{৪}$ অংশ সৌরভ ও সিয়াম -এর মধ্যে পুরাতন অনুপাতে $\left(২ : ৩ \text{ বা } \frac{২}{৫} : \frac{৩}{৫} \text{ অনুপাতে}\right)$ বণ্টিত হবে।

∴ সৌরভ পাবে $\left(\frac{৩}{৪} \text{ এর } \frac{২}{৫} \text{ অংশ}\right) = \frac{৬}{২০}$ অংশ এবং সিয়াম পাবে $\left(\frac{৩}{৪} \text{ এর } \frac{৩}{৫} \text{ অংশ}\right) = \frac{৯}{২০}$ অংশ।

∴ সৌরভ ও সিয়াম ও সায়ান-এর নতুন অনুপাত $= \frac{৬}{২০} : \frac{৯}{২০} : \frac{১ \times ৫}{৪ \times ৫}$ [সমান হরবিশিষ্ট করার জন্য সায়ান-এর অংশের হর ও লবকে ৫ দিয়ে গুণ করা হলো।]

$= \frac{৬}{২০} : \frac{৯}{২০} : \frac{৫}{২০}$ এখন হরগুলো বাদ দিলে নতুন অনুপাত হবে = ৬ : ৯ : ৫।

শর্টকাট সমাধান : নতুন অনুপাতে, পুরাতন অংশীদারদের অংশ = পুরাতন অনুপাত × নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের বিয়োগফল = (২:৩) × ৩ = ৬:৯

নতুন অনুপাতে, নতুন অংশীদারের অংশ = নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের লব × পুরাতন অনুপাতের যোগফল = ১ × ৫ = ৫

∴ তিন জনের নতুন অনুপাত = ৬ : ৯ : ৫

04. সায়েম এবং সাবরিনা অংশীদারি ব্যবসায়ের দুইজন অংশীদার। ১ জানুয়ারি, ২০১৪ ব্যবসায়ে তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫০,০০০ টাকা ও ৬০,০০০ টাকা। উক্ত হিসাবকালের মাঝামাঝি সময়ে সেলিম ব্যবসায়ের অংশীদার হিসাবে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে তার বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,০০,০০০ টাকা। অংশীদারি চুক্তি অনুযায়ী তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর ১০% হারে সুদ ধার্য করা হয়। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সেলিমের মূলধনের সুদ কত? [DU-C : 15-16]

Ⓐ টা: ৩,০০০ Ⓑ টা: ৬,০০০ Ⓒ টা: ৫,০০০ Ⓓ টা:১০,০০০ Ⓔ টা: ২,০০০

Ⓒ Solve যেহেতু সেলিম মাঝামাঝি সময়ে ব্যবসায়ের অংশীদার হয়েছে। সুতরাং মূলধনের উপর সে ৬ মাসের সুদ পাবে।

∴ সেলিমের মূলধনের সুদ $= ১,০০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৬}{১২} = ৫,০০০$ টাকা।

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

A, B ও C একটি অংশীদারি কারবারের অংশীদার। A-এর মূলধন ২৫০,০০০, B-এর মূলধন ৩২০,০০০ ও C-এর মূলধন ১৮০,০০০। C ব্যবসায় পরিচালনা বাবদ ৬০,০০০ টাকা বেতন পাবে। ব্যবসায়ে ২,১০,০০০ টাকা লাভ হলে, বছর শেষে C মোট কত টাকা পাবে? [DU-C : 14-15]

Ⓐ ৪৮,০০০ টাকা Ⓑ ১৪০,০০০ টাকা Ⓒ ১১০,০০০ টাকা Ⓓ ৯৩,০০০ টাকা Ⓔ ৬০,০০০ টাকা

C Solve অংশীদারি চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে সকল অংশীদার সমান মুনাফা ভোগ করে। ব্যবসায়ের লাভ ২১০,০০০ টাকার মধ্যে C পাবে বেতন বাবদ ৬০,০০০ টাকা এবং অবশিষ্ট (২১,০০০ – ৬০,০০০) = ১৫০,০০০ টাকার তিনভাগের একভাগ; অর্থাৎ ৫০,০০০ টাকা।

∴ C মোট পাবে: (৬০,০০০ + ৫০,০০০) = ১১০,০০০ টাকা।

অনু ও তনু দুই অংশীদার একটি অংশীদারি কারবারে ৩:২ হারে লাভক্ষতি বণ্টন করে। ২০১০ সনের ১ জানুয়ারি তাদের প্রারম্ভিক মূলধন ছিল যথাক্রমে ৮০,০০০ ও ৫০,০০০ টাকা। চুক্তি অনুসারে অংশীদারদ্বয় প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ১০% সুদ পাবে এবং অনু মাসিক ১০০০ টাকা বেতন পাবে। ২০১০ সনে কারবারটি ২,০০,০০০ টাকা মোট মুনাফা করে। পরিচালন খরচ (operating expenses) হলো ৭০,০০০ টাকা ও অন্যান্য খরচ ৫,০০০ টাকা। ২০১০ সনের বণ্টনকৃত মুনাফার পরিমাণ কত? [DU-C : 12-13]

Ⓐ ১,২৫,০০০ টাকা Ⓑ ১,১৩,০০০ টাকা Ⓒ ১,৩০,০০০ টাকা Ⓓ ১,০০,০০০ টাকা Ⓔ ১,১২,০০০ টাকা

D Solve সমস্যাটিতে-মোট মুনাফা হতে, মূলধনের সুদ, অনুর বার্ষিক বেতন, পরিচালন খরচ ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে বণ্টনকৃত মুনাফা নির্ণয় করা যায়।

সুতরাং, মূলধনের সুদ = [(৮০,০০০ × ১০%] + (৫০,০০০ × ১০%)] = ১৩,০০০ টাকা।

অনুর বার্ষিক বেতন = ১,০০০ × ১২ = ১২,০০০ টাকা। ∴ বণ্টনকৃত মুনাফা = (২,০০,০০০ – ১৩,০০০ – ১২,০০০ – ৭০,০০০ – ৫,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা।

তওফিক ও নাফিস দুজন অংশীদার যাদের ১/১/২০০৬ তারিখে মূলধন হিসাবে জের ছিল যথাক্রমে ৪০,০০০ ও ৫০,০০০ টাকা। ২০০৬ সনে ব্যবসায়ের মোট মুনাফা (মূলধনের উপর সুদ ও বেতন সমন্বয়ের পূর্বে) হয়েছিল ১,০০,০০০ টাকা। ২০০৬ সনে তওফিক ২২,০০০ টাকা ও নাফিস ১৫,০০০ টাকা বেতন নেয়। ১০% হারে প্রারম্ভিক মূলধনের উপর সুদ দেওয়া হবে। মুনাফার বাকি অংশ দুজনের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করা হবে। এ সকল সমন্বয়ের পর তাদের মূলধন হিসাবের জের কত হবে? [DU-C : 08-09, 95-96]

Ⓐ ৭১,৫০০ এবং ৮১,৫০০ Ⓑ ৯৩,০০০ এবং ৯৭,০০০ Ⓒ ৯০,০০০ এবং ১,০০,০০০ Ⓓ ৮০,০০০ এবং ৯০,০০০ Ⓔ ৭৫,০০০ এবং ৮৫,০০০

B Solve মূলধন হিসাবের জের বা সমাপনী মূলধন বের করতে বললে প্রারম্ভিক মূলধনসহ সবকিছু যোগ-বিয়োগ হবে।

	তওফিক	নাফিস		টীকা ও গণনা কার্য
প্রারম্ভিক মূলধন	৪০,০০০	৫০,০০০		
বেতন	২২,০০০	১৫,০০০	→৪৬,০০০	
মূলধনের সুদ	৪,০০০	৫,০০০		প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ১০%
বণ্টনযোগ্য মুনাফার অংশ	২৭,০০০	২৭,০০০		নিট মুনাফা ১,০০,০০০ থেকে দুইজনের বেতন ও মূলধনের সুদ ৪৬,০০০ বিয়োগ করলে বণ্টনযোগ্য মুনাফা বের হয় ৫৪,০০০, যা সমান হারে বণ্টিত হলো
∴ সমাপনী মূলধন	৯৩,০০০	৯৭,০০০		প্রারম্ভিক মূলধন, বেতন, মূলধনের সুদ এবং বণ্টনযোগ্য মুনাফার অংশ যোগ করে

চুক্তিতে অনুল্লেখ থাকলে কত হারে অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের ঋণের ওপর সুদ ধার্য হবে? [DU-C : 08-09; MBSTU : 13-14]

Ⓐ ৭% হারে Ⓑ ব্যাংক হারে Ⓒ ৯% হারে Ⓓ ৬% হারে Ⓔ ১০% হারে

D Solve ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুসারে চুক্তিতে অনুল্লেখ থাকলে অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের ঋণের ওপর সুদ ধার্য হবে ৬%।

'ক' ও 'খ' একটি অংশীদারি ফার্মের অংশীদার, যারা মুনাফা ৩ : ২ অনুপাতে ভাগ করে। ১ জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখে মূলধনের জের ছিল যথাক্রমে ৬০,০০০ টাকা ও ৪০,০০০ টাকা। চুক্তি অনুযায়ী প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ১০% হারে সুদ প্রদান করা হয় এবং খ-কে মাসে ১,০০০ টাকা বেতন প্রদান করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে খ-এর মূলধনের জের দাঁড়িয়েছে ১,১৬,০০০ টাকায়। ২০০৬ সনের মোট মুনাফার পরিমাণ টাকায় কত ছিল? [DU-C : 07-08]

Ⓐ ১,৫০,০০০ Ⓑ ১,৭২,০০০ Ⓒ ১,৬০,০০০ Ⓓ ১,৬২,০০০ Ⓔ ১,২৮,০০০

B Solve

	ক	খ		টীকা ও গণনা কার্য
প্রারম্ভিক মূলধন	৬০,০০০	৪০,০০০		
বেতন		১২,০০০	→৫৬,০০০	মাসিক ১,০০০ তাই বার্ষিক ১২,০০০
মূলধনের সুদ	৬,০০০	৪,০০০		প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ১০%
∴ বণ্টনযোগ্য মুনাফার অংশ		৬০,০০০		খ-এর সমাপনী মূলধন ১,১৬,০০০ টাকা থেকে প্রারম্ভিক মূলধন, বেতন ও মূলধনের সুদের যোগফল ৫৬,০০০ টাকা বাদ দিয়ে বণ্টনযোগ্য মুনাফায় খ-এর অংশ পাওয়া গেল
সমাপনী মূলধন		১,১৬,০০০		

ক ও খ-এর মুনাফা বণ্টনের অনুপাত ৩ : ২; অর্থাৎ বণ্টযোগ্য মুনাফায় ক-এর অংশ ৩/৫; এবং খ-এর অংশ ২/৫

প্রশ্নমতে, বণ্টনযোগ্য মুনাফার খ-এর অংশ ২/৫ = ৬০,০০০ টাকা।

∴ বণ্টনযোগ্য মুনাফার মোট পরিমাণ: (৬০,০০০ × ৫/২) = ১,৫০,০০০ টাকা।

∴ মোট মুনাফার পরিমাণ = বণ্টনযোগ্য মুনাফার মোট পরিমাণ + ক-এর মূলধনের সুদ + খ-এর মূলধনের সুদ + খ-এর বেতন

= ১,৫০,০০০ + ৬,০০০ + ৪,০০০ + ১২,০০০ = ১,৭২,০০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

10 থেকে 14 নম্বর উত্তরের জন্য নিম্নোক্ত তথ্যাবলি বিবেচনা কর। [DU-C : 06-07]

A ও B সমঅংশীদার হিসাবে জানুয়ারি ১, ২০০৪ তারিখে যথাক্রমে ৩,০০০ টাকা ও ৪,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করে। ২০০৪ সালে তাদের লাভ ছিল ৬০০ টাকা; উত্তোলন ছিল: A ১৫০ টাকা ও B ১০০ টাকা। মূলধনের উপর সুদ ৫%। ২০০৫ সালে তারা লাভ-ক্ষতির হার ২:১ করলেও অন্য কোনো পরিবর্তন করে নি। ২০০৫-এ কারবারে লাভ হয় ২,৪০০ টাকা এবং উত্তোলন ছিল: A ১,০০০ টাকা ও B ৫০০ টাকা। মূলধনের উপর আগের হারে সুদ ধরা হয়, তা ছিল ২০০৪ সালের সমাপনী জেরের উপর।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে অংশীদারি কারবারের সমস্যাটি সমাধান করা হলো:

		A	B
২০০৪	প্রারম্ভিক মূলধন (জানুয়ারি ১, ২০০৪)	৩,০০০ টাকা	৪,০০০ টাকা
	(–) উত্তোলন	১৫০ টাকা	১০০ টাকা
	(+) মূলধনের সুদ (৫% হারে)	১৫০ টাকা	২০০ টাকা
	(+) প্রাপ্য মুনাফা (৬০০ টাকা, ১:১ অনুপাতে)	৩০০ টাকা	৩০০ টাকা
	সমাপনী মূলধন (ডিসেম্বর ৩১, ২০০৪	৩,৩০০ টাকা	৪,৪০০ টাকা
২০০৫	প্রারম্ভিক মূলধন (জানুয়ারি ১, ২০০৫)	৩,৩০০ টাকা	৪,৪০০ টাকা
	(–) উত্তোলন	১,০০০ টাকা	৫০০ টাকা
	(+) মূলধনের সুদ (৫% হারে)	১৬৫ টাকা	২২০ টাকা
	(+) প্রাপ্য মুনাফা (২,৪০০ টাকা, ২:১ অনুপাতে)	১,৬০০ টাকা	৮০০ টাকা
	সমাপনী মূলধন (ডিসেম্বর ৩১, ২০০৫)	৪,০৬৫ টাকা	৪,৯২০ টাকা

নোট : ২০০৪ ও ২০০৫ সালের লাভ যথাক্রমে ৬০০ টাকা ও ২,৪০০ টাকা মূলধনের সুদ ও বেতন সমন্বয় পরবর্তী ধরে নেওয়া হয়েছে।

10. ডিসেম্বর ৩১, ২০০৫ তারিখে A ও B-এর মূলধনের জের কত টাকা? [DU]
Ⓐ ৩,৪৫০ ও ৪,৫০০ Ⓑ ৩,৩০০ ও ৪,৪০০ Ⓒ ৫,০৬৫ ও ৪,৯২০ Ⓓ ৪,০৬৫ ও ৪,৯২০ Ⓔ ৫,০৬৫ ও ৫,৪২০ Ans Ⓓ

11. ২০০৫ সালে A ও B-এর মূলধনের সুদ কত? [DU]
Ⓐ ১৫০ ও ৩০০ Ⓑ ১৬৫ ও ২২০ Ⓒ ২০০ ও ৩০০ Ⓓ ১৫০ ও ২২৫ Ⓔ ১৬৫ ও ২০০ Ans Ⓑ

12. ডিসেম্বর ৩১, ২০০৪ তারিখে A ও B-এর মূলধনের জের কত টাকা ছিল? [DU]
Ⓐ ৩,৩০০ ও ৪,৪০০ Ⓑ ৩,৪৫০ ও ৪,৫০০ Ⓒ ৪,০৬৫ ও ৪,৯২০ Ⓓ ৪,০৬৫ ও ৫,০২০ Ⓔ ৩,৪৫০ ও ৪,০৬৫ Ans Ⓐ

13. ২০০৪ সালে A ও B-এর মূলধনের সুদ কত? [DU]
Ⓐ ১৬৫ ও ২০০ Ⓑ ১৫০ ও ৩০০ Ⓒ ১৬৫ ও ২২০ Ⓓ ১৫০ ও ১০০ Ⓔ ১৫০ ও ২০০ Ans Ⓔ

14. উত্তোলনের পূর্বে লাভ এবং সুদ বাবদ A দুই বৎসরে অংশীদারি কারবার থেকে কত টাকা পেয়েছে? [DU]
Ⓐ ২,২০০ Ⓑ ১,৭৬৫ Ⓒ ২,২১৫ Ⓓ ১,২১৫ Ⓔ ১,০৬৫

Ⓒ Solve ২০০৪ সালে A উত্তোলনের পূর্বে লাভ (প্রাপ্য মুনাফা) এবং মূলধনের সুদ বাবদ পেয়েছে যথাক্রমে ৩০০ টাকা এবং ১৫০ টাকা। আর, ২০০৫ সালে A উত্তোলনের পূর্বে লাভ (প্রাপ্য মুনাফা) এবং মূলধনের সুদ বাবদ পেয়েছে যথাক্রমে ১,৬০০ টাকা এবং ১৬৫ টাকা। সুতরাং উত্তোলনের পূর্বে লাভ এবং সুদ বাবদ A দুই বৎসরে অংশীদারি কারবার থেকে পেয়েছে = (৩০০ + ১৫০ + ১,৬০০ + ১৬৫) টাকা = ২,২১৫ টাকা।

15. কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর অংশীদার 'Y' এর জন্য নির্ধারিত ৫% কমিশন বাবদ সে ১,০০০ টাকা পেল। সে 'X' এবং 'Z' এর সাথে সমঅংশীদার। অংশীদারি কারবারের লাভের অংশ বাবদ 'Y' কত টাকা পাবে? [DU : 06-07]
Ⓐ ৬,৬৬৭ টাকা Ⓑ ৭,০০০ টাকা Ⓒ ৭,৩৩৩ টাকা Ⓓ ৭,৬৬৭ টাকা Ⓔ ৬,৩৩৩ টাকা

Ⓐ Solve প্রশ্নে দেওয়া আছে, কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর অংশীদার Y কমিশন বাবদ ১,০০০ টাকা পেয়েছে।

কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর কমিশন ধার্যের সূত্র হলো, কমিশন = নিট লাভ × $\frac{\text{কমিশন হার}}{\text{১০০ + কমিশন হার}}$

আলোচ্য প্রশ্নানুসারে, নিট লাভ × $\frac{৫}{১০৫}$ = ১,০০০ টাকা। ∴ নিট লাভ = $\left(১,০০০ \times \frac{১০৫}{৫}\right)$ টাকা = ২১,০০০ টাকা।

বণ্টনযোগ্য লাভ = (নিট লাভ – অংশীদারের কমিশন) = (২১,০০০ – ১,০০০) = ২০,০০০ টাকা।

যেহেতু, X, Y এবং Z হলো সম-অংশীদার। তাই, তাদের লাভ-ক্ষতি বণ্টনের অনুপাত হবে = ১ : ১ : ১

∴ লাভের অংশ বাবদ Y পাবে = $\left(২০,০০০ \times \frac{১}{৩}\right)$ টাকা = ৬,৬৬৭ টাকা।

16. মামুন ও মারুফ একটি অংশীদারি কারবারের দুজন অংশীদার। উক্ত কারবারের নিট মুনাফা ৫৭,০০০ টাকা। চুক্তি অনুসারে মামুন ও মারুফের বেতন যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা ও ১২,০০০ টাকা। বাকি মুনাফা যদি ৬০ : ৪০ অনুপাতে তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তবে মামুন ও মারুফ যথাক্রমে টাকায় পাবে- [DU : 03-04]
Ⓐ ৪৮,০০০ ও ৯,০০০ Ⓑ ৩৩,০০০ ও ২৪,০০০ Ⓒ ২২,৮০০ ও ৩৪,২০০ Ⓓ ৩৪,২০০ ও ২২,৮০০ Ⓔ ২৪,০০০ ও ৩৩,০০০

Ⓑ Solve মামুন ও মারুফের মোট বেতন একত্রে (১৫,০০০ + ১২,০০০) টাকা = ২৭,০০০ টাকা।

তাদের বেতন দেওয়ার পর মুনাফা অবশিষ্ট থাকে (৫৭,০০০ – ২৭,০০০) = ৩০,০০০ টাকা।

সুতরাং, বাকি মুনাফা হতে মামুন পাবে $\left(৩০,০০০ \text{ এর } \frac{৬০}{১০০}\right)$ টাকা = ১৮,০০০ টাকা এবং মারুফ বাকি মুনাফা হতে পাবে $\left(৩০,০০০ \text{ এর } \frac{৪০}{১০০}\right)$ টাকা = ১২,০০০ টাকা।

সুতরাং মামুন মোট পাবে (১৫,০০০ + ১৮,০০০) টাকা = ৩৩,০০০ টাকা।

মারুফ মোট পাবে (১২,০০০ + ১২,০০০) = ২৪,০০০ টাকা।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...অংশীদারের মুনাফা বণ্টন অনুপাত ৫ : ২। তৃতীয় জনকে ১/৩ অংশ মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলে মুনাফার নতুন অনুপাত কত? [DU : 03-04; JU : 19-20; JKKNIU : 17-18]

Ⓐ ৫ : ১০ : ৭ Ⓑ ১০ : ৪ : ৭ Ⓒ ৭ : ৪ : ১০ Ⓓ ৪ : ৭ : ১০ Ⓔ ৭ : ১০ : ৪

Solve তৃতীয় জনকে $\frac{১}{৩}$ অংশ প্রদান করলে অবশিষ্ট থাকে $\frac{২}{৩}$ অংশ

অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশ প্রথম ও দ্বিতীয় জনের মধ্যে পুরাতন অনুপাতে $\left(৫ : ২ \text{ বা } \frac{৫}{৭} : \frac{২}{৭} \text{ অনুপাতে}\right)$ বণ্টিত হবে।

প্রথম জন পাবে: $\left(\frac{২}{৩} \text{ এর } \frac{৫}{৭} \text{ অংশ}\right) = \frac{১০}{২১}$ অংশ; এবং দ্বিতীয় জন পাবে $\left(\frac{২}{৩} \text{ এর } \frac{২}{৭} \text{ অংশ}\right) = \frac{৪}{২১}$ অংশ

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনের নতুন অনুপাত $= \frac{১০}{২১} : \frac{৪}{২১} : \frac{১ \times ৭}{৩ \times ৭}$ [সমান হরবিশিষ্ট করার জন্য তৃতীয় জনের হর ও লবকে ৭ দিয়ে গুণ করা হলো।]

$= \frac{১০}{২১} : \frac{৪}{২১} : \frac{৭}{২১}$ এখন হরগুলো বাদ দিলে নতুন অনুপাত = ১০ : ৪ : ৭

শর্টকাট সমাধান:

সূত্র অনুসারে, পুরাতন অংশীদারদের অংশ = পুরাতন অনুপাত × নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের বিয়োগফল = (৫ : ২) × ২ = ১০ : ৪

সূত্র অনুসারে, নতুন অংশীদারের অংশ = নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের লব × পুরাতন অনুপাতের যোগফল = ১ × ৭ = ৭

∴ তিন জনের নতুন অনুপাত = ১০ : ৪ : ৭

রহিম এবং স্বপ্নিল একটি ব্যবসায়ের দুইজন অংশীদার। তারা ৪ : ১ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টনের চুক্তিতে আবদ্ধ। আলিমকে তারা এই ব্যবসায় $\frac{২}{৫}$ অংশ দেয়ার দিয়ে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে। আলিম সুনাম বাবদ ৫০,০০০ টাকা এবং মূলধন বাবদ ৫০,০০০ টাকা প্রদান করেছে। নিম্নে প্রদত্ত অনুপাতগুলো হতে রহিম, স্বপ্নিল ও আলিমের নতুন লাভ-ক্ষতি বণ্টন অনুপাত চিহ্নিত কর [DU : 03-04; RU : 08-09; CoU : 12-13; BRUR : 11-12; SUST : 12-13]

Ⓐ ১২ : ৩ : ১০ Ⓑ ২ : ২ : ১ Ⓒ ২ : ১ : ২ Ⓓ ১০ : ৫ : ১০

Solve আলিম এর অংশের লব ও হরের পার্থক্য (৫ − ২) = ৩।

∴ রহিম ও স্বপ্নিল এর নতুন অনুপাত = ৪ × ৩ : ১ × ৩ = ১২ : ৩ ∴ আলিম এর নতুন অনুপাত = (৪ + ১) × ২

অতএব তাদের তিনজনের নতুন অনুপাত = ১২ : ৩ : ১০

ক ও খ দুইজন অংশীদার। তারা ৪ : ৩ অনুপাতে মুনাফা বণ্টন করে। গ-কে ২/৫ অংশ মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলে তিন জনের মুনাফার নতুন অনুপাত কত হবে? [DU : 02-03; JU : 08-09; RU : 18-19]

Ⓐ ৪ : ৩ : ২ Ⓑ ৩ : ৪ : ৯ Ⓒ ১২ : ১০ : ১৪ Ⓓ ১২ : ৯ : ১৪ Ⓔ ৩ : ২ : ১১

Solve গ-কে $\frac{২}{৫}$ অংশ প্রদান করলে অবশিষ্ট থাকে $\frac{৩}{৫}$ অংশ

অবশিষ্ট $\frac{৩}{৫}$ অংশ ক ও খ-এর মধ্যে পুরাতন অনুপাতে $\left(৪ : ৩ \text{ বা } \frac{৪}{৭} : \frac{৩}{৭} \text{ অনুপাতে}\right)$ বণ্টিত হবে।

ক পাবে: $\left(\frac{৩}{৫} \text{ এর } \frac{৪}{৭} \text{ অংশ}\right) = \frac{১২}{৩৫}$ অংশ; এবং খ পাবে: $\left(\frac{৩}{৫} \text{ এর } \frac{৩}{৭} \text{ অংশ}\right) = \frac{৯}{৩৫}$ অংশ

ক, খ ও গ- এর নতুন অনুপাত $= \frac{১২}{৩৫} : \frac{৯}{৩৫} : \frac{২ \times ৭}{৫ \times ৭}$ [সমান হরবিশিষ্ট করার জন্য গ-এর অংশের হর ও লবকে ৭ দিয়ে গুণ করা হলো।]

$= \frac{১২}{৩৫} : \frac{৯}{৩৫} : \frac{১৪}{৩৫}$ [এখন, হরগুলো বাদ দিলে নতুন অনুপাত = ১২ : ৯ : ১৪]

শর্টকাট সমাধান:

সূত্র অনুসারে, পুরাতন অংশীদারদের অংশ = পুরাতন অনুপাত × নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের বিয়োগফল = (৪ : ৩) × ৩ = ১২ : ৯

সূত্র অনুসারে, নতুন অংশীদারের অংশ = নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের লব × পুরাতন অনুপাতের যোগফল = ২ × ৭ = ১৪

∴ তিন জনের নতুন অনুপাত = ১২ : ৯ : ১৪

অংশীদার ক এবং খ-এর প্রাথমিক মূলধন ছিল যথাক্রমে ৪০,০০০ টাকা এবং ৬০,০০০ টাকা। লাভ-ক্ষতির হিসাব হয় নিম্নরূপভাবে: প্রাথমিক মূলধনের উপর সুদ ২০% হারে, ক এবং খ-এর বেতন যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা ও ৫,০০০ টাকা এবং বাকি অংশ ২ : ৩ হিসাবে বণ্টন হয়। ৩০,০০০ টাকা নিট লাভের মধ্যে কত টাকা ক-এর ভাগে পড়বে? [DU : 01-02, 99-00]

Ⓐ 13,000 Tk. Ⓑ 16,000 Tk. Ⓒ 15,000 Tk. Ⓓ 14,000 Tk. Ⓔ 12,500 Tk.

Solve নিট মুনাফার অংশ বাবদ কে কত পাবে বের করতে বললে প্রারম্ভিক মূলধন যোগ করতে হবে না।

	ক	খ		টাকা ও গণনা কার্য
মূলধনের সুদ	৮,০০০	১২,০০০	→ ৩৫,০০০	প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ২০%
বেতন	১০,০০০	৫,০০০		
বণ্টনযোগ্য ক্ষতির অংশ	(২,০০০)	(৩,০০০)		নিট মুনাফা ৩০,০০০ থেকে দুইজনের মূলধনের সুদ ও বেতন ৩৫,০০০ বিয়োগ করলে বণ্টনযোগ্য ক্ষতি বের হয় ৫,০০০ যা ২ : ৩ হারে বণ্টিত হলো
নিট মুনাফা থেকে পাবে	১৬,০০০	১৪,০০০		মূলধনের সুদ ও বেতন যোগ এবং বণ্টনযোগ্য ক্ষতির অংশ বিয়োগ করে

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

ROYKOLY PUBLICATIONS • ROYKOLY PUBLICATIONS • ROYKOLY PUBLICATIONS • ROYKOLY PUBLICATIONS • ROYKOLY PUBLICATIONS • ROYKOLY PUBLICATIONS • ROYKOLY PUBLICATIONS

21. মতিন, যতিন, রথিন, একটি অংশীদারি কারবারে যথাক্রমে ৪ : ২ : ১ হারে মুনাফা ও ক্ষতি বণ্টনের ভিত্তিতে ব্যবসা করছে। মতিন রথিনকে বছরে ১০,০০০ টাকা মুনাফা দেওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। উক্ত বছরে মোট ৫৬,০০০ টাকা মুনাফা হয়। উক্ত বছরে যতিনের প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ কত? [DU : 00-01, 14-15]

(A) ১৬,০০০ টাকা (B) ১৫,৩৩৩.৩৩ টাকা (C) ১৩,৬৬৬.৬৭ টাকা (D) কোনোটিই নয়

(A) Solve প্রশ্নে দেওয়া আছে, মুনাফা বণ্টনের অনুপাত = ৪ : ২ : ১ = $\frac{৪}{৭} : \frac{২}{৭} : \frac{১}{৭}$

মতিন রথিনকে নিশ্চয়তা দেওয়ায় মতিনের মুনাফায় প্রভাব পড়তে পারে কিন্তু যতিনের মুনাফায় কোনোরূপ প্রভাব পড়বে না বা পরিবর্তন হবে না। সুতরাং যতিনের প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ = $\left(৫৬,০০০ \text{ এর } \frac{২}{৭}\right)$ = ১৬,০০০ টাকা।

22. ক ও খ দুইজন অংশীদার ৭ : ৫ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টন করে। তারা গ-কে নতুন অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করল এবং ৫ : ৩ : ২ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টনে চুক্তিবদ্ধ হলো। ক ও খ এর ত্যাগ অনুপাত নির্ণয় কর। [DU : 00-01; GST 20-21]

(A) ৫ : ৭ (B) ৭ : ৫ (C) ৩ : ২ (D) ১২ : ৭

(A) Solve ক ও খ এর পুরাতন অনুপাত = $\frac{৭}{১২} : \frac{৫}{১২}$

∴ ক, খ, গ এর নতুন অনুপাত = ৫ : ৩ : ২ = $\frac{৫}{১০} : \frac{৩}{১০} : \frac{২}{১০}$

আমরা জানি, ত্যাগ অনুপাত = (পুরাতন অনুপাত − নতুন অনুপাত)

∴ ক এর ত্যাগ অনুপাত = $\left(\frac{৭}{১২} - \frac{৫}{১০}\right) = \frac{৩৫ - ৩০}{৬০} = \frac{৫}{৬০}$

∴ খ এর ত্যাগ অনুপাত = $\left(\frac{৫}{১২} - \frac{৩}{১০}\right) = \left(\frac{২৫ - ১৮}{৬০}\right) = \frac{৭}{৬০}$

∴ ক ও খ এর ত্যাগ অনুপাত = $\frac{৫}{৬০} : \frac{৭}{৬০}$ = ৫ : ৭

23. ক ও খ অংশীদারদ্বয়ের প্রারম্ভিক মূলধন যথাক্রমে ৪০,০০০ টাকা এবং ৬০,০০০ টাকা। লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি হয় নিম্নরূপে: প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ২০% হারে সুদ, ক ও খ এর বেতন যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকা, বাকি অংশ ২ : ৩ অনুপাত হারে। ৩০,০০০ টাকা নিট আয় ভাগ করলে ক এর অংশের প্রাপ্য হবে? [DU : 99-00, 01-02]

(A) ১৮,০০০ টাকা (B) ১৬,০০০ টাকা (C) ১৫,৫০০ টাকা (D) ১৫,০০০ টাকা

(B) Solve ক এর প্রাপ্য অংশ নির্ণয়: ক এর মূলধনের সুদ = (৪০,০০০ × ২০%) = ৮,০০০ টাকা।

খ এর মূলধনের সুদ = (৬০,০০০ × ২০%) = ১২,০০০ টাকা এবং ক এর বেতন ১০,০০০ টাকা, খ এর বেতন ৫,০০০ টাকা।

সুতরাং ক ও খ বেতন ও মূলধনের সুদ বাবদ মোট আয় পায় = (৮,০০০ + ১০,০০০ + ১২,০০০ + ৫,০০০) = ৩৫,০০০ টাকা।

সুতরাং তাদের বেতন ও মূলধনের সুদ সমন্বয়ের পর দেখা যায় নিট লাভের চেয়ে = (৩৫,০০০ − ৩০,০০০) = ৫,০০০ টাকা নিট ক্ষতি।

সুতরাং ক এর বেতন ও মূলধনের সুদের সমষ্টি হতে বাদ যাবে = $\left(৫,০০০ \text{ এর } \frac{২}{৫}\right)$ = ২,০০০ টাকা।

খ এর বেতন ও মূলধনের সুদের সমষ্টি হতে বাদ যাবে = $\left(৫,০০০ \text{ এর } \frac{৩}{৫}\right)$ টাকা = ৩,০০০ টাকা।

অতএব ক এর প্রাপ্য অংশ হবে = (১০,০০০ + ৮,০০০ − ২,০০০) টাকা = ১৬,০০০ টাকা।

24. কিং ও রে একটি ফার্মের অংশীদার। তাদের চুক্তি অনুসারে কিং বেতন বাবদ বৎসরে পাবে ৮,৪০০ টাকা ও রে পাবে ৬,০০০ টাকা। তারা বৎসরের প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ১০% হারে সুদ পাবে। অবশিষ্ট মুনাফা সমান হারে ভাগ করবে। তাদের প্রারম্ভিক মূলধন ছিল কিং ২৮,০০০ টাকা ও রে ২৪,০০০ টাকা। উক্ত বৎসরের নিট মুনাফা বেতন ও সুদ ধার্যের পূর্বে ২২,০০০ টাকা। বৎসর শেষে তাদের মূলধন হিসাবে জের কত হবে? [DU : 97-98]

(A) কিং ৪০,৪০০ টাকা ও রে ৩৩,৬০০ টাকা (B) কিং ২৯,২০০ টাকা ও রে ২৫,২০০ টাকা
(C) কিং ৩৯,০০০ টাকা ও রে ৩৫,০০০ টাকা (D) কিং ৩২,০০০ টাকা ও রে ২৭,৬০০ টাকা

(A) Solve

	কিং	রে		টীকা ও গণনা কার্য
প্রারম্ভিক মূলধন	২৮,০০০	২৪,০০০		
বেতন	৮,৪০০	৬,০০০	→ ১৯,৬০০	
মূলধনের সুদ	২,৮০০	২,৪০০		প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ১০%
বণ্টনযোগ্য মুনাফার অংশ	১,২০০	১,২০০		নিট মুনাফা ২২,০০০ থেকে দুইজনের বেতন ও মূলধনের সুদ ১৯,৬০০ বিয়োগ করলে বণ্টনযোগ্য মুনাফা বের হয় ২,৪০০ যা সমান হারে বণ্টিত হলো।
∴ সমাপনী মূলধন	৪০,৪০০	৩৩,৬০০		প্রারম্ভিক মূলধন, বেতন, মূলধনের সুদ এবং বণ্টনযোগ্য মুনাফার অংশ যোগ করে

ROYKOLY PUBLICATIONS • ROYKOLY PUBLICATIONS • ROYKOLY PUBLICATIONS • ROYKOLY PUBLICATIONS • ROYKOLY PUBLICATIONS • ROYKOLY PUBLICATIONS • ROYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিক্রম ও আকরাম দুজন অংশীদার যাদের ০১/০১/১৯৯৫ তারিখে মূলধন হিসাবের জের ছিল যথাক্রমে ৪০,০০০ টাকা ও ৫০,০০০ টাকা, ১৯৯৫ সনে ব্যবসায়ের মোট মুনাফা মূলধনের উপর সুদ ও বেতন সমন্বয়ের পূর্বে ১,০০,০০০ টাকা। ১৯৯৫ সালে বিক্রম ২২,০০০ টাকা ও আকরাম ১৫,০০০ টাকা বেতন নেয়। ১০% হারে প্রারম্ভিক মূলধনের উপর সুদ দেয়া হবে। মুনাফার বাকি অংশ দু'জনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হবে। এ সকল সমন্বয়ের পর তাদের মূলধন হিসাবের জের কত হবে? [DU : 95-96]

Ⓐ ৯০,০০০ টাকা ও ১,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৭১,৫০০ টাকা ও ৮১,৫০০ টাকা Ⓒ ৯৩,৫০০ টাকা ও ৯৬,৫০০ টাকা Ⓓ ৯৩,০০০ টাকা ও ৯৭,০০০ টাকা

Ⓓ Solve

	বিক্রম	আকরাম		টীকা ও গণনা কার্য
প্রারম্ভিক মূলধন	৪০,০০০	৫০,০০০		
বেতন	২২,০০০	১৫,০০০	→৪৬,০০০	
মূলধনের সুদ	৪,০০০	৫,০০০		প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ১০%
বণ্টনযোগ্য মুনাফার অংশ	২৭,০০০	২৭,০০০		মোট মুনাফা ১,০০,০০০ থেকে দুইজনের বেতন ও মূলধনের সুদ ৪৬,০০০ বিয়োগ করলে বণ্টনযোগ্য মুনাফা বের হয় ৫৪,০০০ যা সমান হারে বণ্টিত হলো।
∴ সমাপনী মূলধন	৯৩,০০০	৯৭,০০০		প্রারম্ভিক মূলধন, বেতন, মূলধনের সুদ এবং বণ্টনযোগ্য মুনাফার অংশ যোগ করে

অংশীদারি ব্যবসায়ের পরিবর্তনের সময় সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন হয়, কেননা [DU : 94-95]

Ⓐ আইন তা জোর দেওয়া হয়েছে Ⓑ ইহা কিছু অংশীদারের প্রতি অবিচার রোধ করতে সাহায্য করে
Ⓒ মুদ্রাস্ফীতি জনিত অবস্থা সম্পত্তির মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে Ⓓ উপরের কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve অংশীদারি ব্যবসায় পরিবর্তনের সময় সম্পত্তি পুনর্মূল্যায়নের সঠিক কারণ হলো অংশীদারের প্রতি অবিচার রোধ করা। তাই প্রশ্নটির সঠিক উত্তরটির জন্য প্রদত্ত Option গুলোর মধ্যে একমাত্র B এর বক্তব্য জনিত অবস্থার কারণেই অংশীদারি ব্যবসায় পরিবর্তনের সময় সম্পত্তির পুনঃমূল্যায়ন করা হয়।

অংশীদারদের মূলধন যেখানে স্থায়ী থাকে, সেখানে লাভ ক্ষতির অংশ, মূলধনের উপর সুদ ও উত্তোলনের উপর সুদ লিপিবদ্ধ করা হয়– [DU : 94-95; HEC : 22-23; RU : 08-09; 04-05]

Ⓐ উত্তোলন হিসাবে Ⓑ মূলধন হিসাবে Ⓒ চলতি হিসাবে Ⓓ বিবিধ হিসাবে

Ⓒ Solve অংশীদারদের মূলধন যেখানে স্থির থাকে সেখানে লাভ-ক্ষতির অংশ, মূলধনের সুদ, উত্তোলনের সুদ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয় চলতি হিসাবে।

রহিম এবং করিম একটি ব্যবসায়ের দুই অংশীদার। তাহারা ৪ : ১ অনুপাতে লাভ-লোকসান বন্টনের চুক্তিতে আবদ্ধ। আলীমকে তাহারা এই ব্যবসায়ে ২/৫ অংশ প্রদান দিয়ে নতুন অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে। আলীম সুনাম বাবদ ৫০,০০০ টাকা এবং মূলধন বাবদ ৫০,০০০ টাকা প্রদান করেছে। নিম্নে প্রদত্ত অনুপাতগুলি হতে রহিম, করিম ও আলীমের নতুন লাভ-ক্ষতি বন্টন অনুপাত চিহ্নিত কর: [DU : 93-94]

Ⓐ ১২ : ৩ : ১০ Ⓑ ২ : ২ : ১ Ⓒ ২ : ১ : ২ Ⓓ ১০ : ৫ : ১০

Ⓐ Solve আলীমকে $\frac{২}{৫}$ অংশ প্রদান করলে অবশিষ্ট থাকে $\frac{৩}{৫}$ অংশ।

অবশিষ্ট $\frac{৩}{৫}$ অংশ রহিম ও করিম-এর মধ্যে পুরাতন অনুপাতে $\left(৪ : ১ \text{ বা } \frac{৪}{৫} : \frac{১}{৫} \text{ অনুপাতে}\right)$ বণ্টিত হবে।

∴ রহিম পাবে: $\left(\frac{৩}{৫} \text{ এর } \frac{৪}{৫} \text{ অংশ}\right) = \frac{১২}{২৫}$ অংশ; এবং করিম পাবে: $\left(\frac{৩}{৫} \text{ এর } \frac{১}{৫} \text{ অংশ}\right) = \frac{৩}{২৫}$ অংশ।

∴ রহিম, করিম ও আলীম - এর নতুন অনুপাত $= \frac{১২}{২৫} : \frac{৩}{২৫} : \frac{২ \times ৫}{৫ \times ৫}$ [সমান হরবিশিষ্ট করার জন্য গ-এর অংশের হর ও লবকে ৫ দিয়ে গুণ করা হলো।]

$= \frac{১২}{২৫} : \frac{৩}{২৫} : \frac{১০}{২৫}$ [এখন, হরগুলো বাদ দিলে নতুন অনুপাত = ১২ : ৩ : ১০]

শর্টকাট সমাধান :

নতুন অনুপাতে, পুরাতন অংশীদারদের অংশ = পুরাতন অনুপাত × নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের বিয়োগফল = (৪ : ১) × ৩ = ১২ : ৩

নতুন অনুপাতে, নতুন অংশীদারের অংশ = নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের লব × পুরাতন অনুপাতের যোগফল = ২ × ৫ = ১০

∴ তিন জনের নতুন অনুপাত = ১২ : ৩ : ১০

ক, খ এবং গ একটি কারবারের সমান অংশীদার। খ অবসর নিল। তার সুনাম হলো ৯,০০০ টাকা। অবশিষ্ট অংশীদারগণ ৩ : ২ অনুপাতে লাভ-লোকসান বন্টনের নতুন শর্তে ব্যবসায় চালানোর সিদ্ধান্ত নিল। প্রতিষ্ঠানের নতুন বইতে সুনাম দেখাতে হবে না। লাভের অনুপাত বের কর।? [DU : 92-93]

Ⓐ ১ : ১ Ⓑ ৪ : ২ Ⓒ ৪ : ১ Ⓓ ৪/১৫ : ২/১৫

Ⓒ Solve লাভের অনুপাত = নতুন অনুপাত - পুরাতন অনুপাত

ক ও গ-এর নতুন অনুপাত = ৩ : ২ = $\frac{৩}{৫} : \frac{২}{৫}$ এবং ক, খ ও গ-এর পুরাতন অনুপাত = সমান = ১ : ১ : ১ = $\frac{১}{৩} : \frac{১}{৩} : \frac{১}{৩}$

অতএব, ক-এর লাভ $= \frac{৩}{৫} - \frac{১}{৩} = \frac{৯ - ৫}{১৫} = \frac{৪}{১৫}$ এবং গ-এর লাভ $= \frac{২}{৫} - \frac{১}{৩} = \frac{৬ - ৫}{১৫} = \frac{১}{১৫}$

∴ লাভের অনুপাত $= \frac{৪}{১৫} : \frac{১}{১৫} = ৪ : ১$

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

30. ৫ : ৩ অনুপাতে লাভ-লোকসান বন্টন করার শর্তে ক ও খ 'কসমস এন্টারপ্রাইজেস'-এর অংশীদার। তারা ১/৬ অংশ লাভ-লোকসান দেওয়ার শর্তে গ-কে নতুন অংশীদার করল। গ সুনামের প্রিমিয়াম হিসাবে ৬,০০০ টাকা নিয়ে আসল। নতুন লাভ-লোকসান বন্টন অনুপাত হলো ৩ : ২ : ১। ত্যাগ অনুপাত হবে- ? [RU:

Ⓐ ৫ : ৩ Ⓑ ৩ : ২ Ⓒ ৩ : ১ Ⓓ ৪ : ১

Ⓒ Solve ত্যাগ = পুরাতন অনুপাতে প্রাপ্য অংশ - নতুন অনুপাতে প্রাপ্য অংশ

ক ও খ-এর পুরাতন অনুপাত $= ৫ : ৩ = \frac{৫}{৮} : \frac{৩}{৮}$ এবং ক, খ ও গ-এর নতুন অনুপাত $= ৩ : ২ : ১ = \frac{৩}{৬} : \frac{২}{৬} : \frac{১}{৬}$

এখানে, ক-এর ত্যাগ $= \frac{৫}{৮} - \frac{৩}{৬} = \frac{১৫ - ১২}{২৪} = \frac{৩}{২৪}$ এবং খ-এর ত্যাগ $= \frac{৩}{৮} - \frac{২}{৬} = \frac{৯ - ৮}{২৪} = \frac{১}{২৪}$

∴ ত্যাগ অনুপাত $= \frac{৩}{২৪} : \frac{১}{২৪} = ৩ : ১$

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

01. সমাপনী মূলধন হতে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়কালে উত্তোলনের সুদ- [RU : 22-23]

Ⓐ যোগ হয় Ⓑ বিয়োগ হয়
Ⓒ বিবেচিত হয় না Ⓓ প্রযোজ্য নয়

Ⓐ Solve সমাপনী মূলধন হতে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়কালে উত্তোলনের সুদ, উত্তোলন যোগ করা হয়। বিপরীতে মূলধনের সুদ, বেতন, কমিশন, মুনাফার অংশ, ঋণের সুদ এবং অতিরিক্ত মূলধন বিয়োগ করা হয়।

02. ক ও খ দুইজন অংশীদার। তারা সমান অনুপাতে মুনাফা বন্টন করে। গ ভবিষ্যৎ মুনাফার ২০% মুনাফার অংশীদারিত্বে কারবারে যোগদান করে। ক, খ এবং গ এর নতুন মুনাফার অনুপাত কত? [RU-B : 20-21]

Ⓐ ৩ : ২ : ১ Ⓑ ১ : ১ : ১
Ⓒ ২ : ২ : ১ Ⓓ ১ : ২ : ২

Ⓒ Solve যেহেতু ক ও খ সমান মুনাফা ভোগের অংশীদার হওয়ায় তাদের মুনাফার অংশ হবে, (১০০% − ২০%) ÷ ২ = ৮০% ÷ ২ = ৪০% করে। নতুন মুনাফার অংশ ক : খ : গ = ৪০% : ৪০% : ২০% = ৪% : ৪% : ২% = ২ : ২ : ১

03. যেখানে অংশীদারদের মূলধন স্থির থাকে, মূলধনের উপর সুদ এবং উত্তোলনের সুদ লিপিবদ্ধ করা হয় সেটি ..... হিসাব। [RU-B : 20-21]

Ⓐ মূলধন Ⓑ উত্তোলন
Ⓒ চলতি Ⓓ A ও B উভয়ই

Ⓒ Solve যেখানে অংশীদারদের মূলধন স্থির থাকে সেখানে অংশীদারদের মূলধনের সুদ, অংশীদারদের বেতন, অংশীদারদের ঋণের সুদ, অংশীদারদের কমিশন ও অংশীদারদের উত্তোলনের সুদ লিপিবদ্ধ করা হয় অংশীদারদের চলতি হিসাবের মাধ্যমে।

04. রাকিব ও শাকিব একটি অংশীদারি কারবারের দুইজন অংশীদার। উক্ত কারবারের নিট মুনাফা ৬০,০০০ টাকা। রাকিবের উত্তোলন (১০% হার সুদে) ১০,০০০ টাকা এবং শাকিবের বেতন ৫,০০০ টাকা। মুনাফা বন্টনের হার যদি ৩:২ হয় তবে রাকিব ও শাকিব যথাক্রমে পাবে- [RU : 17-18]

Ⓐ ২২,৪০০ টাকা; ৩৩,৬০০ টাকা
Ⓑ ৩২,৪০০ টাকা; ২১,৬০০ টাকা
Ⓒ ৩৬,০০০ টাকা; ২৪,০০০ টাকা
Ⓓ ৩৩,৬০০ টাকা; ২২,৪০০ টাকা

Ⓓ Solve প্রকৃত মুনাফা = (৬০,০০০ − ৫,০০০ + ১,০০০)
= ৫৬,০০০ টাকা।

রাকিব $= \frac{৫৬,০০০}{৫} \times ৩ =$ ৩৩,৬০০ টাকা এবং

শাকিব $= \frac{৫৬,০০০}{৫} \times ২ =$ ২২,৪০০ টাকা।

এখানে ৬ মাসের উত্তোলনের সুদ ধরলে সঠিক উত্তর আসেনা তাই ১২ মাসের সুদ ধরা হলো।

05. বছর শেষে অংশীদার 'গ' এর মূলধন ছিল ৳ ২৮,০০০। সে ঐ বছর উত্তোলন করে ৳১০,০০০। লভ্যাংশ বাবদ ৳ ৫,০০০ এবং মূলধনের সুদ ৳ ৩,০০০ পায়। তার প্রারম্ভিক মূলধন ছিল - [RU : 12-13]

Ⓐ ৳ ৩০,০০০ Ⓑ ৳ ২৮,০০০ Ⓒ ৳ ২৬,০০০ Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓐ Solve এখানে, প্রারম্ভিক মূলধন
= (সমাপনী মূলধন + উত্তোলন − লভ্যাংশ প্রাপ্তি − মূলধনের সুদ)
= (২৮,০০০ + ১০,০০০ − ৫,০০০ − ৩,০০০) = ৩০,০০০ টাকা।

06. অংশীদারি দলিল উল্লেখ না থাকলে অংশীদারগণ তাদের ফার্মকে প্রদত্ত ঋণের উপর কত হারে সুদ পাবে? [RU : 12-13]

Ⓐ ৭% Ⓑ ৮% Ⓒ ৯% Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓓ Solve অংশীদারি দলিলে উল্লেখ না থাকলে অংশীদারগণ কর্তৃক ফার্মকে প্রদত্ত ঋণের উপর ৬% হারে সুদ পাবে।

07. অংশীদারগণের চলতি হিসাব খোলা উচিত যখন তাদের মূলধন হয়- [RU : 12-13]

Ⓐ স্থায়ী Ⓑ ভাসমান Ⓒ পরিবর্তনশীল Ⓓ অস্থায়ী

Ⓐ Solve অংশীদারি ব্যবসায়ে যখন অংশীদারদের মূলধন স্থায়ী রাখা হয় তখন অংশীদারদের বেতন, মুনাফার অংশ প্রভৃতি হিসাবভুক্তির জন্য চলতি হিসাব খোলা হয়।

08. 'ক' ও 'খ' কারবারের মুনাফা ২ : ১ অনুপাতে বন্টন করে থাকে। তাদের মূলধনে সমাপনী জের যথাক্রমে ১,৮০,০০০ টাকা ও ১,০০,০০০ টাকা বছর শেষে নিট লাভ ৪৫,০০০ টাকা। 'ক' ও 'খ' এর প্রারম্ভিক মূলধন কত টাকা? [RU : 09-10]

Ⓐ ১,৫০,০০০ ও ৮৫,০০০ Ⓑ ৮৫,০০০
Ⓒ ২,১০,০০০ ও ১,১৫,০০০ Ⓓ ২,০০,০০০ ও ১,৫০,০০০

Ⓐ Solve প্রারম্ভিক মূলধন = সমাপনী মূলধন − নিট লাভ

এখানে, ক এর লাভ = ৪৫,০০০ টাকা এর $\frac{২}{৩}$ = ৩০,০০০ টাকা এবং

খ এর লাভ = ৪৫,০০০ টাকা এর $\frac{১}{৩}$ = ১৫,০০০ টাকা।

∴ 'ক' এর প্রাঃ মূলধন = ১৮০,০০০ − ৩০,০০০ = ১৫০,০০০ এবং 'খ' এর প্রাঃ মূলধন = ১,০০,০০০ − ১৫,০০০ = ৮৫,০০০ টাকা।

09. অনিক, অনু ও কাব্যের মুনাফা বন্টনের অনুপাত ৩ : ২ : ১ এবং তাদের মুনাফার পরিমাণ ১২,০০০ টাকা। অনিক অনুকে ন্যূনতম ৩,০০০ টাকা মুনাফা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছিল। অনুর মুনাফার পরিমাণ? [RU : 09-10]

Ⓐ ৫,০০০ টাকা Ⓑ ৪,০০০ টাকা Ⓒ ৪,৫০০ টাকা Ⓓ ৩,০০০ টাকা

Ⓑ Solve দেওয়া আছে, অনিক, অনু, ও কাব্যের মুনাফা বন্টনের অনুপাত = ৩ : ২ : ১ এবং মুনাফার পরিমাণ ১২,০০০ টাকা।

∴ অনুপাতগুলোর যোগফল = ৩ + ২ + ১ = ৬

∴ অনুর মুনাফার পরিমাণ = (১২,০০০ এর $\frac{২}{৬}$) = ৪,০০০ টাকা।

নিশ্চয়তার চেয়ে বেশি পাওয়ায় কোনো প্রভাব পড়বে না।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

A, B ও C তিনজন অংশীদার প্রতিমাসের শেষ দিনে প্রত্যেককে ৩০০ টাকা করে ব্যবসা হতে উত্তোলন করলে বার্ষিক ৫% হার সুদে প্রত্যেককে মোট উত্তোলিত টাকার উপর এক বছরে কত টাকা সুদ দিতে হবে? [RU : 08-09]

Ⓐ ৯০ টাকা Ⓑ ৯৭.৫ টাকা Ⓒ ৮২.৫ টাকা Ⓓ ১৮০ টাকা

Ⓒ Solve প্রতিমাসের শেষ দিনে উত্তোলন করলে উত্তোলনের সুদ নির্ণয়ের সূত্র হল-

উত্তোলনের সুদ = মাসিক উত্তোলন × ৫% × ৫.৫

= ৩০০ × ৫% × ৫.৫ = ৮২.৫ টাকা।

ক ও খ সমান অংশীদার। গ কে ১/৫ অংশের মুনাফার অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করা হলো। কিন্তু তাকে ১২,০০০ টাকার মুনাফার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। পুরাতন অংশীদারগণ সমান অংশীদার রইল। বছর শেষে নিট মুনাফা দাঁড়ায় ৫৫,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে বছর শেষে ক এর মুনাফার পরিমাণ কত টাকা? [RU : 07-08]

Ⓐ ২১,২০০ Ⓑ ২১,৫০০ Ⓒ ২২,২০০ Ⓓ ২২,০০০

Ⓑ Solve যেহেতু 'গ'-কে ১২,০০০ টাকায় মুনাফার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং ক ও খ সমান অংশীদার হয়ে যায়।

সুতরাং বছর শেষে ক-এর মুনাফার পরিমাণ হবে = $\frac{৫৫,০০০ - ১২,০০০}{২}$

$= \frac{৪৩,০০০}{২}$ = ২১,৫০০ টাকা।

ক, খ ও গ তিনজন অংশীদার। প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনে যথাক্রমে ৬০০, ৩০০, ও ২০০ টাকা করে উত্তোলন করে। উত্তোলনের সুদের হার ১০% হলে ক, খ ও গ এর বছরে মোট প্রদেয় সুদ কত হবে কত টাকা? [RU : 07-08, 08-09]

Ⓐ ৬০৭.৫০ Ⓑ ৩০২.৫০ Ⓒ ৭১৫.০০ Ⓓ ৬০৫.০০

Ⓒ Solve মাসের প্রথম দিনে উত্তোলন করলে উত্তোলনের সুদ নির্ণয়ের সূত্র হল: উত্তোলনের সুদ

= মোট মাসিক উত্তোলন × ১০% × ৬.৫ = (১,১০০ × ১০% × ৬.৫)

= ৭১৫.০০ টাকা।

অংশীদারি কারবারের চুক্তিতে লাভ-লোকসানের অনুপাত উল্লেখ না থাকলে লাভ-ক্ষতি বণ্টন হয়- [RU : 05-06; CU : 09-10]

Ⓐ সমান হারে Ⓑ মতামতের উপর

Ⓒ মূলধনের ভিত্তিতে Ⓓ মূলধন অনুযায়ী

Ⓐ Solve অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি হলো চুক্তি। আর চুক্তিপত্রে ব্যবসায় পরিচালনার যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু চুক্তিপত্রে লাভ-ক্ষতির অনুপাত উল্লেখ না থাকলে সাধারণত সমান হারে/ভাবে লাভ-ক্ষতি বণ্টন করা হয়ে থাকে।

অংশীদারি কারবারে কখন পৃথক উত্তোলন হিসাব রাখতে হয়? [RU : 04-05]

Ⓐ যখন মূলধন স্থির থাকে Ⓑ যখন মূলধন স্থির থাকে না

Ⓒ যখন ঘন ঘন উত্তোলন করা হয় Ⓓ যখন উত্তোলন করা হয় না

Ⓑ Solve উত্তোলন বলতে মূলধনের অংশ বিশেষ উঠানোকে বুঝায় না বরং প্রত্যাশিত মুনাফার বিপরীতে অগ্রিম গ্রহণকে বুঝায়। সকল অবস্থায় উত্তোলন হিসাব তৈরি করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে অংশীদারগণ পরিবর্তনশীল পদ্ধতিতে মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করলে পৃথকভাবে উত্তোলন হিসাব সংরক্ষণ করতে হয়। অর্থাৎ যখন অংশীদারদের মূলধন স্থির থাকে না তখন উত্তোলন হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। উত্তোলন হিসাব খোলার ফলে অংশীদারগণ কখন কী পরিমাণ উত্তোলন করে তা সহজেই জানা যায়।

বিদ্যমান আইন অনুসারে অংশীদারি কারবারের সদস্যগণকে নিম্নের কোনটি বাধ্যতামূলক দিতে হয়- [RU : 04-05]

Ⓐ ৬% হারে ঋণের সুদ Ⓑ ব্যবস্থাপনার বেতন

Ⓒ কারবারের আনীত মূলধনের সুদ Ⓓ বিক্রয়ের জন্য কমিশন

Ⓐ Solve চুক্তিপত্রে ঋণের সুদের কথা উল্লেখ না থাকলেও ব্যবসায়ে প্রদত্ত ঋণের জন্য ৬% হারে সুদ ধার্য করা বাধ্যতামূলক।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. দুইজন অংশীদারের মুনাফা বণ্টন অনুপাত ২:১। তৃতীয়জনকে $\frac{২}{৫}$ অংশ মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ের নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলে মুনাফা বণ্টনের নতুন অনুপাত কত? [CU : 22-23]

Ⓐ ২ : ১ : ২ Ⓑ ১০ : ৫ : ৬ Ⓒ ৪ : ২ : ১

Ⓓ ২ : ১ : ১ Ⓔ ৫ : ২ : ৩ Ans Ⓐ

Ⓐ Solve শর্টকাট সমাধান :

নতুন অনুপাতের মধ্যে, পুরাতন অংশীদারদের অংশ = পুরাতন অনুপাত × নতুন অংশীদারদের অংশের বিয়োগফল (৫ – ২) = (২ : ১) × ৩ = ৬ : ৩

নতুন অনুপাতের মধ্যে, নতুন অংশীদারদের অংশ = নতুন অংশীদারের অংশের লব × পুরাতন অনুপাতের যোগফল (২ + ১) = ২ × ৩ = ৬

∴ তিন জনের নতুন অনুপাত = ৬ : ৩ : ৬ = ২ : ১ : ২

02. বার্ষিক মুনাফার পরিমাণ ৭৫,০০০ টাকা। A, B এবং C এর মধ্যে লাভ বণ্টনের অনুপাত হচ্ছে ৪:৩:৩। তাদের চলতি হিসাবের প্রারম্ভিক জের যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা, ১২,০০০ টাকা এবং ১৫,০০০ টাকা। প্রত্যেক অংশীদারের উত্তোলনের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা হলে, B এর হিসাবে সমাপনী জের কত হবে? [CU : 16-17]

Ⓐ ১৭,৫০০ টাকা Ⓑ ২০,০০০ টাকা Ⓒ ১৪,৫০০ টাকা

Ⓓ ২২,৫০০ টাকা Ⓔ ২৪,৫০০ টাকা

Ⓒ Solve B এর মুনাফার অংশ = ৭৫,০০০ × $\frac{৩}{১০}$ = ২২,৫০০ টাকা।

∴ B এর সমাপনী জের = (প্রারম্ভিক মূলধন + নিট লাভ – উত্তোলন)

= (১২,০০০ + ২২,৫০০ – ২০,০০০)

= ১৪,৫০০ টাকা।

03. A, B, C এন্ড কোম্পানি ২০১২ সালে মোট ৮০,০০০ টাকা নিট আয় অর্জন করে। A, B ও C এর আয় বণ্টন অনুপাত হলো যথাক্রমে $\frac{১}{২} : \frac{৩}{১০} : \frac{১}{৫}$। নিট আয়ের B এর প্রাপ্য অংশ হবে- [CU : 10-11]

Ⓐ ৪০,০০০ টাকা Ⓑ ৬০,০০০ টাকা Ⓒ ২৪,০০০ টাকা

Ⓓ ২০,০০০ টাকা Ⓔ ২২,০০০ টাকা

Ⓒ Solve A, B, C কোম্পানির নিট আয় ৮০,০০০ টাকা। আয় বণ্টনের অনুপাত অনুসারে B এর অংশ = $\frac{৩}{১০}$।

সুতরাং B এর প্রাপ্য হবে = ৮০,০০০ × $\frac{৩}{১০}$ = ২৪,০০০ টাকা।

04. পরিবর্তনশীল মূলধনের ক্ষেত্রে সচ্ছল অংশীদারগণ দেউলিয়া অংশীদারদের ঘাটতি বহন করবে- [CU : 09-10]

Ⓐ স্থির মূলধন হারে

Ⓑ লাভ-ক্ষতি বণ্টন হারে

Ⓒ পরিবর্তনশীল মূলধন হারে

Ⓓ মূলধনের সাথে সঞ্চিতি ও লাভ-ক্ষতি সমন্বয়ের পর মূলধন উদ্বৃত্ত হারে

Ⓔ আনুপাতিক হারে

Ⓔ Solve অংশীদারি ব্যবসায়ে কোনো অংশীদার দেউলিয়া হলে তার ঘাটতি বহন করতে হয় সচ্ছল অংশীদারদের। আর এ ঘাটতি তাদেরকে আনুপাতিক হারে বহন করতে হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

... তিনজন অংশীদার প্রতিমাসের শেষ দিনে সমভাবে ৬০০ টাকা করে উত্তোলন করলে বার্ষিক ৫% হার সুদ ধার্য করলে মোট উত্তোলনের উপর এক বছরে কত টাকা সুদ দিতে হবে? [RU 08-09]

Ⓑ ১৭.৫ টাকা Ⓒ ১৬.৫ টাকা Ⓓ ১৬০ টাকা

Solve প্রতিমাসের শেষ দিনে উত্তোলন করলে উত্তোলনের সুদ

উত্তোলনের সুদ = মাসিক উত্তোলন × ৫% × ৫.৫

= ৬০০ × ৫% × ৫.৫ = ১৬.৫ টাকা।

... সমান অংশীদার। গ কে ১/৫ অংশের মুনাফার অংশীদার হিসাবে গ্রহণ ... কিন্তু তাকে ১২,০০০ টাকার মুনাফার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। পুরাতন অংশীদারগণ সমান অংশীদার রইল। বছর শেষে নিট মুনাফা দাঁড়ায় ৫৫,০০০ ... এক্ষেত্রে বছর শেষে ক এর মুনাফার পরিমাণ কত টাকা? [RU 07-08]

Ⓑ ২১,৫০০ Ⓒ ২২,২০০ Ⓓ ২২,০০০

Solve যেহেতু 'গ'-কে ১২,০০০ টাকার মুনাফার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ... সমান অংশীদার হয়ে যায়।

বছর শেষে ক এর মুনাফার পরিমাণ হবে = $\frac{৫৫,০০০ - ১২,০০০}{২}$

$= \frac{৪৩,০০০}{২}$ = ২১,৫০০ টাকা।

... তিনজন অংশীদার। প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনে যথাক্রমে ৬০০, ... ও ২০০ টাকা করে উত্তোলন করে। উত্তোলনের সুদের হার ১০% হলে ... এর বছরে মোট প্রদেয় সুদ কত হবে কত টাকা? [RU 07-08, 08-09]

Ⓑ ৬০২.৫০ Ⓒ ৭১৫.০০ Ⓓ ৬০৫.০০

Solve মাসের প্রথম দিনে উত্তোলন করলে উত্তোলনের সুদ নির্ণয়ের ... উত্তোলনের সুদ

= মাসিক উত্তোলন × ১০% × ৬.৫ = (১,১০০ × ১০% × ৬.৫)

= ৭১৫.০০ টাকা।

অংশীদারি কারবারের চুক্তিতে লাভ-লোকসানের অনুপাত উল্লেখ না থাকলে ... বণ্টন হয়- [RU 05-06, CU 09-10]

Ⓐ সমান হারে Ⓑ মতামতের উপর

Ⓒ মূলধনের ভিত্তিতে Ⓓ মূলধন অনুযায়ী

Solve অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি হলো চুক্তি। আর চুক্তিপত্রে ব্যবসায় পরিচালনার যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু চুক্তিপত্রে লাভ-ক্ষতির অনুপাত উল্লেখ না থাকলে সাধারণত সমান হারে/ভাবে লাভ-ক্ষতি বণ্টন করা হয়ে থাকে।

অংশীদারি কারবারে কখন পৃথক উত্তোলন হিসাব রাখতে হয়? [RU 04-05]

Ⓐ যখন মূলধন স্থির থাকে Ⓑ যখন মূলধন স্থির থাকে না

Ⓒ যখন ঘন ঘন উত্তোলন করা হয় Ⓓ যখন উত্তোলন করা হয় না

Solve উত্তোলন বলতে মূলধনের অংশ নিজের উঠানোকে বুঝায় না ... অথবা প্রত্যাশিত মুনাফার বিপরীতে অগ্রিম গ্রহণকে বুঝায়। সকল অবস্থায় উত্তোলন হিসাব তৈরি করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে অংশীদারগণ পরিবর্তনশীল পদ্ধতিতে মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করলে পৃথকভাবে উত্তোলন হিসাব সংরক্ষণ করতে হয়। অর্থাৎ যখন অংশীদারদের মূলধন স্থির থাকে না তখন উত্তোলন হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। উত্তোলন হিসাব খোলার ফলে অংশীদারগণ কখন কী পরিমাণ উত্তোলন করে তা সহজেই জানা যায়।

চুক্তি অবর্তমানে অংশীদারি কারবারের সদস্যগণকে নিম্নের কোনটি বাধ্যতামূলক ... হয়- [RU 04-05]

Ⓐ ৬% হারে ঋণের সুদ Ⓑ ব্যবস্থাপনার বেতন

Ⓒ কারবারের আনীত মূলধনের সুদ Ⓓ বিক্রয়ের জন্য কমিশন

Solve চুক্তিপত্রে ঋণের সুদের কথা উল্লেখ না থাকলেও ব্যবসায়ে প্রদত্ত ঋণের জন্য ৬% হারে সুদ ধার্য করা বাধ্যতামূলক।

(চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)

01. দুইজন অংশীদারের মুনাফা বণ্টন অনুপাত ৩:১। তৃতীয়জনকে $\frac{১}{৪}$ অংশ মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করল। মুনাফা বণ্টনের নতুন অনুপাত কত? [CU 11-12]

Ⓐ ৯:৩:৪ Ⓑ ১০:৪:৬ Ⓒ ৪:৩:১

Ⓓ ৯:১:১ Ⓔ ৪:৩:৮

Solve শর্টকাট সমাধান:

নতুন অনুপাতের ক্ষেত্রে, পুরাতন অংশীদারদের অংশ = পুরাতন অনুপাত × নতুন অংশীদারের অংশের বিয়োগফল (৪ − ১) = (৩ : ১) × ৩ = ৯ : ৩

নতুন অনুপাতের ক্ষেত্রে, নতুন অংশীদারের অংশ = নতুন অংশীদারের অংশের লব × পুরাতন অনুপাতের যোগফল (৩ + ১) = ১ × ৪ = ৪

∴ তিন জনের নতুন অনুপাত = ৯ : ৩ : ৪

02. বার্ষিক মুনাফার পরিমাণ ৭৫,০০০ টাকা। A, B এবং C এর মধ্যে লাভ বণ্টনের অনুপাত হলো ৮:৬:৬। তাদের চলতি হিসেবের প্রারম্ভিক জের যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা, ১২,০০০ টাকা এবং ১৪,০০০ টাকা। প্রত্যেক অংশীদারের উত্তোলনের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা হলে, B এর হিসেবে সমাপনী জের কত হবে? [CU 16-17]

Ⓐ ১৭,৫০০ টাকা Ⓑ ২০,০০০ টাকা Ⓒ ১৪,৫০০ টাকা

Ⓓ ২২,৫০০ টাকা Ⓔ ১৪,০০০ টাকা

Solve B এর মুনাফার অংশ = ৭৫,০০০ × $\frac{৬}{২০}$ = ২২,৫০০ টাকা।

∴ B এর সমাপনী জের = (প্রারম্ভিক মূলধন + নিট লাভ − উত্তোলন)

= (১২,০০০ + ২২,৫০০ − ২০,০০০)

= ১৪,৫০০ টাকা।

03. A, B, C এক কোম্পানি ২০১৯ সালে মোট ৮০,০০০ টাকা নিট আয় অর্জন করে। A, B ও C এর আয় বণ্টন অনুপাত হলো যথাক্রমে $\frac{১}{২}$, $\frac{৩}{১০}$, $\frac{১}{৫}$। নিট আয়ের B এর প্রাপ্য অংশ হবে- [CU 10-11]

Ⓐ ৪০,০০০ টাকা Ⓑ ৩০,০০০ টাকা Ⓒ ২৪,০০০ টাকা

Ⓓ ১৬,০০০ টাকা Ⓔ ২২,০০০ টাকা

Solve A, B, C কোম্পানির নিট আয় ৮০,০০০ টাকা। আয় বণ্টনের অনুপাত অনুসারে B এর অংশ = $\frac{৩}{১০}$।

সুতরাং B এর প্রাপ্য হবে = ৮০,০০০ × $\frac{৩}{১০}$ = ২৪,০০০ টাকা।

04. পরিবর্তনশীল মূলধনের ক্ষেত্রে সচ্ছল অংশীদারগণ দেউলিয়া অংশীদারদের ঘাটতি বহন করবে- [CU 09-10]

Ⓐ স্থির মূলধন হারে

Ⓑ লাভ-ক্ষতি বণ্টন হারে

Ⓒ পরিবর্তনশীল মূলধন হারে

Ⓓ মূলধনের সাথে সঞ্চিতি ও লাভ-ক্ষতি সমন্বয়ের পর মূলধন উদ্বৃত্ত হারে

Ⓔ আনুপাতিক হারে

Solve অংশীদারি ব্যবসায়ে কোনো অংশীদার দেউলিয়া হলে তার ঘাটতি বহন করতে হয় সচ্ছল অংশীদারদের। আর এ ঘাটতি তাদেরকে আনুপাতিক হারে বহন করতে হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. অংশীদারগণ প্রতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ব্যবসায় থেকে ১০% সুদে ৩০০ টাকা করে উত্তোলন করলে লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাবে ও অংশীদারদের মূলধন হিসাবে সুদের পরিমাণ কত টাকা দেখাতে হবে? [GST : 22-23]

Ⓐ ৫৫০　Ⓑ ১১০০　Ⓒ ১৮০০　Ⓓ ৭৫০

Ⓒ Solve অংশীদারদের বার্ষিক উত্তোলন = (৩,০০০ × ১২) = ৩৬,০০০ টাকা।

∴ অংশীদারদের উত্তোলনের সুদ নির্ণয় = $\left(৩৬,০০০ \times ১০\% \times \frac{৬}{১২}\right)$ = ১,৮০০ টাকা।

02. একটি অংশীদারি ব্যবসায়ে A এবং B দুইজন অংশীদারের মধ্যে ৭ : ৩ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টিত হয়। তারা C কে নতুন অংশীদার হিসেবে নিল। A ১/৭ অংশ এবং B ১/৩ অংশ মুনাফা ত্যাগ করে C কে প্রদান করে। তাদের নতুন মুনাফার অনুপাত কত হবে? [GST : 22-23]

Ⓐ ৩ : ১ : ১　Ⓑ ২ : ১ : ১　Ⓒ ২ : ২ : ১　Ⓓ ৪ : ৩ : ২

Ⓐ Solve প্রশ্ন মতে A ও B এর তাদের অংশ থেকে ত্যাগ করে যথাক্রমে ১/৭ অংশ এবং ১/৩ অংশ। তাই A ও B মুনাফার অংশ ত্যাগ করার পর A এবং B নতুন মুনাফা অনুপাত হয় : (৭ – ১) : (৩ – ১) = ৬ : ২। এখন, C কে নতুন অংশীদার হিসাবে নিলে, C এর মুনাফার অংশ হবে A এবং B অংশীদারের ত্যাগকৃত মুনাফা অংশের লবের যোগফল (১ + ১) = ২

∴ A, B এবং C এর নতুন অনুপাত = ৬ : ২ : ২ = ৩ : ১ : ১

03. অংশীদারদের মধ্যে অংশীদারিত্ব চুক্তিনামা না থাকলেও তাদের প্রাপ্যতা কোনটি? [GST : 22-23]

Ⓐ বেতন ভাতা　Ⓑ ঋণের উপর সুদ　Ⓒ কমিশন　Ⓓ মূলধন অনুপাতে লভ্যাংশ

Ⓑ Solve চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলেও অংশীদাররা ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী ৬% হারে ঋণের ওপর সুদ পায়।

04. একটি অংশীদারী ব্যবসায়ের দুইজন অংশীদার এবং তাদের মুনাফা বণ্টন অনুপাত ৪ : ৩। তারা নতুন একজনকে ১/৪ অংশ মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে অংশীদার হিসেবে নিল। তাদের মধ্যে মুনাফার নতুন অনুপাত কত হবে? [GST-C : 20-21]

Ⓐ ৫ : ৮ : ৫　Ⓑ ৭ : ৫ : ৪　Ⓒ ১৩ : ৮ : ৭　Ⓓ ১২ : ৯ : ৭

Ⓓ Solve প্রশ্নানুসারে, দুইজন অংশীদার ক ও খ এর পুরাতন অনুপাত = ক : খ = ৪ : ৩ এবং নতুন অংশীদার গ পাবে লাভ-ক্ষতির $\frac{১}{৪}$ অংশ।

গ কে মুনাফার $\frac{১}{৪}$ অংশ প্রদান করলে অবশিষ্ট থাকে = $\left(১ - \frac{১}{৪}\right) = \frac{৪ - ১}{৪} = \frac{৩}{৪}$ অংশ

অবশিষ্ট অংশে ক পাবে = $\frac{৩}{৪} \times \frac{৪}{৭} = \frac{১২}{২৮}$ অংশ এবং অবশিষ্ট অংশে খ পাবে = $\frac{৩}{৪} \times \frac{৩}{৭} = \frac{৯}{২৮}$ অংশ

∴ অংশীদারদের নতুন অনুপাত = ক : খ : গ = $\frac{১২}{২৮} : \frac{৯}{২৮} : \frac{১ \times ৭}{৪ \times ৭} = \frac{১২}{২৮} : \frac{৯}{২৮} : \frac{৭}{২৮}$ = ১২ : ৯ : ৭　[সমহার বিশিষ্ট করার জন্য গ এর হর ও লবকে ৭ দ্বারা গুণ করা হয়েছে]

05. প্রতি সপ্তাহান্তে উত্তোলন ৬২ টাকা। ৭% হার সুদে উত্তোলনের সুদ কত হবে? [GST-C : 20-21]

Ⓐ ৬৬.৩৪ টাকা　Ⓑ ৪৩৪.০০ টাকা　Ⓒ ১১০.৬৭ টাকা　Ⓓ ১২৪.০০ টাকা

Ⓒ Solve প্রতি সপ্তাহের মাঝামাঝি উত্তোলন করা হলে "১ বছর বা ৫২ সপ্তাহের অর্ধেক = ২৬ সপ্তাহ"-এর সুদ ধরা হয়। আর, প্রতি সপ্তাহের শুরুতে উত্তোলন করা হলে ২৬.৫ সপ্তাহের সুদ ধরা হয়। অন্যদিকে, প্রতি সপ্তাহের শেষে উত্তোলন করা হলে ২৫.৫ সপ্তাহের সুদ ধরা হয়। এক্ষেত্রে উত্তোলনের সুদ নির্ণয়ের শর্টকাট সূত্র হলো :

সুদের পরিমাণ = প্রতি সপ্তাহে উত্তোলনের পরিমাণ × বার্ষিক সুদের হার × ২৫.৫

∴ প্রতি সপ্তাহান্তে (সপ্তাহের শেষে) ৬২ টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে, সুদের পরিমাণ = ৬২ × ৭% × ২৫.৫ = ১১০.৬৭ টাকা।

06. জনাব X ও জনাব Y দুইজন অংশীদার যারা ৩ : ২ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি ভোগ করে। তাঁরা জনাব Z কে নতুন অংশীদার হিসেবে ১/৪ অংশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তাদের লাভ-ক্ষতি ভোগের নতুন অনুপাত কত? [KU : 19-20; CU : 16-17]

Ⓐ ৯ : ৬ : ৫　Ⓑ ৫ : ৬ : ৯　Ⓒ ৬ : ৯ : ৫　Ⓓ ২ : ৩ : ৪

Ⓐ Solve শর্টকাট সমাধান : নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের লব ও হরের পার্থক্য/বিয়োগফল = (৪ – ১) = ৩

নতুন অনুপাতে, পুরাতন অংশীদারদের অংশ = পুরাতন অনুপাত × নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের বিয়োগফল = (৩ : ২) × ৩ = ৯ : ৬

নতুন অনুপাতে, নতুন অংশীদারের অংশ = নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের লব × পুরাতন অনুপাতের যোগফল = ১ × ৫ = ৫

∴ তিন জনের নতুন অনুপাত = ৯ : ৬ : ৫

07. টিপু, মাসুদ ও রতন তিনজন যথাক্রমে ২,০০,০০০ টাকা, ১,০০,০০০ টাকা এবং ৩,০০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন। মাসুদ কারবার পরিচালনার জন্য মাসিক ২,৫০০ টাকা বেতন পাবে। চুক্তি অনুযায়ী মূলধনের উপর ১০% হারে সুদ ধরতে হবে। বছর শেষে সমন্বয়ের পূর্বে মুনাফা ছিল ১,৫০,০০০ টাকা। উক্ত ব্যবসায় হতে টিপুর মুনাফার অংশ কত? [CoU : 19-20]

Ⓐ ২০,০০০ টাকা　Ⓑ ১০,০০০ টাকা　Ⓒ ৩০,০০০ টাকা　Ⓓ ৬০,০০০ টাকা

Ⓐ Solve সমন্বয়পরবর্তী মুনাফা = মুনাফা – মূলধনের সুদ – মাসুদের বেতন = {১,৫০,০০০ – (২০,০০০ + ১০,০০০ + ৩০,০০০) – (২,৫০০ × ১২)}
= (১,৫০,০০০ – ৬০,০০০ – ৩০,০০০) = ৬০,০০০ টাকা।

যেহেতু কিছু বলা নাই, তাই মুনাফা সমানভাবে বণ্টিত হবে। ∴ টিপু পাবে = $\frac{৬০,০০০}{৩}$ = ২০,০০০ টাকা।

CamScanner

...সুদ কত হবে? [JKKNIU : 19-20] ...মাসের প্রথমে ৮০০ টাকা করে উত্তোলন করেন। উত্তোলনের উপর ৮% হারে সুদ ধরা হলে, এক্ষেত্রে

Ⓐ ...৫০ টাকা Ⓑ ৪১৬ টাকা Ⓒ ৪১৬ টাকা Ⓓ ৩৬৮ টাকা

Solve উত্তোলনের সুদ = (৮০০ × ৮% × ৬.৫) = ৪১৬ টাকা।

...মাসের শুরুতে উত্তোলনের পরিমাণ ১,০০০.০০ টাকা হলে ৬% হার সুদে উত্তোলনের উপর বার্ষিক সুদের পরিমাণ কত? [JUST : 19-20]

Ⓐ ...০.০০ Ⓑ ৩৬০.০০ Ⓒ ৩৯০.০০ Ⓓ ৩৩০.০০

Solve মাসের শুরুতে উত্তোলন করলে সুদের পরিমাণ হবে = (১,০০০ × ৬% × ৬.৫) = ৩৯০ টাকা।

...কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর ১০% কমিশন বাবদ ১০,০০০.০০ টাকা পেলেন। মি. জন, মি. পিটার এবং মি. পল অংশীদার হিসেবে ৭:৮:৫ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টনের শর্তে ব্যবসায় করছেন। তাদের লাভের পরিমাণ কত? [JUST : 19-20]

Ⓐ ৩৫,০০০.০০, ৪০,০০০.০০ ও ২৫,০০০.০০
Ⓑ ৪০,০০০.০০, ৩৫,০০০.০০ ও ২৫,০০০.০০
Ⓒ ৩৫,০০০.০০, ৪০,০০০.০০ ও ৩৫,০০০.০০
Ⓓ ৪০,০০০.০০, ৪০,০০০.০০ ও ৩০,০০০.০০

Solve কমিশন পরবর্তী নিটলাভ = $\frac{১০,০০০ \times ১০০}{১০}$ = ১,০০,০০০ টাকা।

মোট অনুপাত = (৭ + ৮ + ৫) = ২০ ∴ মি. জন পাবেন = $\frac{১,০০,০০০}{২০} \times ৭$ = ৩৫,০০০ টাকা।

মি. পিটার পাবেন = $\frac{১,০০,০০০}{২০} \times ৮$ = ৪০,০০০ টাকা। মি. পল পাবেন = $\frac{১,০০,০০০}{২০} \times ৫$ = ২৫,০০০ টাকা।

৪ : ২ : ১ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টনের শর্তে ক, খ ও গ একটি ফার্মের অংশীদার। খ ফার্ম থেকে চলে গেল। অবশিষ্ট অংশীদারগণ ৩ : ২ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টন করেন। তাদের লাভের অনুপাত নির্ণয় কর। [BSMRSTU : 18-19; JnU : 19-20]

Ⓐ ...১ Ⓑ ১ : ৮ Ⓒ ১ : ৯ Ⓓ ৮ : ১

Solve লাভ অনুপাত = নতুন অনুপাত − পুরাতন অনুপাত।

ক এর লাভের অনুপাত = $\frac{৩}{৫} - \frac{৪}{৭} = \frac{১}{৩৫}$ এবং গ এর লাভের অনুপাত = $\frac{২}{৫} - \frac{১}{৭} = \frac{৯}{৩৫}$ ∴ ক ও গ এর লাভের অনুপাত = $\frac{১}{৩৫} : \frac{৯}{৩৫}$ = ১:৯

...একটি ব্যবসায়ের অংশীদার। তিনি প্রতি মাসের ১৫ তারিখে ব্যবসায় হতে ২,৫০০ টাকা উত্তোলন করে তার উত্তোলনের উপর ১,১২৫ টাকা সুদ হলে সুদের হার কত? [BSMRSTU : 18-19]

Ⓐ ...% Ⓑ ৬.৫% Ⓒ ৭.৫% Ⓓ ৮.৫%

Solve মাসের মাঝামাঝি উত্তোলন করলে, উত্তোলনের সুদ = মাসিক উত্তোলন × $\frac{সুদের হার}{১০০}$ × ৬ বা, ১,১২৫ = ২,৫০০ × $\frac{সুদের হার}{১০০}$ × ৬

বা, সুদের হার = $\left(\frac{১,১২৫}{২,৫০০ \times ৬}\right) \times ১০০$ = ৭.৫%

...হিসাবে প্রারম্ভিক মূলধন ১,২৫,০০০ টাকা। সমাপনী মূলধন ১,০০,০০০ টাকা। তিনি প্রতি মাসের ১ তারিখে ১,০০০ টাকা এবং প্রতি চার মাস পরপর ১২,৫০০ টাকা করে উত্তোলন করেন। এছাড়াও তিনি বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ১ আগস্ট তারিখে ব্যক্তিগত কাজে ১০,০০০ টাকা ব্যবহার করেন। উত্তোলনের উপর গড় ১০% সুদ ধরা হলে সুদের পরিমাণ কত? [CoU-C : 18-19]

Ⓐ ...৫০ টাকা Ⓑ ১,৮৭৫ টাকা Ⓒ ২,৯৭৫ টাকা Ⓓ ২,৯২৫ টাকা

Solve সঠিক উত্তর নেই :

...মাসের প্রথমে - (১,০০০ × ৬.৫ × ১০%) = ৬৫০ টাকা।

...চার মাস পরপর :

...১২,৫০০ টাকার ৮ মাস = $\left(১২৫০০ \times ১০\% \times \frac{৮}{১২}\right)$ = ৮৩৩ টাকা।

...১২,৫০০ টাকার ৪ মাস = $\left(১২৫০০ \times ১০\% \times \frac{৪}{১২}\right)$ = ৪১৭ টাকা।

...১২,৫০০ টাকার ০ মাস = (———) = ০০০ টাকা।

...১০,০০০ টাকার ১০% = $\left(১০০০০ \times ১০\% \times \frac{৫}{১২}\right)$ = ৪১৭ টাকা।

উত্তোলনের গড় সুদ = ২,৩১৭ টাকা।

...চুক্তিপত্র না থাকলে উত্তোলনের উপর কত সুদ প্রদান করা হয়? [BSMRSTU : 18-19; BRUR; 19-20]

Ⓐ ...% Ⓑ ৬% Ⓒ ৫% Ⓓ কোনো সুদ প্রদান করা হয়না

Solve অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে শুধুমাত্র ঋণের উপর ৬% হারে সুদ দিতে হয়। মূলধন, উত্তোলনের উপর কোনো সুদ দিতে হয় না।

CamScanner

15. কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর অংশীদার 'ক' এর জন্য নির্ধারিত ৫% কমিশন বাবদ ১,০০০ টাকা হলে [illegible] 'খ' কত টাকা পাবে? [BSMRSTU : 18-19; BRUR : 19-20]

Ⓐ ৩,০০০ Ⓑ ৪,৭৫০ Ⓒ ৪,৫০০ Ⓓ ৫,০০০

Ⓑ Solve কমিশন পরবর্তী নিট লাভ = $\left(\frac{১০০}{৫} \times ১,০০০\right)$ = ২০,০০০ টাকা

∴ অংশীদারদের বণ্টনযোগ্য মুনাফা = (লাভ − কমিশন) = (২০,০০০ − ১০০০) = ১৯,০০০ টাকা

মুনাফার পরিমাণ ১৯,০০০ টাকা যা সমহারে ৪ জনের মধ্যে বণ্টিত হবে। সুতরাং খ পাবে = $\frac{১৯,০০০}{৪}$ = ৪,৭৫০ টাকা

16. অংশীদার ক এবং খ এর বার্ষিক মূলধন [illegible] যথাক্রমে [illegible] টাকা ও [illegible] টাকা। মুনাফা বণ্টনের [illegible] ক ও খ এর বেতন যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা ও ৭,৫০০ টাকা এবং ক্ষতি বণ্টন ২ : ১ হারে। মুনাফা ৪৫,০০০ টাকা হলে [illegible] পাবে? [BSMRSTU : 18-19]

Ⓐ ক পাবে ২২,০০০ টাকা এবং খ পাবে ২৩,০০০ টাকা
Ⓑ ক পাবে ২০,০০০ টাকা এবং খ পাবে ২৫,০০০ টাকা
Ⓒ ক পাবে ১৮,০০০ টাকা এবং খ পাবে ২৭,০০০ টাকা
Ⓓ ক পাবে ২৫,০০০ টাকা এবং খ পাবে ২০,০০০ টাকা

Ⓐ Solve

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
মূলধনের সুদ :			মুনাফা		৪৫,০০০
ক	১২,০০০				
খ	১৮,০০০	৩০,০০০			
বেতন :			বণ্টনযোগ্য ক্ষতি :		
ক	১৫,০০০		ক	৫,০০০	
খ	৭,৫০০	২২,৫০০	খ	২,৫০০	৭,৫০০
		৫২,৫০০			৫২,৫০০

সুতরাং, ক পাবে = (১২,০০০ + ১৫,০০০ − ৫,০০০) = ২২,০০০ টাকা

খ পাবে = (১৮,০০০ + ৭,৫০০ − ২,৫০০) = ২৩,০০০ টাকা

17. ক, খ ও গ যথাক্রমে ৩ : ২ : ১ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টনের শর্তে একটি কারবারে অংশীদার। গ কার্য থেকে অবসর নেন। অবশিষ্ট অংশীদারগণ ৪ : ৩ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টন করলে, তাদের লাভের অনুপাত কত? [BSMRSTU : 18-19]

Ⓐ ৩ : ৪ Ⓑ ৯ : ১২ Ⓒ ১৫ : ২০ Ⓓ A ও B উভয়ই

Ⓐ Solve ক, খ ও গ এর পুরাতন অনুপাত যথাক্রমে ৩ : ২ : ১। ক ও খ এর নতুন অনুপাত যথাক্রমে ৪ : ৩।

লাভ অনুপাত = নতুন অনুপাত − পুরাতন অনুপাত	
ক, লাভ অনুপাত = $\frac{৪}{৭} - \frac{৩}{৬}$	খ, লাভ অনুপাত = $\frac{৩}{৭} - \frac{২}{৬}$
= $\frac{২৪ - ২১}{৪২} = \frac{৩}{৪২}$	= $\frac{১৮ - ১৪}{৪২} = \frac{৪}{৪২}$

ক এবং খ এর লাভ অনুপাত যথাক্রমে = $\frac{৩}{৪২} : \frac{৪}{৪২}$ = ৩ : ৪।

18. মিঠি ৭০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো। তমা ৬ মাস পর ১,০৫,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায়ে যোগ দিল। তার আরও ৬ মাস পর জয়া ১,৪০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায়ে যোগদান করলো। তারা মূলধন অনুপাতে মুনাফা বণ্টনের সিদ্ধান্ত নিল। মিঠির ব্যবসা শুরুর ৩ বছর পরে তাদের মুনাফা বণ্টনের অনুপাত কত হবে? [BSMRSTU : 18-19]

Ⓐ ৭ : ৬ : ১০ Ⓑ ১২ : ১৫ : ১৬ Ⓒ ৪২ : ৪৫ : ৫৬ Ⓓ ৮ : ১০ : ১২

Solve সঠিক উত্তর নেই।

সঠিক উত্তর হবে- মিঠি : তমা : জয়া = ৭০,০০০ : ১,০৫,০০০ : ১,৪০,০০০ = ৭০ : ১০৫ : ১৪০ = ৬.৬৭ : ১০ : ১৩.৩৩

19. অংশীদারগণের উত্তোলনের তারিখ উল্লেখ না থাকলে কত মাসের উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করা হয়? [JKKNIU-C : 18-19]

Ⓐ ৬ Ⓑ ৮ Ⓒ ১০ Ⓓ ১২

Ⓐ Solve অংশীদারগণের উত্তোলনের তারিখ উল্লেখ না থাকলে ৬ মাসের উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করা হয়।

20. রনি ও রুমি একটি অংশীদারি কারবারের দুইজন অংশীদার। তাদের মুনাফা বণ্টনের হার 3 : 2। তারা ইমনকে 25% মুনাফা বণ্টন সুবিধায় অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে। রনি, রুমি ও ইমনের মুনাফা বণ্টন অনুপাত কত? [SUST-A : 18-19]

Ⓐ [illegible] Ⓑ [illegible] Ⓒ [illegible]
Ⓓ [illegible] Ⓔ [illegible]

Ⓐ Solve রনি:রুমি = $\frac{3}{5} : \frac{2}{5}$ = 3 : 2

ইমন 25% = $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

রনি ও রুমির নতুন অনুপাত = 4 − 1 = 3

∴ রনি : রুমি = 3 × 3 : 2 × 3 = 9 : 6

ইমনের নতুন অনুপাত = (3 + 2) × 1 = 5

∴ রনি, রুমি ও ইমনের নতুন অনুপাত = 9 : 6 : 5

21. যদি স্থায়ী মূলধন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাহলে অংশীদারদের [illegible] অংশীদারদের - [CoU-C : 18-19]

Ⓐ মূলধন হিসাবে ক্রেডিট হবে Ⓑ মূলধন হিসাবে ডেবিট হবে
Ⓒ চলতি হিসাবে ডেবিট হবে Ⓓ চলতি হিসাবে ক্রেডিট হবে

Ⓓ Solve স্থায়ী মূলধন পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে, অংশীদারদের [illegible] অংশীদারদের চলতি হিসাবে ক্রেডিট হবে।

22. প্রতি মাসের শুরুতে ৫,০০০ টাকা করে সারা বছর উত্তোলন করলে ১০% হারে উত্তোলনের সুদ কত হবে? [CoU : 16-17]

Ⓐ ২,৫৫০ টাকা Ⓑ ২,৬৫০ টাকা
Ⓒ ২,৭৫০ টাকা Ⓓ ২,৯৫০ টাকা

Solve প্রতি মাসের শুরুতে উত্তোলন করলে ৬.৫ মাসের সুদ হবে। তাই উত্তোলনের সুদ = (৫,০০০ × ০.১০ × ৬.৫) = [illegible]

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ক, খ ও গ তিন জন অংশীদার। তারা প্রত্যেকে মাসের শেষ তারিখে যথাক্রমে [illegible], ৫০০ ও ৪০০ টাকা করে উত্তোলন করে। সুদের হার ৬% হলে খ এর উত্তোলনের সুদ কত? [IU : 16-17]

Ⓐ [illegible] টাকা
Ⓑ ১৮০ টাকা
Ⓒ [illegible] টাকা
Ⓓ ৩৬০ টাকা

Ⓐ Solve অংশীদারগণ কর্তৃক প্রতি মাসের শেষ দিনে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা উত্তোলন করলে উত্তোলনের উপর ৫.৫ হারে সুদ নির্ণয় করতে হয়। সুতরাং 'খ' এর উত্তোলনের সুদ : ৫০০ × ৬% × ৫.৫ = ১৬৫ টাকা।

উত্তোলনের তারিখ উল্লেখ না থাকলে উত্তোলনের উপর সুদ ধরতে হয় কত? [IU : 16-17]

Ⓐ ১২ মাসের
Ⓑ ৬ মাসের
Ⓒ ৫ মাসের
Ⓓ হিসাব সময়ের অর্ধেক

Ⓑ Solve তারিখ দেওয়া না থাকলে উত্তোলনের উপর ৬ মাসের সুদ ধরতে হয়।

দিপা, লিপা ও রীপা তাদের লাভ-ক্ষতি ৪ : ৩ : ২ হারে বণ্টন করে। দিপা এর অবসর গ্রহণের ফলে তাদের নতুন অনুপাত দাঁড়ায় ৩ : ২। তাদের লাভের অনুপাত কত? [CoU : 16-17]

Ⓐ ৮ : ৭ Ⓑ ৭ : ৮ Ⓒ ৫ : ৬ Ⓓ ৩ : ২

Ⓑ Solve লিপার লাভের অনুপাত $= \left(\frac{৩}{৫} - \frac{৪}{৯}\right) = \frac{৭}{৪৫}$

রীপার লাভের অনুপাত $= \left(\frac{২}{৫} - \frac{২}{৯}\right) = \frac{৮}{৪৫}$

সুতরাং দুজনের লাভের অনুপাত $= \frac{৭}{৪৫} : \frac{৮}{৪৫} = ৭ : ৮$

স্থির পদ্ধতিতে মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করলে কোন হিসাবটি পৃথকভাবে করতে হয়? [PUST : 15-16]

Ⓐ মূলধন হিসাব
Ⓑ চলতি হিসাব
Ⓒ মূলধন হিসাব
Ⓓ সাধারণ মূলধন চলতি হিসাব

Ⓑ Solve স্থির পদ্ধতিতে মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করলে মূলধন ব্যতীত অন্য হিসাবগুলো চলতি হিসাবের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হয়। মূলধন হিসাবে শুধু মূলধন ও অতিরিক্ত মূলধন অন্তর্ভুক্ত হয়।

অংশীদারগণ প্রতিমাসের শেষ তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা উত্তোলন করলে সুদ ধার্য করা হয়- [HSTU : 15-16]

Ⓐ ৬ মাসের
Ⓑ 12 মাসের
Ⓒ 5.5 মাসের
Ⓓ 6.5 মাসের

(Ans Ⓒ)

চুক্তি অবর্তমানে অংশীদারি কারবারের মূলধনের উপর কত হারে সুদ ধার্য করা হয়? [MBSTU : 15-16]

Ⓐ ৬% Ⓑ ৫% Ⓒ ৮% Ⓓ ০%

Ⓓ Solve অংশীদারি চুক্তিপত্রে যদি মূলধনের সুদের কথা উল্লেখ থাকে তবে অংশীদারগণ মূলধনের সুদ পাবে নতুবা তারা সুদ পাবে না।

ক, খ ও গ তিনজন অংশীদার। প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনে যথাক্রমে ৬০০ টাকা, ৩০০ টাকা, ২০০ টাকা উত্তোলন করে। উত্তোলনের সুদের হার ১০% হলে ক, খ ও গ এর বছরে মোট প্রদেয় সুদ কত? [CoU : 15-16]

Ⓐ ৩৫৭.৫০ টাকা
Ⓑ ৩০২.৫০ টাকা
Ⓒ ৭১৫.০০ টাকা
Ⓓ ৬০৫.০০ টাকা

Ⓒ Solve ক, খ ও গ এর মাসিক মোট উত্তোলন = (৬০০ + ৩০০ + ২০০) টাকা = ১,১০০ টাকা।

উত্তোলনের সুদ $= \left(\text{মাসিক উত্তোলন} \times \text{সুদের হার} \times \frac{১৩}{২}\right)$

$= \left(১১০০ \times ১০\% \times \frac{১৩}{২}\right)$ টাকা = ৭১৫ টাকা।

30. অংশীদারি কারবারে চুক্তির গুরুত্ব কীরূপ? [IU : 13-14]

Ⓐ আংশিক প্রয়োজন
Ⓑ মূল ভিত্তি
Ⓒ প্রয়োজন নেই
Ⓓ রাজস্ব হিসাব

Ⓑ Solve অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি হলো চুক্তি।

31. ক একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার। সে ১৯৯৯ সালে বার্ষিক ৬% হার সুদ ৬,০০০ টাকা উত্তোলন করেছিল। তার উত্তোলনের সুদ কত টাকা? [IU : 13-14]

Ⓐ ৪৮০
Ⓑ ৩৮০
Ⓒ ২৮০
Ⓓ ১৮০

Ⓓ Solve উত্তোলনের উপর তারিখ না থাকলে সাধারণত ৬ মাসের সুদ ধার্য করা হয়।

সুতরাং এখানে ক এর উত্তোলনের সুদ হবে $= \left(৬,০০০ \times ৬\% \times \frac{৬}{১২}\right)$

= ১৮০ টাকা।

32. A এবং B অংশীদার, যারা ৩:২ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টন করে। তারা ৩/৭ অংশ শেয়ার প্রদান করে C কে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করল, যা সে A এর নিকট হতে ২/৭ এবং B এর নিকট হতে ১/৭ অংশ পেয়েছে। বর্তমানে A, B এবং C এর লাভ-ক্ষতির অনুপাত কত? [JnU : 12-13]

Ⓐ 11:8:15
Ⓑ 11:9:15
Ⓒ 15:9:11
Ⓓ 11:8:10

Ⓑ Solve C-কে দেওয়ার পর A-এর অংশ $= \frac{৩}{৫} - \frac{২}{৭} = \frac{১১}{৩৫}$

C-কে দেওয়ার পর B-এর অংশ $= \frac{২}{৫} - \frac{১}{৭} = \frac{৯}{৩৫}$

সমান হর বিশিষ্ট করলে, C-এর অংশ $= \frac{৩}{৭} \times \frac{৫}{৫} = \frac{১৫}{৩৫}$

∴ বর্তমানে A, B এবং C এর লাভ-ক্ষতি বণ্টনের অনুপাত = ১১:৯:১৫

33. রহিম ও করিম একটি অংশীদারি কারবারের অংশীদার। তাদের লাভ লোকসানের অনুপাত ৩:২। তাদের মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে টা: ৮,০০,০০০ ও টা: ৪,০০,০০০। তাদের উত্তোলন ছিল যথাক্রমে টা: ৩৬,০০০ এবং ২৪,০০০। মূলধনের উপর ৫% হারে ও উত্তোলনের উপর ২% হারে সুদ ধরার পূর্বে লাভ টা: ১০,৮০,০০০ হলে, রহিমের মুনাফার পরিমাণ কত? [MBSTU : 12-13]

Ⓐ টা: ৬,১২,০০০
Ⓑ টা: ৬৫,৪৮,০০০
Ⓒ টা: ৬,১২,৭২০
Ⓓ টা: ৪,০৮,৪৮০

Ⓒ Solve এখানে, মূলধনের সুদ = (৮,০০,০০০ + ৪,০০,০০০) × ৫%
= ৬০,০০০ টাকা।

উত্তোলনের সুদ = (৩৬,০০০ + ২৪,০০০) × ২%
= ১,২০০ টাকা।

সুতরাং উত্তোলনের সুদ ও মূলধনের সুদ পরবর্তী মুনাফা
= (১০,৮০,০০০ + ১,২০০ − ৬০,০০০)
= ১০,২১,২০০ টাকা।

অতএব, রহিমের মুনাফার অংশ $= ১০,২১,২০০ \times \frac{৩}{৫}$

= ৬,১২,৭২০ টাকা।

এখানে ৬ মাসের উত্তোলনের সুদ ধরলে সঠিক উত্তর আসে না তাই ১২ মাসের ধরা হলো।

34. অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের মধ্যে প্রধানত কীসের ভিত্তিতে লাভ বণ্টিত হয়? [MBSTU : 11-12]

Ⓐ ঋণের পরিমাণ
Ⓑ মূলধন
Ⓒ মালিকানা
Ⓓ সম্পদের পরিমাণ

Ⓑ Solve অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের মধ্যে প্রধানত মূলধন অনুপাতে লাভ-লোকসান বণ্টিত হয়।

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ক, খ ও গ তিন জন অংশীদার। তারা প্রত্যেকে মাসের শেষ তারিখে যথাক্রমে ৬০০, ৫০০ ও ৪০০ টাকা করে উত্তোলন করে। সুদের হার ৬% হলে খ এর উত্তোলনের সুদ কত? [JU : 16-17]

Ⓐ ১৬৫ টাকা Ⓑ ১৮০ টাকা
Ⓒ ১৫৫ টাকা Ⓓ ৩৬০ টাকা

Ⓐ Solve অংশীদারগণ কর্তৃক প্রতি মাসের শেষ দিনে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ উত্তোলন করলে উত্তোলনের উপর ৫.৫ মাসের সুদ নির্ণয় করতে হয়।
সুতরাং খ এর উত্তোলনের সুদ : ৫০০ × ৬% × ৫.৫ = ১৬৫ টাকা।

উত্তোলনের তারিখ উল্লেখ না থাকলে উত্তোলনের উপর সুদ ধরতে হয় কত? [JU : 16-17]

Ⓐ ১২ মাসের Ⓑ ৬ মাসের
Ⓒ ৫ মাসের Ⓓ হিসাব সময়ের অর্ধেক

Ⓑ Solve তারিখ দেয়া না থাকলে উত্তোলনের উপর ৬ মাসের সুদ ধরতে হয়।

দীপ, দিপা ও দীপা তাদের লাভ-ক্ষতি ৪ : ৩ : ২ হারে বণ্টন করে। দিপা এর অবসর গ্রহণের ফলে তাদের নতুন অনুপাত দাঁড়ায় ৩ : ২। তাদের লাভের অনুপাত কত? [CoU : 16-17]

Ⓐ ৫ : ৭ Ⓑ ৭ : ৮ Ⓒ ৫ : ৬ Ⓓ ৩ : ২

Ⓑ Solve দীপের লাভের অনুপাত $= \left(\frac{৩}{৫} - \frac{৪}{৯}\right) = \frac{৭}{৪৫}$

দীপার লাভের অনুপাত $= \left(\frac{২}{৫} - \frac{২}{৯}\right) = \frac{৮}{৪৫}$

∴ তাদের দুজনের লাভের অনুপাত $= \frac{৭}{৪৫} : \frac{৮}{৪৫} = ৭ : ৮$

স্থির পদ্ধতিতে মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করলে কোন হিসাবটি পৃথকভাবে করতে হয়? [PUST : 15-16]

Ⓐ নগদ হিসাব Ⓑ চলতি হিসাব
Ⓒ মূলধন হিসাব Ⓓ সাধারণ মূলধন চলতি হিসাব

Ⓑ Solve স্থির পদ্ধতিতে মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করলে মূলধন ব্যতীত অন্য লেনদেন চলতি হিসাবের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হয়। মূলধন হিসাবে শুধু মূলধন ও অতিরিক্ত মূলধন অন্তর্ভুক্ত হয়।

অংশীদারগণ প্রতিমাসের শেষ তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা উত্তোলন করলে সুদ ধরা হয়- [JUST : 15-16]

Ⓐ 6 মাসের Ⓑ 12 মাসের
Ⓒ 5.5 মাসের Ⓓ 6.5 মাসের Ans C

চুক্তি না থাকলে অংশীদারি কারবারের মূলধনের উপর কত হারে সুদ ধার্য করা হয়? [MBSTU : 15-16]

Ⓐ ২% Ⓑ ৫% Ⓒ ৮% Ⓓ ০%

Ⓓ Solve অংশীদারি চুক্তিপত্রে যদি মূলধনের সুদের কথা উল্লেখ থাকে তবে অংশীদারগণ মূলধনের সুদ পাবে নতুবা তারা সুদ পাবে না।

ক, খ ও গ তিনজন অংশীদার। প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনে যথাক্রমে ৬০০ টাকা, ৪০০ টাকা, ২০০ টাকা উত্তোলন করে। উত্তোলনের সুদের হার ১০% হলে ক, খ ও গ এর বছরে মোট প্রদেয় সুদ কত? [CoU : 15-16]

Ⓐ ৭৮০.০০ টাকা Ⓑ ৩০২.৫০ টাকা
Ⓒ ৭৮.০০ টাকা Ⓓ ৬০৫.০০ টাকা

Ⓐ Solve ক, খ ও গ এর মাসিক মোট উত্তোলন = (৬০০ + ৪০০ + ২০০) টাকা = ১,২০০ টাকা।

উত্তোলনের সুদ $= \left(\text{মাসিক উত্তোলন} \times \text{সুদের হার} \times \frac{১৩}{২}\right)$

$= \left(১২০০ \times ১০\% \times \frac{১৩}{২}\right)$ টাকা = ৭৮০ টাকা।

30. অংশীদারি কারবারে চুক্তির গুরুত্ব কীরূপ? [JU : 13-14]

Ⓐ আংশিক প্রয়োজন Ⓑ মূল ভিত্তি
Ⓒ প্রয়োজন নেই Ⓓ রাজ্য হিসাব

Ⓑ Solve অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি হলো চুক্তি।

31. ক একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার। সে ১৯৯৯ সালে বার্ষিক ৬% হার সুদে ৬,০০০ টাকা উত্তোলন করেছিল। তার উত্তোলনের সুদ কত টাকা? [JU : 13-14]

Ⓐ ৪৮০ Ⓑ ৩৮০
Ⓒ ২৮০ Ⓓ ১৮০

Ⓓ Solve উত্তোলনের উপর তারিখ না থাকলে সাধারণত ৬ মাসের সুদ ধার্য করা হয়।

সুতরাং এখানে ক এর উত্তোলনের সুদ হবে $= \left(৬,০০০ \times ৬\% \times \frac{৬}{১২}\right)$

$= ১৮০$ টাকা।

32. A এবং B অংশীদার, যারা ৩:২ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টন করে। তারা ৩/৭ অংশ শেয়ার প্রদান করে C কে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করল, যা সে A এর নিকট হতে ২/৭ এবং B এর নিকট হতে ১/৭ অংশ পেয়েছে। বর্তমানে A, B এবং C এর লাভ-ক্ষতির অনুপাত কত? [JnU : 12-13]

Ⓐ 11:8:15 Ⓑ 11:9:15
Ⓒ 15:9:11 Ⓓ 11:8:10

Ⓑ Solve C-কে দেওয়ার পর A-এর অংশ $= \frac{৩}{৫} - \frac{২}{৭} = \frac{১১}{৩৫}$

C-কে দেওয়ার পর B-এর অংশ $= \frac{২}{৫} - \frac{১}{৭} = \frac{৯}{৩৫}$

সমান হর বিশিষ্ট করলে, C-এর অংশ $= \frac{৩}{৭} \times \frac{৫}{৫} = \frac{১৫}{৩৫}$

∴ বর্তমানে A, B এবং C এর লাভ-ক্ষতি বণ্টনের অনুপাত = ১১:৯:১৫

33. রহিম ও করিম একটি অংশীদারি কারবারের অংশীদার। তাদের লাভ লোকসানের অনুপাত ৩:২। তাদের মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে টাঃ ৮,০০,০০০ ও টাঃ ৪,০০,০০০। তাদের উত্তোলন ছিল যথাক্রমে টাঃ ৩৬,০০০ এবং ২৪,০০০। মূলধনের উপর ৫% হারে ও উত্তোলনের উপর ২% হারে সুদ ধরার পূর্বে লাভ টাঃ ১০,৮০,০০০ হলে, রহিমের মুনাফার পরিমাণ কত? [MBSTU : 12-13]

Ⓐ টাঃ ৬,১২,০০০ Ⓑ টাঃ ৬৫,৪৮,০০০
Ⓒ টাঃ ৬,১২,৭২০ Ⓓ টাঃ ৪,০৮,৪৮০

Ⓒ Solve এখানে, মূলধনের সুদ = (৮,০০,০০০ + ৪,০০,০০০) × ৫%
= ৬০,০০০ টাকা।

উত্তোলনের সুদ = (৩৬,০০০ + ২৪,০০০) × ২%
= ১,২০০ টাকা।

সুতরাং উত্তোলনের সুদ ও মূলধনের সুদ পরবর্তী মুনাফা
= (১০,৮০,০০০ + ১,২০০ − ৬০,০০০)
= ১০,২১,২০০ টাকা।

অতএব, রহিমের মুনাফার অংশ $= ১০,২১,২০০ \times \frac{৩}{৫}$

$= ৬,১২,৭২০$ টাকা।

এখানে ৬ মাসের উত্তোলনের সুদ ধরলে সঠিক উত্তর আসে না তাই ১২ মাসের ধরা হলো।

34. অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের মধ্যে প্রধানত কীসের ভিত্তিতে লাভ বণ্টিত হয়? [MBSTU : 11-12]

Ⓐ শ্রমের পরিমাণ Ⓑ মূলধন
Ⓒ মালিকানা Ⓓ সম্পদের পরিমাণ

Ⓑ Solve অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের মধ্যে প্রধানত মূলধন অনুপাতে লাভ-লোকসান বণ্টিত হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

35. মীনা ও টিনার মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ২,০০,০০০ টাকা এবং ২,৫০,০০০ টাকা। টিনা তার মূলধনের ১/৫ অংশ রীনার নিকট ৬০,০০০ টাকায় বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিলে রীনাকে সুনাম বাবদ কত টাকা দিতে হবে? [JnU : 11-12]

Ⓐ ৫০,০০০ টাকা Ⓑ ৬০,০০০ টাকা
Ⓒ ২০,০০০ টাকা Ⓓ ১০,০০০ টাকা

D Solve টিনার মূলধনের পরিমাণ ২,৫০,০০০ টাকা। তার মূলধনের $\frac{১}{৫}$ অংশের পরিমাণ = ২,৫০,০০০ × $\frac{১}{৫}$ = ৫০,০০০ টাকা।
রীনার নিকট ৫০,০০০ টাকা মূল্যের মূলধন ৬০,০০০ টাকায় বিক্রয় করলে, রীনাকে সুনাম বাবদ অতিরিক্ত দিতে হয় (৬০,০০০ − ৫০,০০০) = ১০,০০০ টাকা।

36. অংশীদারি কারবারে কোন পদ্ধতিতে মূলধন হিসাব রাখলে চলতি হিসাব রাখা বাধ্যতামূলক? [IU : 11-12]

Ⓐ পরিবর্তনশীল পদ্ধতিতে Ⓑ স্থিতিশীল পদ্ধতিতে
Ⓒ ভাসমান পদ্ধতিতে Ⓓ A + B

B Solve অংশীদারি কারবার প্রতিষ্ঠানে অংশীদারগণ যখন তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধন স্থির রাখতে চান বা স্থির পদ্ধতিতে যখন মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করেন তখন অন্যান্য সকল পাওনার জন্য তাদেরকে চলতি হিসাব সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়।

37. অংশীদারদের উত্তোলনের উপর সুদের হার কত? [PUST : 11-12]

Ⓐ ৫% Ⓑ ৭%
Ⓒ ৬% Ⓓ শূন্য

D Solve অংশীদারি চুক্তিপত্রে অংশীদারি উত্তোলনের উপর সুদের হার বলা থাকলে সে অনুসারে সুদ ধার্য করতে হয়। অন্যথায় কোনো সুদ ধরা হয় না।

38. মীনা ও টিনার মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ২,০০,০০০ টাকা এবং ২,৫০,০০০ টাকা। টিনা তার মূলধনের ১/৫ অংশ রীনার নিকট ৬০,০০০ টাকায় বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিলে রীনাকে সুনাম বাবদ কত টাকা দিতে হবে? [JnU : 11-12]

Ⓐ ৫০,০০০ টাকা Ⓑ ৬০,০০০ টাকা
Ⓒ ২০,০০০ টাকা Ⓓ ১০,০০০ টাকা

D Solve টিনার মূলধনের ১/৫ অংশের মূল্য দাড়ায় : ২,৫০,০০০ × ১/৫ = ৫০,০০০
∴ রীনার নিকট ৬০,০০০ টাকায় বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিলে অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকাই হবে সুনামের মূল্য।

39. কোন ক্ষেত্রে সুনামের মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়? [JnU : 09-10]

Ⓐ অংশীদারের মৃত্যু হলে
Ⓑ ব্যবসার অবসায়ন হলে
Ⓒ লাভ-ক্ষতির বণ্টন অনুপাতের পরিবর্তন হলে
Ⓓ উপরের সকল ক্ষেত্রে

D Solve প্রতিষ্ঠানের অর্জিত সুনাম লিপিবদ্ধকরণ জরুরি না হলে মূল্যায়নেরও প্রয়োজন হয় না। যখনই সুনাম লিপিবদ্ধকরণ জরুরি হয় তখনই মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়। যেসব ক্ষেত্রে সুনাম লিপিবদ্ধকরণ জরুরি হয় সেগুলো হলো : 'কোনো অংশীদার ব্যবসায় ছেড়ে গেলে বা মৃত্যু হলে', 'অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন বা অবসায়ন হলে', 'মুনাফা বণ্টনের অনুপাত পরিবর্তন হলে', 'নতুন অংশীদার গ্রহণ করা হলে' ইত্যাদি।

40. পরিবর্তনশীল মূলধনের ক্ষেত্রে সচ্ছল অংশীদারগণ দেউলিয়া অংশীদারদের ঘাটতি পূরণ করবে– [CU : 09-10]

Ⓐ স্থির মূলধন হারে Ⓑ লাভ-ক্ষতি বণ্টন হারে
Ⓒ পরিবর্তনশীল মূলধন হারে
Ⓓ মূলধনের সাথে সঞ্চিতি ও লাভ-ক্ষতি সমন্বয়ের পর মূলধনের উদ্বৃত্ত হারে

B Solve অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের যে-কোনো ধরনের লাভ-ক্ষতি ও বাড়তি-ঘাটতি অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হবে লাভ-ক্ষতি বণ্টন হারে। লাভ-ক্ষতি বণ্টনের হার উল্লেখ না থাকলে সমান হারে।

41. কালাম ও সালাম একটি অংশীদারি কারবারের অংশীদার। ২০০৮ এর জানুয়ারি তাদের মূলধন হিসাবের জেরসমূহ ছিল যথাক্রমে ১,২০,০০০ টাকা ও ৮০,০০০ টাকা। চুক্তি অনুযায়ী প্রারম্ভিক মূলধনের উপর দুজনই ১০% হারে সুদ পাবে এবং সালাম মাসিক ৩,০০০ টাকা বেতন পাবে। ২০০৮ সনের সমন্বয়ের পূর্বে নিট আয় ছিল ২,১৬,০০০ টাকা। ২০০৮ সনের শেষে কালামের মূলধনের জের কত হবে? [JnU : 09-10]

Ⓐ ২,০৪,০০০ টাকা Ⓑ ২,১২,০০০ টাকা
Ⓒ ২,৪৮,০০০ টাকা Ⓓ ২,৩৮,০০০ টাকা

B Solve প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে মূলধনের সুদ, লাভের অংশ ও বেতন যোগ করে সমাপনী মূলধন নির্ণয় করা হয়।
এখানে, মূলধনের সুদ = ১,২০,০০০×১০%
= ১২,০০০ টাকা।
লাভের অংশ = $\frac{(২,১৬,০০০ - ১২,০০০ - ৮,০০০ - ৩৬,০০০)}{২}$ = ৮০,০০০ টাকা।
∴ কালামের সমাপনী মূলধন = (প্রাঃ মূলধন + লাভের অংশ + মূলধনের সুদ)
= (১,২০,০০০ + ৮০,০০০ + ১২,০০০)
= ২,১২,০০০ টাকা।

Step 4 — সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. একটি অংশীদারি কারবারে A, B ও C তিনজন অংশীদার। তাদের মুনাফা বণ্টনের অনুপাত ৩ : ২ : ১। বণ্টনযোগ্য মুনাফা ৯০,০০০ টাকা হলে C এর মুনাফার পরিমাণ কত? [DHA-21]

Ⓐ ১৫,০০০ টাকা Ⓑ ৩০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪৫,০০০ টাকা Ⓓ ৬০,০০০ টাকা Ans Ⓐ

02. পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে উত্তোলনের সুদ- [MYM-21]

i. চলতি হিসাবে যাবে ii. লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাবে যাবে
iii. অংশীদারদের মূলধন হিসাবে যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii Ans Ⓒ

03. প্রতি মাসের শেষে ২,০০০ টাকা করে সারা বছর উত্তোলন করলে ১০% হারে উত্তোলনের সুদ কত হবে? [MYM-21]

Ⓐ ২০০ টাকা Ⓑ ১,১০০ টাকা
Ⓒ ১,২০০ টাকা Ⓓ ২,৪০০ টাকা Ans Ⓑ

04. X, Y এবং Z একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার। তাদের মুনাফা বণ্টন অনুপাত ৩ : ২ : ১। বণ্টনযোগ্য মুনাফা ১,০৮,০০০ টাকা হলে Z এর মুনাফার পরিমাণ কত টাকা? [RAJ-21]

Ⓐ ১৮,০০০ টাকা Ⓑ ৩৬,০০০ টাকা
Ⓒ ৪৫,০০০ টাকা Ⓓ ৫৪,০০০ টাকা Ans Ⓐ

05. সফিক ১৫% হারে ১৩,৫০০ টাকা মূলধনের সুদ পেয়েছেন। বছরের মাঝামাঝি তিনি ৩০,০০০ টাকা নতুন মূলধন বিনিয়োগ করেন। তার প্রারম্ভিক মূলধন কত ছিল? [RAJ-21]

Ⓐ ৭০,০০০ টাকা Ⓑ ৭৫,০০০ টাকা
Ⓒ ৮০,০০০ টাকা Ⓓ ৯০,০০০ টাকা Ans Ⓑ

06. যে মূলধন অংশীদারদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দেনা-পাওনা দ্বারা হ্রাস- বৃদ্ধি পায় না তাকে কী বলে? [DIN-21]

Ⓐ স্থায়ী মূলধন Ⓑ পরিবর্তনশীল মূলধন
Ⓒ চলতি মূলধন Ⓓ প্রারম্ভিক মূলধন Ans Ⓐ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Type 3 লিখিত প্রশ্নোত্তর

Step 1 এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- চুক্তিতে লাভ-লোকসান বন্টনের হার উল্লেখ না থাকলে লাভ- লোকসান বন্টিত হয়- **সমহারে।**
- অংশীদারি চুক্তির বাইরে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তা সমাধান করা হবে- **১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুসারে।**
- চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে অংশীদারগণ দাবি করতে পারে না- **মূলধন ও উত্তোলনের সুদ।**
- অংশীদারগণ প্রতি মাসের শেষে উত্তোলন করলে সাধারণত সুদ ধার্য করা হয়- **৫.৫ মাসের।**
- অংশীদারগণ প্রতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে উত্তোলন করলে সাধারণত সুদ ধার্য করা হয়- **৬ মাসের।**
- অংশীদারগণ প্রতি মাসের প্রথম তারিখে উত্তোলন করলে সাধারণত সুদ ধার্য করা হয়- **৬.৫ মাসের।**
- সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়ের আদিভূমি হল- **ইংল্যান্ড [বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যবসায় নেই]**
- সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন- **বাধ্যতামূলক।**
- অংশীদারি কারবার শুরুর সময় অংশীদারদের প্রারম্ভিক সম্পত্তি- **বাজারমূল্যে লিপিবদ্ধ করা হয়।**
- সীমিত অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ- **৩ জন অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধতা করা যায়।**
- অংশীদারি ব্যবসায়ের পরিবর্তনের সময় সম্পত্তির পূর্নমূল্যায়ন হয়, কেননা ইহা- **কিছু অংশীদারের প্রতি অবিচার রোধ করতে সাহায্য করে।**
- অংশীদারি ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করাকে বলা হয়- **Frozen Investment.**
- Contract of Utmost Good Faith বলা হয়- **অংশীদারি ব্যবসায়কে।**
- ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা- **১০ জন।**
- সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়ের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা- **৩ জন।**
- অংশীদারি কারবার পরিবর্তনের সময় দায় এবং সম্পত্তির পূনমূল্যায়ন করা হয়- **মুদ্রাস্ফীতি জনিত ক্ষতি সমন্বয়ের জন্য।**
- অংশীদারি কারবার অবসায়নের সময় নগদ অর্থ অংশীদারদের মধ্যে বন্টিত হবে- **মূলধন ব্যালেন্স এর ভিত্তিতে।**

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

. অংশীদারি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক কী?

উত্তর : চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক : অংশীদারি ব্যবসায়ের আর একটি অপরিহার্য উপাদান হলো চুক্তি। চুক্তি হতেই এ ব্যবসায়ের জন্ম। জন্মগত বা সামাজিক অধিকারগত কারণে এ ব্যবসায়ের সৃষ্টি হতে পারে না। এমনকি পদাধিকার বলেও না। দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় নিজেদেরকে চুক্তিবদ্ধ করলেই অংশীদারিত্বের সৃষ্টি হয়।

. অংশীদারি ব্যবসায়ের আর্থিক বিবরণীসমূহ কী কী?

উত্তর : আমেরিকান হিসাববিজ্ঞান অনুসারে অংশীদারি ব্যবসায়ের চারটি আর্থিক বিবরণী হলো : ১. আয় বিবরণী, ২. অংশীদারদের মূলধন বিবরণী (মালিকদের স্বত্ব বিবরণী), ৩. উদ্বৃত্তপত্র এবং ৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী।

. একটি অংশীদারি কারবারের অবসায়নের ক্ষেত্রে কারবারের নগদ অর্থ অংশীদারদের মধ্যে বন্টিত হবে কিসের ভিত্তিতে?

উত্তর : মূলধন ব্যালেন্সের ভিত্তিতে।

. অংশীদারি কারবার গঠনকালে তাদের প্রাথমিক সম্পত্তি বিনিয়োগ লিপিবদ্ধ হবে কোন মূল্যে?

উত্তর : বাজার মূল্যে।

অংশীদারদের মূলধন যেখানে স্থায়ী থাকে, সেখানে লাভ ক্ষতির অংশ, মূলধনের উপর সুদ ও উত্তোলনের উপর সুদ লিপিবদ্ধ করা হয় কোথায়?

উত্তর : চলতি হিসাবে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের পরিবর্তনের সময় সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন হয় কেন?

উত্তর : ইহা কিছু অংশীদারের প্রতি অবিচার রোধ করতে সাহায্য করে।

Step 3 সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের লিখিত প্রশ্নোত্তর

এ্যানা এবং মার্গারিটা হচ্ছে অংশীদার। তারা লাভ ক্ষতি সমান হারে বন্টন করে। ২০১৮ সালের লাভ লোকসান বন্টনপূর্ব মুনাফা হচ্ছে ৪৩,০০০ টাকা। এ্যানা ১০,০০০ টাকা বেতন পাবে। সে মূলধনের উপর ১,০০০ টাকা সুদ পাবে এবং মার্গারিটা পাবে ২,০০০ টাকা। ব্যবসা হতে এ্যানা ও মার্গারিটার মোট আয় কত? [জবি লিখিত ১৯-২০] [৪ নম্বর]

সমাধান: বন্টনযোগ্য মুনাফা = (বন্টনপূর্ব মুনাফা – এ্যানার মোট বেতন – এ্যানা ও মার্গারিটার মোট মূলধনের সুদ)

= {৪৩,০০০ – ১০,০০০ – (১,০০০ + ২,০০০)} = (৪৩,০০০ – ১০,০০০ – ৩,০০০ = ৩০,০০০) টাকা।

বন্টনযোগ্য মুনাফা ৩০,০০০ টাকা অংশীদারদ্বয়ের মাঝে সমানভাবে বন্টন করতে হবে। অর্থাৎ বন্টনযোগ্য মুনাফা হতে মুনাফার অংশ বাবদ এ্যানা ও মার্গারিটা উভয়ে পাবে ১৫,০০০ টাকা করে।

এ্যানার মোট আয় = বেতন + মূলধনের সুদ + মুনাফার অংশ = ১০,০০০ + ১,০০০ + ১৫,০০০ = ২৬,০০০ টাকা।

মার্গারিটার মোট আয় = মূলধনের সুদ + মুনাফার অংশ = ২,০০০ + ১৫,০০০ = ১৭,০০০ টাকা।

উত্তর: অংশীদারি ব্যবসা হতে এ্যানা ও মার্গারিটার মোট আয় হলো যথাক্রমে ২৬,০০০ এবং ১৭,০০০ টাকা।

৪ : ২ : ১ অনুপাত লাভ-ক্ষতি বন্টনের শর্তে রিপন, রতন ও রাসেল একটি ফার্মের অংশীদার। ফার্ম থেকে রতন চলে গেল। অবশিষ্ট অংশীদারগণ ৩ : ২ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বন্টনে সম্মত হলো। তাদের লাভের অনুপাত নির্ণয় কর। [জবি লিখিত ১৯-২০] [৪ নম্বর]

সমাধান: প্রশ্নে দেয়া আছে, পুরাতন অংশীদারদের অনুপাত = রিপন : রতন : রাসেল = ৪ : ২ : ১

নতুন অংশীদারদের অনুপাত = রিপন : রাসেল = ৩ : ২

লাভ অনুপাত = নতুন অনুপাত – পুরাতন অনুপাত

রিপন = $\frac{৩}{৫} - \frac{৪}{৭} = \frac{২১ - ২০}{৩৫} = \frac{১}{৩৫} = ১$ এবং রাসেল = $\frac{২}{৫} - \frac{১}{৭} = \frac{১৪ - ৫}{৩৫} = \frac{৯}{৩৫} = ৯$

উত্তর : লাভের অনুপাত = রিপন : রাসেল = ১ : ৯

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Type 4 গাণিতিক সমস্যাবলি

Step 1 প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

- লাভ অনুপাত = নতুন অনুপাতের অংশ – পুরাতন অনুপাতের অংশ।
- ত্যাগ অনুপাত = পুরাতন অনুপাতের অংশ – নতুন অনুপাতের অংশ।
- নতুন অনুপাত নির্ণয়ের শর্টকাট নিয়ম : নতুন অনুপাতে, পুরাতন অংশীদারদের অংশ = পুরাতন অনুপাত × নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের বিয়োগফল
নতুন অনুপাতে, নতুন অংশীদারের অংশ = নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের লব × পুরাতন অনুপাতের যোগফল
- মূলধনের সুদ = মূলধনের পরিমাণ × সুদের হার × $\frac{\text{হিসাবকালের ব্যবহৃত সময়}}{১২}$
- ঋণের সুদ = ঋণকৃত অর্থ × সুদের হার × $\frac{\text{হিসাবকালের ব্যবহৃত সময়}}{১২}$ [চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে ঋণের উপর ৬% সুদ ধার্য করতে হয়]
- উত্তোলনের সুদ সংক্রান্ত সূত্র : i. অংশীদারগন প্রতি মাসের প্রথম তারিখে নগদ উত্তোলন করলে = মাসিক উত্তোলন × সুদের হার × ৬.৫ মাস
ii. অংশীদারগন প্রতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে নগদ উত্তোলন করলে = মাসিক উত্তোলন × সুদের হার × ৬ মাস
iii. অংশীদারগন প্রতি মাসের শেষ তারিখে নগদ উত্তোলন করলে = মাসিক উত্তোলন × সুদের হার × ৫.৫ মাস
iv. অংশীদারগন প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর নগদ উত্তোলন করলে = মাসিক উত্তোলন × সুদের হার × ২.৫ মাস
v. অংশীদারগন প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর নগদ উত্তোলন করলে = মাসিক উত্তোলন × সুদের হার × ১.৫ মাস

Step 2 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

০১. ক, খ ও গ একটি কারবারের সমান অংশীদার। খ অবসর নিল। তার সুনাম হলো ৯ ০০০ টাকা। অবশিষ্ট অংশীদারগণ ৩ : ২ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বন্টনের নতুন শর্তে ব্যবসা চালানোর সিদ্ধান্ত নিল। প্রতিষ্ঠানের নতুন বইতে সুনাম দেখাতে হবে না। লাভের অনুপাত বের কর।

সমাধান : আমরা জানি যে, লাভের অনুপাত নির্ণয়ের সূত্রটি হল, লাভের অনুপাত = নতুন অনুপাত – পুরাতন অনুপাত। আমাদের ক ও খ এর লাভের অনুপাত নির্ণয় করতে হবে।

দেওয়া আছে, ক ও গ এর নতুন অনুপাত ৩ : ২ বা $\frac{৩}{৫} : \frac{২}{৫}$ এবং ক, খ, ও গ এর পুরাতন অনুপাত সমান = ১ : ১ : ১ = $\frac{১}{৩} : \frac{১}{৩} : \frac{১}{৩}$

এখানে, ক এর পুরাতন অনুপাত $\frac{১}{৩}$ এবং গ এর পুরাতন অনুপাত = $\frac{১}{৩}$

সুতরাং ক এর লাভ অনুপাত = $\left(\frac{৩}{৫} - \frac{১}{৩}\right) = \frac{৯-৫}{১৫} = \frac{৪}{১৫}$ এবং গ এর লাভ অনুপাত = $\left(\frac{২}{৫} - \frac{১}{৩}\right) = \frac{৬-৫}{১৫} = \frac{১}{১৫}$ ।

অর্থাৎ ক ও গ এর লাভ অনুপাত = $\frac{৪}{১৫} : \frac{১}{১৫}$ বা ৪ : ১

০২. ক ও খ দুজন অংশীদার ৭ : ৫ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বন্টন করে। তারা গ কে নতুন অংশীদার গ্রহণ করলো এবং ৫ : ৩ : ২ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বন্টনে চুক্তিবদ্ধ হলো। ক ও খ এর ত্যাগ অনুপাত নির্ণয় কর।

সমাধান : আমরা জানি যে, ত্যাগ অনুপাত নির্ণয়ের সূত্রটি হল: ত্যাগ অনুপাত = পুরাতন অনুপাত – নতুন অনুপাত।
আমাদের নির্ণয় করতে হবে ক ও খ এর ত্যাগ অনুপাত।

দেওয়া আছে, ক ও খ এর পুরাতন অনুপাত = ৭ : ৫ = $\frac{৭}{১২} : \frac{৫}{১২}$

ক, খ, ও গ এর নতুন অনুপাত = ৫ : ৩ : ২ = $\frac{৫}{১০} : \frac{৩}{১০} : \frac{২}{১০}$

এখানে, ক এর অনুপাত $\frac{৫}{১০}$ এবং খ, এর অনুপাত $\frac{৩}{১০}$

সুতরাং ক এর ত্যাগ হবে = $\left(\frac{৭}{১২} - \frac{৫}{১০}\right) = \left(\frac{৩৫-৩০}{৬০}\right) = \frac{৫}{৬০}$ এবং খ এর ত্যাগ হবে $\left(\frac{৫}{১২} - \frac{৩}{১০}\right) = \frac{২৫-১৮}{৬০} = \frac{৭}{৬০}$ ।

সুতরাং ক ও খ এর ত্যাগ অনুপাত হবে = $\frac{৫}{৬০} : \frac{৭}{৬০}$ = ৫ : ৭

০৩. ক ও খ দুইজন অংশীদার। তারা সমান অনুপাতে মুনাফা বন্টন করে। গ ভবিষ্যৎ ২০% মুনাফার অংশীদারিত্বে কারবারে যোগদান করে। ক, খ ও গ এর নতুন মুনাফার অনুপাত কত?

সমাধান : গ এর অংশ = ২০% = $\frac{২০}{১০০} = \frac{১}{৫}$

ধরি, মোট অংশ = ১ ∴ গ এর অংশ বাদে বাকি থাকে = $\left(১ - \frac{১}{৫}\right) = \frac{৪}{৫}$ যেহেতু ক ও খ সমান অংশীদার। সুতরাং ক ও খ এর অংশ যথাক্রমে $\frac{২}{৫}$ ও $\frac{২}{৫}$ ।

সুতরাং ক, খ ও গ এর নতুন অনুপাত = $\frac{২}{৫} : \frac{২}{৫} : \frac{১}{৫}$ = ২ : ২ : ১

CamScanner

04. ক ও খ দুই জন অংশীদারের মুনাফা বণ্টন অনুপাত ৫ : ১। গ-কে $\frac{১}{৪}$ অংশ মুনাফা প্রদানের চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করল। গ মূলধন বাবদ ২,০০,০০০ টাকা এবং সুনাম বাবদ ১,০০,০০০ টাকা প্রদান করলে মুনাফা বণ্টনের নতুন অনুপাত কত?

সমাধান : গ-কে $\frac{১}{৪}$ অংশ প্রদান করলে অবশিষ্ট থাকে $\frac{৩}{৪}$ অংশ

অবশিষ্ট $\frac{৩}{৪}$ অংশ ক ও খ-এর মধ্যে পুরাতন অনুপাতে $\left(৫ : ১ \text{ বা } \times \frac{৫}{৬} : \frac{১}{৬} \text{ অনুপাতে}\right)$ বণ্টিত হবে।

∴ ক পাবে $\left(\frac{৩}{৪} \text{ এর } \frac{৫}{৬} \text{ অংশ}\right) = \frac{১৫}{২৪}$ অংশ এবং খ পাবে $\left(\frac{৩}{৪} \text{ এর } \frac{১}{৬} \text{ অংশ}\right) = \frac{৩}{২৪}$ অংশ

∴ ক, খ ও গ-এর নতুন অনুপাত $= \frac{১৫}{২৪} : \frac{৩}{২৪} : \frac{১ \times ৬}{৪ \times ৬}$ [সমান হরবিশিষ্ট করার জন্য গ-এর অংশের হর ও লবকে ৬ দিয়ে গুণ করা হবে।]

$= \frac{১৫}{২৪} : \frac{৩}{২৪} : \frac{৬}{২৪}$

এখন, হরগুলো বাদ দিলে নতুন অনুপাত = ১৫ : ৩ : ৬ = ৫ : ১ : ২ [প্রত্যেকের অংশকে ৩ দিয়ে ভাগ করে]

শর্টকাট সমাধান

নতুন অনুপাতে, পুরাতন অংশীদারদের অংশ = পুরাতন অনুপাত × নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের বিয়োগফল = (৫ : ১) × ৩ = ১৫ : ৩

নতুন অনুপাতে, নতুন অংশীদারের অংশ = নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের লব × পুরাতন অনুপাতের যোগফল = ১ × ৬ = ৬

∴ নতুন অনুপাত = ১৫ : ৩ : ৬ = ৫ : ১ : ২ [প্রত্যেকের অংশকে ৩ দিয়ে ভাগ করে]

05. সাকিব, তামিম ও মুশফিক ৩ : ২ : ১ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টনের শর্তে একটি ফার্মের অংশীদার। তাদের মূলধন ও উত্তোলনের উপর ৫% সুদ ধার্য করা হয়ে থাকে। ২০২০ সালে সাকিব প্রতি মাসের ১ তারিখে, তামিম প্রতি মাসের মাঝামাঝি, এবং মুশফিক প্রতি মাসের শেষ তারিখে ২,০০০ টাকা করে উত্তোলন করেছে। ২০২০ সালে তাদের উত্তোলনের সুদের পরিমাণ কত হবে?

সমাধান : সাকিব প্রতি মাসের ১ তারিখে উত্তোলন করায় তার উত্তোলনের উপর ৫% হারে ৬.৫ মাসের সুদ ধার্য হবে.

∴ সাকিবের উত্তোলনের সুদ = মাসিক উত্তোলন × ৫% × ৬.৫ = ২,০০০ × ৫% × ৬.৫ = ৬৫০ টাকা।

তামিম প্রতি মাসের মাঝামাঝি উত্তোলন করায় তার উত্তোলনের উপর ৫% হারে ৬ মাসের সুদ ধার্য হবে:

∴ তামিমের উত্তোলনের সুদ = মাসিক উত্তোলন × ৫% × ৬ = ২,০০০ × ৫% × ৬ = ৬০০ টাকা।

মুশফিক প্রতি মাসের শেষ তারিখে উত্তোলন করায় তার উত্তোলনের উপরে ৫% হারে ৫.৫ মাসের সুদ ধার্য হবে:

∴ মুশফিকের উত্তোলনের সুদ = মাসিক উত্তোলন × ৫% × ৫.৫ = ২,০০০ × ৫% × ৫.৫ = ৫৫০ টাকা।

06. ক ও খ একটি ব্যবসায়ের অংশীদার। ক প্রতিমাসের ১৫ তারিখে ব্যবসা হতে ২,৫০০ টাকা উত্তোলন করে। তার উত্তোলনের উপর ১,১২৫ টাকা সুদ হলে, সুদের হার কত? [কুবি : ১২-১৩]

সমাধান : প্রতিমাসের ১৫ তারিখে বা মাঝামাঝি উত্তোলন করলে উত্তোলনের উপর সুদ নির্ণয়ের সূত্রটি হলো-

উত্তোলনের সুদ = উত্তোলিত টাকা $\times \frac{\text{সুদের হার}}{১০০} \times ৬$ বা, $১,১২৫ = ২,৫০০ \times \frac{\text{সুদের হার}}{১০০} \times ৬$ বা, সুদের হার $= \frac{১,১২৫}{২,৫০০ \times ৬} \times ১০০ = ৭.৫\%$

07. ক, খ ও গ এর লাভ ক্ষতি বণ্টনের হার ২ : ২ : ১। 'ক' কমিশন পূর্ববর্তী নিট লাভের উপর ২০% হারে ১৫,০০০ টাকা কমিশন পেল। লাভের অংশ বাবদ 'গ' কত টাকা পাবে?

সমাধান : কমিশন পূর্ববর্তী নিট লাভ/বণ্টনযোগ্য মুনাফা $= \left(\frac{১০০}{২০} \times ১৫,০০০\right) = ৭৫,০০০$ টাকা।

বণ্টনযোগ্য মুনাফা = (কমিশন পূর্ববর্তী নিট লাভ − কমিশন) = (৭৫,০০০ − ১৫,০০০) = ৬০,০০০ টাকা।

গ এর মুনাফা $= \left(৬০,০০০ \times \frac{১}{৫}\right) = ১২,০০০$ টাকা।

08. সঞ্জয়, স্বপন এবং আকাশ তিনজন অংশীদার যারা যথাক্রমে মাসের ১ম, মাঝামাঝি এবং শেষ তারিখে ৫০০ টাকা করে উত্তোলন করে। উত্তোলনের উপর ৮% হারে সুদ ধার্যের কথা উল্লেখ থাকলে, উত্তোলনের সুদ বাবদ কার কত টাকা লিপিবদ্ধ হবে?

সমাধান : উত্তোলনের সুদ : সঞ্জয় = ৫০০ × ৮% × ৬.৫ = ২৬০ টাকা।

স্বপন = ৫০০ × ৮% × ৬ = ২৪০ টাকা।

আকাশ = ৫০০ × ৮% × ৫.৫ = ২২০ টাকা।

∴ সঞ্জয় ২৬০ টাকা, স্বপন ২৪০ টাকা এবং আকাশ ২২০ টাকা।

09. অংশীদার ক ও খ এবং খ-এর প্রাথমিক মূলধন ছিল যথাক্রমে ৮০,০০০ টাকা ও ১০০,০০০ টাকা। মুনাফা বণ্টনের উপায় হলো : প্রারম্ভিক মূলধনের উপর সুদ ২০%; ক এবং খ-এর বেতন যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা ও ৭,৫০০ টাকা; এবং বাকি অংশ ২ : ১ হারে। নিট মুনাফার পরিমাণ ৪৫,০০০ টাকা হলে কে কত টাকা পাবে?

সমাধান : নিট মুনাফার অংশ বাবদ কে কত পাবে বের করতে বললে প্রারম্ভিক মূলধন যোগ করতে হবে না।

	ক	খ		টাকা ও গণনা কার্য
মূলধনের সুদ	১৬,০০০	২০,০০০	→৫৮,৫০০	প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ২০%
বেতন	১৫,০০০	৭,৫০০		
বণ্টনযোগ্য ক্ষতির অংশ	(৯,০০০)	(৪,৫০০)		নিট মুনাফা ৪৫,০০০ থেকে দুইজনের মূলধনের সুদ ও বেতন ৫৮,৫০০ বিয়োগ করলে বণ্টনযোগ্য ক্ষতি বের হয় ১৩,৫০০ যা ২ : ১ হারে বণ্টিত হলো
∴ নিট মুনাফা থেকে পাবে	২২,০০০	২৩,০০০		মূলধনের সুদ ও বেতন যোগ এবং বণ্টনযোগ্য ক্ষতির অংশ বিয়োগ করে প্রাপ্ত।

CamScanner

ক এবং খ দুই জন অংশীদার। ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন হিসাবে জের ছিল যথাক্রমে ৪০,০০০ টাকা ও ৫৫,০০০ টাকা। ২০২০ সালে কারবারের নিট মুনাফা ১,০০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে ক ১০,০০০ টাকা এবং খ ১২,০০০ টাকা বেতন পায়। এছাড়াও প্রারম্ভিক মূলধনের উপর তারা ২০% সুদ পাবে। মুনাফার অবশিষ্ট অংশ তাদের মধ্যে সমান হারে ভাগ করা হবে। এসব বিষয় সমন্বয়ের পর তাদের মূলধন হিসাবের জের কত হবে?

সমাধান: মূলধন হিসাবের জের বা সমাপনী মূলধন বের করতে বললে প্রারম্ভিক মূলধনের সবকিছু যোগ-বিয়োগ হবে।

	ক	খ		টীকা ও গণনা কার্য
প্রারম্ভিক মূলধন	৪০,০০০	৫৫,০০০		
বেতন	১০,০০০	১২,০০০		
মূলধনের সুদ	৮,০০০	১১,০০০	→ ৪১,০০০	প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ২০%
বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ	২৯,৫০০	২৯,৫০০		নিট মুনাফা ১,০০,০০০ থেকে দুইজনের বেতন ও মূলধনের সুদ ৪১,০০০ বিয়োগ করলে বন্টনযোগ্য মুনাফা বের হয় ৫৯,০০০ যা সমান হারে বন্টিত হলো
সমাপনী মূলধন	৮৭,৫০০	১,০৭,৫০০		প্রারম্ভিক মূলধন, বেতন, মূলধনের সুদ এবং বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ যোগ করে প্রাপ্ত।

ক, খ ও গ একটি অংশীদারি কারবারের অংশীদার। তাদের মুনাফা ও ক্ষতি বন্টনের অনুপাত ৫ : ৩ : ১। খ এককভাবে গ-কে নিশ্চয়তা প্রদান করেছে যে, গ প্রতি বছর কমপক্ষে ২৫,০০০ টাকা মুনাফা পাবে। ২০১৯ সালে ১,৬২,০০০ টাকা মুনাফা হলে খ-এর প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ কত?

সমাধান: খ এককভাবে গ-কে নিশ্চয়তা প্রদান করায় গ ২৫,০০০ টাকার কম মুনাফা পেলে খ তা পূরণ করে দিবে।

প্রকৃত অনুপাতে গ মুনাফা পায়: $\left(১,৬২,০০০ \times \frac{১}{৯}\right) = ১৮,০০০$ টাকা।

∴ নিশ্চয়তা অনুযায়ী গ-এর মুনাফা খ পূরণ করে দিবে: (২৫,০০০ − ১৮,০০০) = ৭,০০০ টাকা।

প্রকৃত অনুপাতে খ মুনাফা পায়: $\left(১,৬২,০০০ \times \frac{৩}{৯}\right) = ৫৪,০০০$ টাকা।

∴ গ কে ৭,০০০ টাকা প্রদানের পর খ মুনাফা পাবে: (৫৪,০০০ − ৭,০০০) = ৪৭,০০০ টাকা।

সুতরাং, খ-এর প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ ৪৭,০০০ টাকা।

A, B ও C একটি অংশীদারি কারবারের অংশীদার। তাদের লাভ-ক্ষতি বন্টনের অনুপাত হলো ৩ : ২ : ১। অংশীদার A এককভাবে অংশীদার C কে নিশ্চয়তা প্রদান করেছে যে, C প্রতি বছর কমপক্ষে মুনাফা বাবদ ৪৫,০০০ টাকা পাবে। ২০২১ সালে অংশীদারি কারবারের মুনাফা ১,৮০,০০০ টাকা হলে, উক্ত বছরে অংশীদার A এর প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ কত?

সমাধান: অংশীদার A এককভাবে অংশীদার C কে নিশ্চয়তা প্রদান করায় ২০২১ সালে C মুনাফা বাবদ ৪৫,০০০ টাকার কম মুনাফা পেলে অংশীদার A উক্ত অংশ পূরণ করে দিবে। লাভ-ক্ষতি বন্টনের অনুপাত (৩ : ২ : ১) অনুযায়ী অংশীদারগণ মুনাফা বাবদ পাবে:

A = (১,৮০,০০০ × ৩/৬) = ৯০,০০০ টাকা; B = (১,৮০,০০০ × ২/৬) = ৬০,০০০ টাকা এবং C = (১,৮০,০০০ × ১/৬) = ৩০,০০০ টাকা।

নিশ্চয়তা অনুসারে অংশীদার C এর মুনাফা বাবদ অংশীদার A পূরণ করে দিবে = (৪৫,০০০ − ৩০,০০০) = ১৫,০০০ টাকা।

অংশীদার C কে নিশ্চয়তা বাবদ ১৫,০০০ টাকা প্রদানের পর A মুনাফা বাবদ পাবে = (৯০,০০০ − ১৫,০০০) = ৭৫,০০০ টাকা।

সুতরাং অংশীদার A এর প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ ৭৫,০০০ টাকা।

Step 3 : সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর

১। A এবং B অংশীদার যারা ৩ : ২ অনুপাতে নিজেদের মধ্যে লাভ-ক্ষতি বন্টন করে। তারা ৩/৭ অংশ শেয়ার প্রদান করে C কে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলো। C, A এর নিকট হতে ২/৭ এবং B এর নিকট হতে ১/৭ অংশ পেয়েছে। বর্তমানে A, B এবং C এর লাভ-ক্ষতির অনুপাত কত? [জবি : ১২-১৩]

সমাধান: A ও B এর লাভ-ক্ষতি বন্টনের অনুপাত ছিল ৩ : ২। অর্থাৎ, $A = \frac{৩}{৫}$; $B = \frac{২}{৫}$

C কে দেওয়ার পর A এর অবশিষ্ট থাকে $= \frac{৩}{৫} - \frac{২}{৭} = \frac{২১ - ১০}{৩৫} = \frac{১১}{৩৫}$ এবং C কে দেওয়ার পর B এর অবশিষ্ট থাকে $= \frac{২}{৫} - \frac{১}{৭} = \frac{১৪ - ৫}{৩৫} = \frac{৯}{৩৫}$

আবার, C এর অংশ $= \frac{৩}{৭} = \frac{৩ \times ৫}{৭ \times ৫} = \frac{১৫}{৩৫}$ ∴ A, B ও C এর লাভ - ক্ষতির অনুপাত $= \frac{১১}{৩৫} : \frac{৯}{৩৫} : \frac{১৫}{৩৫} = ১১ : ৯ : ১৫$

২। ক ও খ দুইজন অংশীদার। তারা সমান অনুপাতে মুনাফা বন্টন করে। গ ভবিষ্যত মুনাফার ২০% মুনাফার অংশীদারিত্বে কারবারে যোগদান করে। ক, খ এবং গ এর নতুন মুনাফার অনুপাত কত? [রাবি ২০-২১; জবি : ১০-১১]

সমাধান: গ-কে ২০% অংশীদারিত্ব দেওয়া হলে অবশিষ্ট থাকে ৮০%

এই ৮০% ও ক ও খ-এর মধ্যে সমান ভাগ করলে, = ক:খ = ৪০%:৪০%

∴ তিন জনের নতুন অনুপাত হবে: ৪০%:৪০%:২০% বা ২:২:১ [প্রত্যেকের অংশকে ২০% দিয়ে ভাগ করে]

৩। ক ও খ দুজন অংশীদার তাদের কারবারের মুনাফা ৩:২ অনুপাতে বন্টন করে। 'গ' নতুন অংশীদার হিসেবে যোগদান করায়, তাদের মুনাফা বন্টন অনুপাত নির্ধারিত হয় ৬:৪:১। এক্ষেত্রে ক ও খ-এর ত্যাগের অনুপাত হলো- [রাবি ০৭-০৮]

সমাধান: পুরাতন অংশীদারদের পুরাতন অনুপাত এবং নতুন অনুপাত সমানুপাতিক হলে ত্যাগ অনুপাত হিসাব না করেই বলে দেওয়া যায়; কারণ, এক্ষেত্রে পুরাতন অনুপাতই হবে ত্যাগ অনুপাত।

SELF TEST

Part-1 : MCQ
Part-2 : Written

Part-1 ▶ MCQ

01. অংশীদারি ব্যবসায় গঠনকালে অংশীদারদের প্রাথমিক স্থায়ী সম্পত্তি বিনিয়োগ লিপিবদ্ধ হয়:
Ⓐ ক্রয় মূল্যে Ⓑ ন্যায্য বাজার মূল্যে Ⓒ নিট বই মূল্যে Ⓓ অবচয়যোগ্য মূল্যে

02. একটি অংশীদারি কারবারের অবসায়নের সময় দায় পরিশোধের পর অবশিষ্ট নগদ অর্থ অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হয়-
Ⓐ মূলধনের জের অনুসারে Ⓑ মুনাফা বণ্টন অনুপাতে
Ⓒ সমান হারে Ⓓ প্রারম্ভিক মূলধন অনুসারে

03. মেরি, নেইমারের সাথে একটি অংশীদারি ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে যেখানে মেরির বিনিয়োগ ৮০,০০০ টাকা ক্রয় মূল্যের আসবাবপত্র যার বহিমূল্য ৪৫,০০০ টাকা এবং প্রকৃত বাজার মূল্য ৫৫,০০০ টাকা মেরির হিসাবে প্রাথমিকভাবে নিচের কোন এন্ট্রি দিতে হবে?
Ⓐ আসবাবপত্র ডেবিট ৪৫,০০০ টাকা Ⓑ আসবাবপত্র ডেবিট ৮০,০০০ টাকা
Ⓒ আসবাবপত্র ডেবিট ৫৫,০০০ টাকা Ⓓ কোনোটিই নয়

04. যখন কোনো অংশীদার তার মূলধন ঘাটতির কারণে প্রতিষ্ঠানের দায় পরিশোধ করতে পারে না, তখন সেই ঘাটতির ক্রেডিট ব্যালেন্স অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়:
Ⓐ সমানভাবে Ⓑ আয় বণ্টন অনুপাতে
Ⓒ মূলধন জেরের ভিত্তিতে Ⓓ প্রকৃত বিনিয়োগের ভিত্তিতে

05. ক ও খ দুইজন অংশীদার যাদের লাভ-ক্ষতি বণ্টনের অনুপাত ৫ : ১। তারা গ-কে লাভ-ক্ষতির ১/৩ অংশ প্রদানের শর্তে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলেন। তাদের নতুন অনুপাত কত?
Ⓐ ৫ : ১ : ১ Ⓑ ৫ : ১ : ২ Ⓒ ৫ : ১ : ৩ Ⓓ ১০ : ২ : ৩

06. পুনর্মূল্যায়নের কারণে যে কোনো ক্ষতি:
Ⓐ পুরাতন মুনাফা বণ্টনের অনুপাতে পুরাতন অংশীদারদের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়
Ⓑ নতুন মুনাফা বণ্টনের অনুপাতে নতুন অংশীদারদের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়
Ⓒ পুরাতন মুনাফা বণ্টনের অনুপাতে পুরাতন অংশীদারদের হিসাবে ডেবিট করা হয়
Ⓓ নতুন মুনাফা বণ্টনের অনুপাতে নতুন অংশীদারদের হিসাবে ডেবিট করা হয়

07. ক ও খ-এর লাভ-ক্ষতি বণ্টনের হার ২ : ৩। তারা গ-কে ১/৫ অংশ লাভ-ক্ষতি প্রদানের শর্তে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলে। ক ও খ-এর ত্যাগানুপাত নির্ণয় কর?
Ⓐ সমান Ⓑ ২ : ৩ Ⓒ ৩ : ২ Ⓓ ২ : ১

08. অংশীদারি ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতি বণ্টনের হার চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে বণ্টিত হবে?
Ⓐ মূলধন অনুপাতে হারে Ⓑ উত্তোলনের অনুপাতে
Ⓒ নির্দিষ্ট বণ্টনের হার অনুযায়ী Ⓓ সমানুপাতিক হারে

09. ক, খ, গ ও ঘ তাদের লাভ-ক্ষতি ৪ : ৩ : ২ : ১ হারে বণ্টন করে। খ-এর অবসর গ্রহণের পর তাদের নতুন অনুপাত দাঁড়ায় ৪ : ৩ : ২। তাদের লাভের অনুপাত কত?
Ⓐ ৪ : ১২ : ১১ Ⓑ ৪ : ৯ : ১২ Ⓒ ৪ : ৮ : ১২ Ⓓ ৪ : ১২ : ৯

10. ক ও খ সমান অংশীদার। তারা গ কে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করল। গ ১/৫ অংশের মুনাফার অংশীদার। কিন্তু তাকে ১২,০০০ টাকার মুনাফার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। পুরাতন অংশীদারগণ সমান অংশীদার রইল। বছর শেষে নিট মুনাফা দাঁড়ায় ৫৫,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে বছর শেষে গ-এর মুনাফার পরিমাণ কত?
Ⓐ ২১,২০০ টাকা Ⓑ ২১,৫০০ টাকা Ⓒ ২১,০০০ টাকা Ⓓ ১২,০০০ টাকা

11. অংশীদার ক এবং খ-এর প্রারম্ভিক মূলধন ছিল যথাক্রমে ৪০,০০০ টাকা এবং ৬০,০০০ টাকা। লাভ-ক্ষতির হিসাব হয় নিম্নরূপভাবে: প্রারম্ভিক মূলধনের উপর সুদ ১০% হারে, ক এবং খ-এর বেতন যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা ও ৫,০০০ টাকা এবং বাকি অংশ ২ : ৩ হিসাবে বণ্টন করা হয়। ৩৫,০০০ টাকা নিট লাভের মধ্যে কত টাকা খ-এর হিসাবে যাবে?
Ⓐ ১৮,০০০ টাকা Ⓑ ১৬,০০০ টাকা Ⓒ ১৭,০০০ টাকা Ⓓ ১৪,০০০ টাকা

12. অংশীদারদের চলতি হিসাবের ক্রেডিট ব্যালেন্স-এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কোনটি?
Ⓐ অংশীদারদের জমার চেয়ে উত্তোলন বেশি
Ⓑ অংশীদারদের নিট মূলধনের পরিমাণ
Ⓒ ব্যবসায় থেকে অংশীদারদের প্রাপ্য
Ⓓ অংশীদারদের নিকট থেকে ব্যবসায়ের প্রাপ্য

OMR			
01. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	02. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	03. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	04. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
05. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	06. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	07. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	08. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
09. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	10. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	11. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	12. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

Answer					
12.C	11.C	10.D	09.A	08.D	07.B
06.C	05.C	04.B	03.C	02.A	01.B

Part-2 ▶ Written

01. অংশীদারদের চলতি হিসাব কোন জের প্রদর্শন করে?
02. পরিবর্তনশীল মূলধনের ক্ষেত্রে সাধারণ অংশীদারগণ দেউলিয়া অংশীদারের ঘাটতি পূরণ করবে কীভাবে?
03. অংশীদারি ব্যবসায় অবসায়নের ক্ষেত্রে অংশীদারদের মধ্যে নগদ অর্থ বণ্টন হয় কিসের ভিত্তিতে?
04. ক ও খ দুইজন অংশীদার। যাদের লাভ-ক্ষতি বণ্টনের অনুপাত ৪ : ৩। গ নতুন অংশীদার হিসাবে ব্যবসায়ে আসায় নতুন অনুপাত দাঁড়ায় ৪ : ৩ : ২। ক ও খ-এর ত্যাগ অনুপাত কত?
05. তামিম ও নাফিস দুইজন অংশীদার যাদের ১/১/২০০৬ তারিখে মূলধন হিসাবে জের ছিল যথাক্রমে ৪০,০০০ ও ৫০,০০০ টাকা। ২০০৬ সালে ব্যবসায়ের মোট মুনাফা (মূলধনের উপর সুদ ও বেতন সমন্বয়ের পূর্বে) হয়েছিল ১,০০,০০০ টাকা। ২০০৬ সালে তামিম ২২,০০০ টাকা ও নাফিস ১৮,০০০ টাকা উত্তোলন করে। ১০% হারে প্রারম্ভিক মূলধনের উপর সুদ দেওয়া হবে। মুনাফার বাকি অংশ দুজনের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করা হবে। এ সকল সমন্বয়ের পর তাদের মূলধন হিসাবের জের কত হবে?
06. সজল, স্বপন এবং আকাশ তিনজন অংশীদার যারা যথাক্রমে মাসের ১ম, মাঝামাঝি এবং শেষ তারিখে ৫০০ টাকা করে উত্তোলন করে। উত্তোলনের উপর ৮% হারে সুদ ধার্যের কথা উল্লেখ থাকলে। উত্তোলনের সুদ বাবদ কার কত টাকা লিপিবদ্ধ হবে?
07. ক ও খ দুইজন অংশীদার। তারা ৪ : ৩ অনুপাতে মুনাফা বণ্টন করে। গ-কে ২/৫ অংশ মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলে তাদের মুনাফার নতুন অনুপাত কত হবে?

ANSWER

01. ডেবিট ব্যালেন্স, ক্রেডিট ব্যালেন্স এবং শূন্য ব্যালেন্স।
02. লাভ-ক্ষতি বণ্টন হারে।
03. অংশীদারি ব্যবসায় অবসায়নকালে নিম্নে ধাপসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়:
i. অনগদ সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদে রূপান্তর এবং আদায়করণের মুনাফা বা ক্ষতি চিহ্নিত করা।
ii. অংশীদারদের মধ্যে আয় বণ্টন অনুপাত অনুযায়ী আদায়করণের মুনাফা অথবা ক্ষতি বণ্টন।
iii. নগদে অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় পরিশোধ।
04. ক ও খ এর ত্যাগ অনুপাত = ৪ : ৩।
05. তামিম ৯৩,০০০ টাকা এবং নাফিস ৯৭,০০০ টাকা।
06. উত্তোলনের সুদ : সজল = ৫০০ × ৮% × ৬.৫ = ২৬০ টাকা।
স্বপন = ৫০০ × ৮% × ৬ = ২৪০ টাকা।
আকাশ = ৫০০ × ৮% × ৫.৫ = ২২০ টাকা।
∴ সজল ২৬০ টাকা, স্বপন ২৪০ টাকা এবং আকাশ ২২০ টাকা।
07. নতুন অনুপাতে, পুরাতন অংশীদারদের অংশ = পুরাতন অনুপাত × নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের বিয়োগফল = (৪ : ৩) × ৩ = ১২ : ৯
নতুন অনুপাতে, নতুন অংশীদারের অংশ = নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের লব × পুরাতন অনুপাতের যোগফল = ২ × ৭ = ১৪
∴ তিন জনের নতুন অনুপাত = ১২ : ৯ : ১৪

CamScanner

অধ্যায় ৩

নগদ প্রবাহ বিবরণী
[Cash Flow Statement]

Chapter Outlook Map

- Type-1 : নগদ প্রবাহ বিবরণীর মৌলিক ধারণা
- Type-2 : নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের পদ্ধতি
- Type-3: লিখিত প্রশ্নোত্তর
  - Step-1 : এক কথায় প্রশ্নোত্তর
  - Step-2 : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
- Type-4: গাণিতিক সমস্যাবলি
  - Step-1 : প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি
  - Step-2 : গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান
  - Step-3 : সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর
- Self Test (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ)

প্রতিটি Type-এ যা যা থাকছে
↓
Step-1 : Basic Information
↓
Step-2 : At a Glance : Most Important Information
↓
Step-3 : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর
↓
Step-4 : সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর
↓
Step-5: NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

JOYKOLY

অধ্যায়টির কোন টপিককে গুরুত্ব দিবো ???

	অতি গুরুত্বপূর্ণ (৯০% +)	গুরুত্বপূর্ণ (৮০% +)	কম গুরুত্বপূর্ণ (৭০% +)	জানা জরুরি (৫০% +)
বিষয়সমূহ	■ নগদ প্রবাহের শ্রেণিবিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম ■ নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের পরোক্ষ পদ্ধতি ■ নগদ প্রবাহ বিবরণীর গাণিতিক সমস্যা	■ নগদ প্রবাহ বিবরণীর মৌলিক ধারণা	■ প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে খরিদ্দারদের কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তি, সরবরাহকারীকে নগদ পরিশোধ নির্ণয়	■ তাৎপর্যপূর্ণ অনগদ লেনদেন যা নগদ প্রবাহ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় না

Type 1 নগদ প্রবাহ বিবরণীর মৌলিক ধারণা

Step 1 BASIC INFORMATION

নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statements) :
কোনো প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে নগদ অর্থের আগমন ও নগদ অর্থের নির্গমনের সমন্বয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাকে নগদ প্রবাহ বিবরণী বলে। হিসাববিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক নীতিমালা IFRS এর অন্যতম অংশ IAS-7 অনুসরণ করে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা বাধ্যতামূলক না হলেও স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির জন্য নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা বাধ্যতামূলক।

নগদ প্রবাহের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Cash Flow) :
প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ভিত্তিতে নগদ অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহকে অর্থাৎ, নীট নগদ কার্যক্রমকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :
১. পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ (Cash Flow from Operating Activities)
২. বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ (Cash Flow from Investing Activities)
৩. অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ (Cash Flow from Financing Activities)

পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ (Cash Flow from Operating Activities) :
প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত নগদ লেনদেনগুলো ব্যবসায়িক কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠানের মুখ্য ও স্বাভাবিক কার্যক্রম থেকে কী পরিমাণ নগদ অর্থের প্রবাহ ঘটেছে, তা এ কার্যক্রম হতে জানা যায়।
IAS-7 অনুসারে পরিচালনা-সংক্রান্ত কার্যক্রমের নগদ আগমন ও নগদ নির্গমন উদাহরণ দেখানো হলো :

নগদ অন্তঃপ্রবাহ	নগদ বহিঃপ্রবাহ
১. পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের বিপরীতে নগদ প্রাপ্তি	১. প্রদেয় হিসাবকে প্রদান করা হলো পণ্য বা সেবা সরবরাহের জন্য।
২. রয়্যালটি, ফিস, কমিশন ও অন্যান্য আয় বাবদ নগদ প্রাপ্তি	২. কর্মচারীদের প্রদান
৩. সুদ ও লভ্যাংশ প্রাপ্তি	৩. আয়কর ও ঋণের সুদ প্রদান
৪. আয়কর ফেরত প্রাপ্তি	৪. নগদে আয়কর প্রদান
৫. বিমা কোম্পানি কর্তৃক নগদে বিমা প্রিমিয়াম প্রাপ্তি	৫. বিমা কোম্পানি কর্তৃক নগদে বিমা দাবি পরিশোধ, বার্ষিক বৃত্তি ও সমর্পণ মূল্য প্রদান
৬. অন্যান্য মুনাফাজাতীয় নগদ প্রাপ্তি। যেমন- উপভাড়া, ভাড়া, শিক্ষানবিশ প্রিমিয়াম, কমিশন প্রাপ্তি।	৬. অন্যান্য মুনাফাজাতীয় নগদ প্রদান। যেমন- ভাড়া, উপভাড়া, শিক্ষানবিশ ভাতা, কমিশন, ঋণের সুদ প্রদান।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ (Cash Flow from Investing Activities) :

বিনিয়োগ এবং স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় এবং ঋণ প্রদান এর মাধ্যমে যে নগদ প্রবাহ ঘটে তাকে বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ বলে। সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ ক্রয়-বিক্রয়জনিত লেনদেনসমূহ বিনিয়োগ কার্যক্রমের অন্তর্গত। বিনিয়োগ কার্যাবলি হতে নগদ প্রবাহের কতিপয় উদাহরণ নিম্নরূপ :

নগদ অন্তঃপ্রবাহ	নগদ বহিঃপ্রবাহ
১. প্লান্ট, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, অস্পর্শনীয় সম্পত্তি এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে নগদ প্রাপ্তি	১. প্লান্ট, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম, অস্পর্শনীয় সম্পত্তি এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী সম্পদ অর্জন করতে নগদ প্রদান। প্লান্ট, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম উন্নয়ন ও পরিবর্তন-সংক্রান্ত খরচও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।
২. বিনিয়োগ (যেমন শেয়ার বা বন্ড) বিক্রয়	২. বিনিয়োগ সিকিউরিটিজ (শেয়ার/বন্ড) ক্রয়ের জন্য নগদ প্রদান।
৩. অন্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম পরিশোধের বিপরীতে নগদ আদায়	৩. অন্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণ ও অগ্রিম নগদে প্রদান
৪. মেয়াদপূর্তিতে বিনিয়োগের মূল্য প্রাপ্তি	৪. কোম্পানি ক্রয় (সম্পূর্ণ কোম্পানি ক্রয় করে অধীনস্থকরণ)

অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ (Cash Flow from Financing Activities) :

শেয়ার বা বন্ধক ইস্যু করার এবং বন্ধক প্রত্যর্পণ এবং লভ্যাংশ পরিশোধের জন্য যে নগদ প্রবাহ ঘটে তাকে অর্থসংস্থান কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ বলে। অর্থসংস্থান কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত আইটেমসমূহ হলো দীর্ঘমেয়াদি দায় এবং মালিকানা স্বত্ব। প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামোতে নগদ অর্থের পরিবর্তন এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পৃক্ত হয়। অর্থসংস্থান কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহের উদাহরণ নিম্নরূপ :

নগদ অন্তঃ প্রবাহ	নগদ বহিঃপ্রবাহ
১. সাধারণ শেয়ার ইস্যু করে প্রাপ্তি	১. অগ্রাধিকার শেয়ারের মূল্য পরিশোধ
২. অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে প্রাপ্তি	২. বন্ড বা বন্ধকের মূল্য পরিশোধ/প্রত্যর্পণ
৩. বন্ড বা বন্ধক ইস্যু করে প্রাপ্তি	৩. লভ্যাংশ প্রদান।
	৪. স্বল্প ঋণের টাকা পরিশোধ

Step ② At a Glance : Most Important Information

- নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের প্রধান উদ্দেশ্য- **নগদের উৎস ও ব্যবহার দেখানো।**
- কোন হিসাববিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয়- **হিসাবকাল ধারণা**
- নগদ প্রবাহ বিবরণী কখন প্রস্তুত করা হয়- **হিসাবকাল শেষে**
- ব্যবসায় গতি ও বৃদ্ধি নির্ভর করে - **নগদ উপার্জন ক্ষমতার উপর।**
- নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করা হয় - **IAS-7 অনুসারে।**
- নগদ প্রবাহ বিবরণী নগদ প্রবাহ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে - **একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের।**
- IAS-7 এ নগদ প্রবাহ বিবরণীতে তিনটি অংশের উল্লেখ আছে -
  i. পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ, ii. বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ, iii. অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ।
- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে প্রাইভেট লি. কোম্পানির ক্ষেত্রে এটি প্রস্তুত ও উপস্থাপন - **বাধ্যতামূলক নয়।**
- পাবলিক লি. কোম্পানি হিসেবে যারা শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত এবং Security আইনে অধিভুক্ত সে সব কোম্পানির ক্ষেত্রে এটি প্রস্তুতের - **বাধ্যতামূলক।**
- অনগদ বিনিয়োগ ও অর্থসংক্রান্ত লেনদেনসমূহ অর্থের অংকে নগদ প্রবাহ বিবরণীর নিচে পৃথকভাবে দেখাতে হয়।
- নগদ প্রবাহ বিবরণীর সাহায্যে নগদ অর্থের আগমন-**নির্গমন সম্পর্কে জানা যায় এবং ভবিষ্যৎ নগদ অর্থের অবস্থার অনুমান করা যায়।**
- হিসাববিজ্ঞানের পূর্ণপ্রকাশ নীতির প্রতিফলন ঘটে- **তাৎপর্যপূর্ণ কার্যক্রম নগদ প্রবাহ বিবরণীর শেষে দেখানোর মাধ্যমে।**
- ব্যবসায়ের প্রধান রাজস্ব আয় সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বলা হয়- **পরিচালন সংক্রান্ত কার্যাবলি।**
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহের বৃহৎ অংশ আসে - **পরিচালন সংক্রান্ত কার্যাবলি থেকে।**
- প্রারম্ভিক ও সমাপনী আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মধ্যে সংযোগ সাধন করে- **নগদ প্রবাহ বিবরণী।**
- FASB অনুযায়ী নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য- **৪টি।**
- একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসায়ের নগদ অর্থের পরিবর্তনকেই বলে- **নগদ প্রবাহ।**
- নগদ প্রবাহ বিবরণী সাধারণত প্রস্তুত করা হয়- **একটি হিসাবকালের শেষ দিনে।**
- একটি ব্যবসায়ের তারল্যের প্রকৃত অবস্থান প্রকাশিত হয়- **নগদ প্রবাহ বিবরণীর মাধ্যমে।**
- ব্যবসায়ের দক্ষতা পরিমাপের গুরুত্বপূর্ণ মানকাঠি হলো- **নগদ প্রবাহ বিবরণী।**
- নগদ অর্থের আগমন ও নির্গমন সংক্রান্ত বিবরণীকে বলে- **নগদ প্রবাহ বিবরণী।**
- ব্যবসায়ের পরিচালন দক্ষতা পরিমাপ করা যায়- **পরিচালন মুনাফার সাথে নগদ প্রবাহের তুলনা করে।**
- **নগদ প্রবাহ বিবরণীর সাহায্যে :**
- নগদ অর্থের আগমন ও নির্গমন সম্পর্কে জানা যায়।
- ভবিষ্যৎ নগদ অর্থের অবস্থার অনুমান করা যায়।
- ঋণ গ্রহণে সাহায্য করে।
- এটি নগদ বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে।
- বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যবহৃত নগদ সম্পর্কে জানা যায়।
- নিট সম্পদের পরিবর্তন কিভাবে হলো তার মূল্যায়ন করা যায়।
- এটি প্রারম্ভিক ও সমাপনী নগদ উদ্বৃত্তের সাথে সংযোগ সাধন করে।
- দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও অগ্রাধিকার শেয়ার কিভাবে পরিশোধ করা হবে তা জানা যায়।
- স্থায়ী সম্পত্তি প্রতিস্থাপন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এটি সাহায্য করে।
- পরিচালন কার্যক্রমে ব্যবহৃত নগদ সম্পর্কে জানা যায়।
- অর্থায়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত নগদ সম্পর্কে জানা যায়।
- এটি বিনিময়ভিত্তিক লেনদেনের উপর ভিত্তি করে রচিত।
- এটি থেকে প্রতিষ্ঠানের তারল্য অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়।
- এটি ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি মূল্যায়নে সহায়তা করে।
- দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step 3 — বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরিচালনগত নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে নিচের কোনটি নিট মুনাফার সাথে যোগ করতে হয়? [DU-C : 20-21]

Ⓐ অবচয় Ⓑ বিনিয়োগ বিক্রয়জনিত মুনাফা
Ⓒ চলতি দায়ের বৃদ্ধি Ⓓ চলতি সম্পদের হ্রাস

Solve আমরা জানি, পরিচালনগত নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে নিট মুনাফার সাথে অবচয়, চলতি দায়ের বৃদ্ধি ও চলতি সম্পদের হ্রাস যোগ করা হয় এবং অনগদ লেনদেন যেমন বিনিয়োগ বিক্রয়জনিত মুনাফা এবং চলতি দায়ের হ্রাস, চলতি সম্পদের বৃদ্ধি পরিচালনগত নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে নিট মুনাফার থেকে বিয়োগ করা হয়। অপশন গুলো পড়লে বোঝা যায়, ভুলবশত প্রশ্নটিতে তিনটি অপশন সঠিক হয়েছে।

'পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয়' কোন ধরনের নগদ প্রবাহ? [DU : 16-17]

Ⓐ পরিচালনকৃত Ⓑ বিনিয়োগকৃত Ⓒ অর্থায়নকৃত
Ⓓ A এবং B Ⓔ A, B এবং C

Solve পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে আগত নগদ প্রবাহ। তবে আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত লাভ/ ক্ষতি পরিচালনকৃত নগদ প্রবাহ।

নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরির প্রধান কারণ কোনটি? [DU-C : 12-13]

Ⓐ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা জানার জন্য
Ⓑ প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান জানার জন্য
Ⓒ কোম্পানি আইনের সাথে ঐক্যমতের জন্য
Ⓓ উদ্বৃত্তপত্রে নগদের পরিমাণ জানার জন্য
Ⓔ নগদের উৎস এবং ব্যবহার দেখানোর জন্য

Solve নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের প্রধান কারণ একটি নির্দিষ্ট সময়কালে মোট নগদ প্রাপ্তি ও মোট নগদ প্রদান চিহ্নিত করে নগদের উৎস ও এর ব্যবহার দেখানো।

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ/গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

কোম্পানিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয়- [DU 7 College : 20-21]

Ⓐ কোম্পানির নির্দিষ্ট কোনো সময়ের জন্য
Ⓑ কোম্পানির হিসাবকালের জন্য
Ⓒ লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ের জন্য
Ⓓ উদ্বৃত্ত নগদ টাকা নির্ণয়ের জন্য

Solve কোনো প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে নগদ আগমন ও নগদ অর্থের নির্গমনের সমন্বয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাকে নগদ প্রবাহ বিবরণী বলে। কোম্পানির নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয় একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের জন্য। এটি প্রস্তুত করা হয় IAS-7 অনুসারে।

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয় কোন ধরনের নগদ প্রবাহ? [GST-C : 21-22]

Ⓐ পরিচালনকৃত Ⓑ অর্থায়নকৃত Ⓒ বিনিয়োগকৃত Ⓓ অপরিচালনকৃত

Solve স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় জনিত লেনদেন নগদ প্রবাহ বিবরণীতে বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ অংশে দেখাতে হয়।

পরিচালনগত নগদপ্রবাহ নির্ণয়ে কোনটি নীট মুনাফার সাথে যোগ করতে হয়? [GST-C : 21-22]

Ⓐ সম্পদ Ⓑ অবচয়
Ⓒ দায় Ⓓ বিনিয়োগ বিক্রয়জনিত মুনাফা

Solve পরিচালনগত নগদপ্রবাহ নির্ণয়ে নিট মুনাফার সাথে কিছু অনগদ লেনদেন যোগ করা হয়। যেমন: অবচয়, অবলোপন, অবক্ষয়, স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষতি ইত্যাদি।

03. খরিদ্দারের নিকট থেকে নগদ প্রাপ্তি ১২,০০,০০০ টাকা সরবরাহকারীকে নগদ প্রদান ৬,০০,০০০ টাকা, আয়কর প্রদান ৬০,০০০ টাকা, পরিচালনা খরচ প্রদান ১,৬০,০০০ টাকা যন্ত্রপাতি ক্রয় ২,০০,০০০ টাকা, পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা, সিকিউরিটি বিক্রয় ৪০,০০০ টাকা। পরিচালনা কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহের পরিমাণ কত টাকা? [CoU : 19-20; DU 7 College : 19-20]

Ⓐ ৩,৮০,০০০ টাকা Ⓑ ৪,৮০,০০০ টাকা
Ⓒ ৫,৮০,০০০ টাকা Ⓓ ৬,০০,০০০ টাকা

Ⓐ Solve

খরিদ্দারের নিকট হতে প্রাপ্তি	১২,০০,০০০
(–) সরবরাহকারীদের নগদ প্রদান	(৬,০০,০০০)
(–) আয়কর প্রদান	(৬০,০০০)
(–) পরিচালনা খরচ প্রদান	(১,৬০,০০০)
পরিচালন কার্যাবলি হতে নগদ প্রবাহ :	৩,৮০,০০০ টাকা

04. ২০১৮ সালে ফুলকলির পরিচালন মুনাফা ১,৮৫,৫০০ টাকা, অবচয় ৩১,২০০ টাকা, নগদে প্রদান ও মজুত বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ২৬,৬০০ ও ৪০,৩০০ টাকা। নগদে গ্রহণ অপরিবর্তিত। অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে নগদ প্রবাহের পরিমাণ কত টাকা? [SUST : 19-20]

Ⓐ ২,৩০,৪০০ Ⓑ ২,৮৩,৬০০ Ⓒ ১,৪৯,৮০০
Ⓓ ২,০৩,০০০ Ⓔ ২,৪৩,৩০০

Ⓒ Solve

নগদ প্রবাহ = (পরিচালন মুনাফা – নগদ প্রদান + অবচয় – মজুত বৃদ্ধি)
= (১,৮৫,৫০০ – ২৬,৬০০ + ৩১,২০০ – ৪০,৩০০) = ১,৪৯,৮০০ টাকা

05. লভ্যাংশ বাবদ নগদ প্রদান নগদ প্রবাহ বিবরণীতে কোন্ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হবে? [JUST : 19-20]

Ⓐ পরিচালনা কার্যক্রম Ⓑ অর্থ সংস্থান কার্যক্রম
Ⓒ বিনিয়োগ কার্যক্রম Ⓓ অ-নগদ কার্যক্রম

Ⓑ Solve শেয়ার ইস্যু, বন্ড ইস্যু, লভ্যাংশ প্রদান ইত্যাদি অর্থসংস্থান কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

06. IAS-7 অনুসারে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতে কয়টি অংশ প্রয়োজন? [IU-C : 18-19]

Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি

Ⓒ Solve নগদ প্রবাহ বিবরণীতে নগদ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ কিভাবে উপস্থাপন করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করে IAS-7. নগদ প্রবাহ বিবরণীতে নগদ প্রাপ্তি ও প্রদানসমূহকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়, যথা :

১. পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ,
২. বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ,
৩. অর্থায়ন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ।

07. নিচের কোন্ লেনদেনের জন্য নগদ অর্থ ব্যয় হবে? [IU-C : 18-19]

Ⓐ অবচয় Ⓑ পূর্বে প্রদত্ত ভাড়া Ⓒ অবলোপন Ⓓ নগদ বাট্টা

Ⓑ Solve যে সকল লেনদেনের সাথে নগদ অর্থের কোনো সম্পর্ক থাকে না তাকে অনগদ লেনদেন বলে। উদাহরণ- অবচয়, অবলোপন, কুঋণ অবলোপন, নগদ বাট্টা।

08. নিচের কোনটি প্রকৃত বিনিয়োগ নয়? [JKKNIU -C: 18-19]

Ⓐ শেয়ার ক্রয় Ⓑ ডিবেঞ্চার ক্রয়
Ⓒ প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র ক্রয় Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓒ Solve প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র এবং সব ধরনের সঞ্চয়পত্রে কোনো প্রকৃত বিনিয়োগ নেই। এটি এক প্রকার সঞ্চয়।

09. অনগদ কার্যক্রম কোনটি? [CoU-C : 18-19]

Ⓐ ঋণপত্র ইস্যু Ⓑ শেয়ার ইস্যু
Ⓒ লভ্যাংশ প্রদান Ⓓ শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে সম্পদ ক্রয়

Ⓓ Solve একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অনগদ কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে সম্পদ ক্রয়
- বন্ড বা ঋণপত্রকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর
- স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের জন্য বন্ড ইস্যু
- পুরোনো স্থায়ী সম্পত্তির বিনিময়ে নতুন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়
- অগ্রাধিকার শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর
- অনগদ সম্পদের বিনিময়

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

10. নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরির প্রধান কারণ কোনটি? [RSTU : 18-19]
Ⓐ কোম্পানি আইনের সাথে ঐকমত্যের জন্য
Ⓑ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা জানার জন্য
Ⓒ উদ্বৃত্ত পত্রে নগদের পরিমাণ জানার জন্য
Ⓓ নগদের উৎস ও ব্যবহার দেখানোর জন্য

Ⓓ Solve একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে বিভিন্ন উৎস হতে নগদ অর্থের আগমন এবং বিভিন্ন খাতে নগদ অর্থের নির্গমনকে নগদ প্রবাহ বলে। যে বিবরণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা যায় তাকে নগদ প্রবাহ বিবরণী বলে। নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরির প্রধান কারণ হলো নগদের উৎস ও ব্যবহার দেখানো।

11. কোন খরচটি নগদে পরিশোধ্য? [PUST : 15-16]
Ⓐ ব্যাংক চার্জ Ⓑ অবলোপন Ⓒ প্রদত্ত বাট্টা Ⓓ আয়কর

Ⓓ Solve কিছু কিছু খরচ আছে যেগুলো নগদে পরিশোধ করতে হয় না। ব্যাংক চার্জ, অবলোপন, অবচয়, প্রদত্ত বাট্টা এইগুলো নগদে পরিশোধ করা লাগে না। কিন্তু আয়কর কর্তৃপক্ষকে নগদে পরিশোধ করতে হয়।

12. দায় কমলে Revaluation A/C কী হবে? [PUST : 15-16]
Ⓐ ডেবিট Ⓑ হিসাবে উল্লেখ করা আবশ্যক নয়
Ⓒ ক্রেডিট Ⓓ বিপরীত দাখিলা Ans Ⓒ

13. বাংলাদেশে নগদ প্রবাহ বিবরণী কোন হিসাবমান অনুসারে তৈরি করা হয়? [PUST : 15-16]
Ⓐ BAS–1 Ⓑ IAS–1
Ⓒ BAS–7 Ⓓ BFRS–7

Ⓒ Solve নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয় IAS–7 অনুসারে। যেহেতু এখানে বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা আছে, সেহেতু বাংলাদেশ নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয় BAS–7 অনুসারে।

Step 4 — সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. IAS-7 অনুযায়ী কোনটি অর্থসংস্থান কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত? [DHA-19]
Ⓐ সাধারণ শেয়ারের বিনিময়ে জমি ক্রয় করা
Ⓑ নগদে সাধারণ শেয়ার ইস্যু করা
Ⓒ স্থায়ী-সম্পত্তি বিক্রয়জনিত মুনাফা হিসাবভুক্ত করা
Ⓓ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করা Ans Ⓑ

02. নিচের কোনটি বিনিয়োগ কার্যাবলি সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ? [JES-19]
Ⓐ দেনাদার থেকে নগদ প্রাপ্তি Ⓑ লভ্যাংশ প্রদান
Ⓒ যন্ত্রপাতি বিক্রয় হতে নগদ প্রাপ্তি Ⓓ নগদে বন্ড ইস্যু Ans Ⓒ

03. শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে জমি ক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা নিচের কোন ধরনের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? [JES-19]
Ⓐ পরিচালন Ⓑ বিনিয়োগ
Ⓒ অর্থায়ন Ⓓ তাৎপর্যপূর্ণ অ-নগদ দফা Ans Ⓓ

04. কোনটি নগদ প্রবাহ বিবরণীর পরিচালন কার্যাবলিতে নিট আয়ের সাথে যোগ করা হয়? [DIN-19]
Ⓐ অগ্রিম খরচ বৃদ্ধি Ⓑ মজুত পণ্য বৃদ্ধি
Ⓒ বকেয়া খরচ বৃদ্ধি Ⓓ বকেয়া খরচ হ্রাস Ans Ⓒ

05. নিচের কোনটি অ-নগদি লেনদেন? [DIN-19]
Ⓐ অধিহারে শেয়ার ইস্যু Ⓑ অবহারে শেয়ার ইস্যু
Ⓒ বন্ড ইস্যু Ⓓ বন্ডকে শেয়ারে রূপান্তর Ans Ⓓ

06. অর্থায়ন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে- [BAR-17]
Ⓐ অবচয় Ⓑ জমি ক্রয় Ⓒ শেয়ার ইস্যু Ⓓ প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি Ans Ⓒ

07. নিচের কোনটি বিনিয়োগ সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ? [DHA-17 ; BAR-16]
Ⓐ বিক্রয় থেকে প্রাপ্তি Ⓑ ঋণগ্রহণ
Ⓒ আসবাবপত্র ক্রয় Ⓓ লভ্যাংশ গ্রহণ Ans Ⓒ

08. আন্তর্জাতিক হিসাবমান কত অনুযায়ী নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয়? [DHA-16]
Ⓐ IAS-6 Ⓑ IAS-7
Ⓒ IAS-8 Ⓓ IAS-9 Ans Ⓑ

09. মেঘনা লি. এর পরিচালন খরচ ছিল ১,০০,০০০ টাকা। চলতি বছরের অগ্রিম খরচাবলি হ্রাস হয়েছিল ৭,৬০০ টাকা এবং বকেয়া খরচ বৃদ্ধি হয়েছিল ৩,৪০০ টাকা। পরিচালন সংক্রান্ত খরচাবলির নগদ প্রদানের পরিমাণ কত? [DHA-16]
Ⓐ ৭১,০০০ টাকা Ⓑ ৮১,০০০ টাকা
Ⓒ ৮৯,০০০ টাকা Ⓓ ৯২,০০০ টাকা Ans Ⓒ

10. তানিশা এন্ড কোং এর নিট লাভের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা। বছরান্তে মজুত পণ্যের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেলে এবং প্রদেয় হিসাবের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা হ্রাস পেলে পরিচালন কার্যক্রম থেকে নিট নগদ প্রবাহের পরিমাণ কত? [RAJ-16]
Ⓐ ১,৭০,০০০ টাকা Ⓑ ১,৯০,০০০ টাকা
Ⓒ ২,১০,০০০ টাকা Ⓓ ২,৩০,০০০ টাকা Ans Ⓐ

11. ইরারা লি. এর নিট লাভ ১২,০০০ টাকা, প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি ২,০০০ টাকা, বিনিয়োগ বিক্রয়জনিত লাভ ৫০০ টাকা, স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় ১,৫০০ টাকা। ইরার লি. এর পরিচালন কর্মকাণ্ড হতে নগদ প্রবাহের পরিমাণ কত? [COM-16]
Ⓐ ১১,০০০ টাকা Ⓑ ১২,০০০ টাকা
Ⓒ ১৩,৫০০ টাকা Ⓓ ১৫,৫০০ টাকা Ans Ⓐ

12. নিচের কোনটি থেকে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থের আগমন ও নির্গমন সম্পর্কে জানা যায়? [BAR-16]
Ⓐ নগদান বই Ⓑ প্রাপ্তি-প্রদান হিসাব
Ⓒ নগদ প্রবাহ বিবরণী Ⓓ নগদ বিবরণী Ans Ⓒ

Step 5 — NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. সান কোং এর ২০২০ সালের আয় বিবরণীতে পরিচালনা-সংক্রান্ত খরচ ছিল ৯,০০,০০০ টাকা। চলতি বছরে অগ্রিম খরচাবলি হ্রাস পেয়েছিল ৬০,০০০ টাকা। ২০২০ সালের পরিচালনা-সংক্রান্ত খরচের জন্য নগদ প্রদানের পরিমাণ কত?
Ⓐ ৯,৬০,০০০ টাকা Ⓑ ৯,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৮,৪০,০০০ টাকা Ⓓ ৬০,০০০ টাকা Ans Ⓒ

02. শেয়ারহোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ প্রদান নগদ প্রবাহ বিবরণীর কোন শ্রেণির কার্যাবলি?
Ⓐ পরিচালন কার্যক্রম Ⓑ বিনিয়োগ কার্যক্রম
Ⓒ অপরিচালন কার্যক্রম Ⓓ অর্থায়ন কার্যক্রম Ans Ⓓ

03. পরিচালন কার্যক্রমের নগদ প্রবাহ বিবরণীতে নিচের কোনটি অন্তর্ভুক্ত হয় না?
Ⓐ অবচয় Ⓑ চলতি দায় হ্রাস
Ⓒ চলতি সম্পত্তি হ্রাস Ⓓ শেয়ার ইস্যু Ans Ⓓ

04. নগদ প্রবাহ বিবরণীতে কয়টি কার্যাবলি থেকে অর্থের আগমন ও নির্গমন ঘটে?
Ⓐ ৪টি Ⓑ ৩টি Ⓒ ২টি Ⓓ ১টি Ans Ⓑ

05. অনগদ দফা কোনটি?
Ⓐ প্রাথমিক খরচাপাতি Ⓑ অবচয় খরচ
Ⓒ অগ্রিম বিমা Ⓓ অনুপার্জিত আয় Ans Ⓑ

06. অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের নগদ প্রবাহের উদাহরণ কোনটি?
Ⓐ খরিদ্দার থেকে প্রাপ্তি Ⓑ নগদে লভ্যাংশ প্রদান
Ⓒ যন্ত্রপাতি ক্রয় Ⓓ অবচয় খরচ Ans Ⓑ

07. নিচের তথ্যগুলোর আলোকে পরোক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রম থেকে নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় কর:- নিট আয় ১,৩২,০০০ টাকা, প্রদেয় হিসাব বৃদ্ধি ১০,০০০ টাকা, মজুত পণ্য হ্রাস ৭,০০০ টাকা এবং প্রাপ্য হিসাবের বৃদ্ধি ১০,০০০ টাকা।
Ⓐ ১,০৪,০০০ টাকা Ⓑ ১,১২,০০০ টাকা
Ⓒ ১,২৫,০০০ টাকা Ⓓ ১,৩৯,০০০ টাকা Ans Ⓓ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

[illegible] IAS-7-এর মাধ্যমে নগদ প্রবাহ বিবরণীকে [illegible] বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়?
[illegible] Ⓑ ১৯২৯ সালে
[illegible] Ⓓ ১৯৯৪ সালে Ans Ⓒ

[illegible] কোম্পানির জন্য নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতকরণ [illegible] হয়েছে?
[illegible] কোম্পানি
[illegible] তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
[illegible] কোম্পানির ক্ষেত্রে
[illegible] অ-তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি Ans Ⓑ

[illegible] কার্যক্রমের নগদ প্রবাহ নয়?
[illegible] প্রদান Ⓑ পণ্যের জন্য পাওনাদারকে প্রদান
[illegible] প্রদান Ⓓ লভ্যাংশ প্রদান Ans Ⓓ

[illegible] বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নয়?
[illegible] বিক্রয় বাবদ নগদ প্রাপ্তি
[illegible] প্রদত্ত ঋণের আসল আদায়
[illegible] পুনঃবিক্রয় বাবদ প্রাপ্তি
[illegible] প্রাপ্তি Ans Ⓓ

12. দালাল বন্ধকের মাধ্যমে ঋণ নেয়া হলো ১,২০,০০০ টাকা। এটি নগদ প্রবাহ বিবরণীর কোথায় দেখাতে হবে?
Ⓐ পরিচালন কার্যক্রমে নগদ প্রবাহে Ⓑ অনগদ অর্থায়ন ও বিনিয়োগ কার্যক্রমে
Ⓒ অর্থায়ন কার্যক্রমে নগদ প্রবাহে Ⓓ বিনিয়োগ কার্যক্রমে নগদ প্রবাহে Ans Ⓒ

13. নিচের কোনটি পরিচালন কার্যক্রমে নগদ প্রবাহের উদাহরণ?
Ⓐ লভ্যাংশ প্রদান Ⓑ দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুদ প্রদান
Ⓒ আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় Ⓓ সিকিউরিটিজ ক্রয় Ans Ⓑ

14. অর্থায়ন কার্যক্রমের নগদ প্রবাহের উদাহরণ কোনটি?
Ⓐ নগদে সরঞ্জাম ক্রয় Ⓑ সুদ প্রদান
Ⓒ সিকিউরিটিজ ক্রয় Ⓓ বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে নগদ প্রাপ্তি Ans Ⓓ

15. কোনটি নগদ প্রবাহ বিবরণীর অর্থায়ন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত?
Ⓐ লভ্যাংশ প্রদান
Ⓑ স্থায়ী সম্পত্তির বিনিময়ে শেয়ার ইস্যু
Ⓒ দীর্ঘমেয়াদি নোটের সুদ প্রদান
Ⓓ প্যাটেন্ট ক্রয় Ans Ⓐ

16. চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে সচল থাকার জন্য একটি কোম্পানির পর্যাপ্ত সৃষ্টি করার ক্ষমতা পরিমাপক হলো — দ্বারা নিট নগদ সরবরাহ।
Ⓐ অর্থায়ন কার্যাবলি Ⓑ বিনিয়োগী কার্যাবলি
Ⓒ পরিচালন কার্যাবলি Ⓓ প্রক্রিয়াকরণ কার্যাবলি Ans Ⓒ

Type 2 নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের পদ্ধতি

Step 1 BASIC INFORMATION

নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের পদ্ধতি সমূহ (Method of Preparing Cash Flow Statement) :
নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের পদ্ধতি প্রধানত ২টি। যথা- ক. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এবং খ. পরোক্ষ পদ্ধতি
প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এবং পরোক্ষ পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্য শুধু পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে অর্থাৎ এই দুইটি পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে ভিন্নতা থাকলেও বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ এবং অর্থসংক্রান্ত কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে কোন ভিন্নতা নেই।

পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের নিয়ম (Indirect Method of Preparing Cash Flow Statement) :
পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নগদ কার্যক্রমকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়। নিম্নে পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের নিয়ম আলোচনা করা হলো।

পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ : পরোক্ষ পদ্ধতিতে নিট আয়ের সাথে চলতি সম্পদের পার্থক্য, চলতি দায়ের পার্থক্য এবং অনগদ লেনদেন (যেমন- অবচয়, অবলোপন এবং স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়ের লাভ/ক্ষতি ইত্যাদি) সমন্বয় করে ব্যবসায়িক কার্যাবলি হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয় করা হয়। নিট আয়ের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সমন্বয় করা হয় :

নগদ আন্তঃপ্রবাহ	নগদ বহিঃপ্রবাহ
১. অনগদ লেনদেন (যেমন- অবচয়, অবলোপন ও স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়ের ক্ষতি) যোগ করা হয়।	১. স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত মুনাফা বিয়োগ করা হয়।
২. চলতি সম্পদের (মজুত পণ্য, দেনাদার, প্রাপ্য বিল, প্রাপ্য নোট, অগ্রিম খরচ এবং অনাদায়ী আয়) হ্রাস যোগ করা হয়।	২. চলতি সম্পদের (প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য নোট, মজুত পণ্য, অগ্রিম খরচ, বকেয়া আয়, ইত্যাদি) বৃদ্ধি বিয়োগ করা হয়।
৩. চলতি দায়ের (পাওনাদার, প্রদেয় বিল, প্রদেয় নোট, বকেয়া খরচ, অগ্রিম আয়) বৃদ্ধি যোগ করা হয়।	৩. চলতি দায়ের (প্রদেয় হিসাব, প্রদেয় নোট, বকেয়া খরচ, অগ্রিম আয় ইত্যাদি) হ্রাস বিয়োগ করা হয়।

বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ : নগদ প্রবাহ বিবরণীর এ অংশে স্থায়ী সম্পদের নগদে ক্রয়, নগদে বিক্রয়, অন্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় এবং ঋণ প্রদান এবং ঋণ আদায় দেখানো হয়। বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয়ের জন্য বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট আন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহের মধ্যে পার্থক্য করতে হয়। যেমন :
স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় করলে, বিনিয়োগকৃত শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয় এবং ঋণের টাকা আদায় করলে নগদ আন্তঃ প্রবাহ হয় যা নগদ প্রবাহ বিবরণীতে যোগ করা হয়।
স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করলে, অন্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয় করলে এবং অন্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করলে নগদ বহিঃ প্রবাহ হয় যা নগদ প্রবাহ বিবরণীতে বিয়োগ করা হয়।

অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ : নগদ প্রবাহ বিবরণীর এ অংশে নগদে শেয়ার ইস্যু, বন্ড বা ঋণপত্র ইস্যু এবং বন্ড, অগ্রাধিকার শেয়ার প্রত্যার্পণ ও লভ্যাংশ প্রদান দেখানো হয়।
নগদে শেয়ার ইস্যু, বন্ড বা ঋণপত্র ইস্যু এবং অগ্রাধিকার শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদ আন্তঃ প্রবাহ হয় যা নগদ বিবরণীতে যোগ করা হয়।
ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধ, অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি প্রত্যার্পণ এবং লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে নগদ বহিঃ প্রবাহ হয় যা নগদ প্রবাহ বিবরণীতে বিয়োগ করা হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী (নমুনা ছক) :

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

নগদ প্রবাহ বিবরণী (পরোক্ষ পদ্ধতিতে)

২০ ...... সালের ...... তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ :		
নিট আয়		**
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট আয়কে নিট নগদ প্রবাহে পরিণত করার সমন্বয়সমূহ :		
(+) স্থায়ী সম্পদের অবচয়, অবলোপন এবং শূণ্যীকরণ ব্যয়	**	
(+) স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়ে ক্ষতি	**	
(+) চলতি সম্পদের হ্রাস	**	
(+) চলতি দায়ের বৃদ্ধি	**	
(–) স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়ে লাভ	(**)	
(–) চলতি সম্পদের বৃদ্ধি	(**)	
(–) চলতি দায়ের হ্রাস	(**)	
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি/ব্যবহার		**/(**)
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ :		
(+) স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়	**	
(+) অন্য কোম্পানির শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়	**	
(+) অন্য কোম্পানিকে প্রদত্ত ঋণের আসল আদায়	**	
(–) স্থায়ী সম্পদ ক্রয়	(**)	
(–) অন্য কোম্পানির শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়	(**)	
(–) অন্য কোম্পানিকে প্রদত্ত ঋণ	(**)	
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি/ব্যবহার		**/(**)
অর্থসংস্থান কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ :		
(+) সাধারণ বা ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যু	**	
(+) অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু	**	
(+) বন্ড বা ঋণপত্র ইস্যু	**	
(–) লভ্যাংশ প্রদান	(**)	
(–) বন্ড বা ঋণপত্র প্রত্যর্পণ/অগ্রাধিকার শেয়ার প্রত্যর্পণ	(**)	
অর্থসংস্থান কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি/ব্যবহার		**/(**)
নিট নগদ বৃদ্ধি/হ্রাস		**
যোগ-প্রারম্ভিক নগদ উদ্বৃত্ত		**
সমাপনী নগদ উদ্বৃত্ত		**

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের নিয়ম (Direct Method of Preparing Cash Flow Statement) :

পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ পদ্ধতি মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে কিন্তু বিনিয়োগ ও অর্থায়ন কার্যক্রমে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে পদ্ধতি দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। পরোক্ষ পদ্ধতিতে, বকেয়া ভিত্তি থেকে নগদান ভিত্তিতে রূপান্তর করার জন্যে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ অনগদ লেনদেন (অবচয়, অবলোপন, অবল্প... স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি এবং স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত মুনাফা) নিট আয়ের সাথে সমন্বয় করে পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় করা হয়। অপর প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে, আয় বিবরণীর প্রতিটি দফা সমন্বয় করে বকেয়া ভিত্তি থেকে নগদান ভিত্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় করা হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণীর নমুনা ছক :

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

নগদ প্রবাহ বিবরণী (প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে)

২০...... সালের ...... তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	টাকা	টাকা
পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ :		
ক. নগদ প্রাপ্তিসমূহ :		
পণ্য বিক্রয় ও প্রদত্ত সেবা বাবদ প্রাপ্তি (দেনাদারদের/গ্রাহকের কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তি)		**
সুদ প্রাপ্তি		**
লভ্যাংশ প্রাপ্তি		**
খ. নগদ পরিশোধসমূহ :		
পণ্য ক্রয় বাবদ প্রদান (সরবরাহকারীকে নগদ পরিশোধ)	**	
পরিচালন ব্যয়ের জন্য পরিশোধ	**	
সুদের জন্য পরিশোধ	**	
আয়কর বাবদ পরিশোধ	**	(**)
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি বা ব্যবহার		**/(**)
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ :		
(+) স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়	**	
(+) অন্য কোম্পানির শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়	**	
(+) অন্য কোম্পানিকে প্রদত্ত ঋণের আসল আদায়	**	
(–) স্থায়ী সম্পদ ক্রয়	(**)	
(–) অন্য কোম্পানির শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়	(**)	
(–) অন্য কোম্পানিকে প্রদত্ত ঋণ	(**)	
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি/ব্যবহার		**/(**)
অর্থসংস্থান কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ :		
(+) সাধারণ বা ইকুইটি শেয়ার ইস্যু	**	
(+) অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু	**	
(+) বন্ড বা ঋণপত্র ইস্যু	**	
(–) লভ্যাংশ প্রদান	(**)	
(–) বন্ড বা ঋণপত্র প্রত্যার্পণ/অগ্রাধিকার শেয়ার প্রত্যার্পণ	(**)	
অর্থসংস্থান কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি/ব্যবহার		**/(**)
নিট নগদ বৃদ্ধি/হ্রাস		**
যোগ-প্রারম্ভিক নগদ উদ্বৃত্ত		**
সমাপনী নগদ উদ্বৃত্ত		**

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের জন্যে নিম্নের বিষয়গুলোর গণনা কার্য নির্ণয় করতে হয় :

১. ক্রেতাদের কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তি নির্ণয় :

	টাকা
বিক্রয়	**
যোগ-প্রাপ্য হিসাব হ্রাস	**
	**
বাদ-প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি	**
দেনাদারের কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তি	**

২. নগদ পরিশোধ : অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সাথে প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী নগদ খরচসমূহ একত্রিত করে অর্থ পরিশোধ নির্ণয় করা হয়।

৩. সরবরাহকারীকে নগদ পরিশোধ :

ক্রয় পরিমাণ নির্ণয় : পাওনাদারকে নগদ পরিশোধ নির্ণয় :

	টাকা
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	**
যোগ-সমাপনী মজুত পণ্য	**
	**
বাদ-প্রারম্ভিক মজুত পণ্য	**
ক্রয়	**

	টাকা
ক্রয়	**
যোগ-প্রদেয় হিসাব হ্রাস	**
	**
বাদ-প্রদেয় হিসাব বৃদ্ধি	**
পাওনাদারকে নগদ পরিশোধ	**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

খ. পরিচালন খরচের জন্য নগদ প্রদান নির্ণয় :

	টাকা	টাকা
অবচয় ব্যতীত পরিচালন খরচ		**
যোগ-প্রদেয় খরচ হ্রাস		**
অগ্রিম খরচ বৃদ্ধি		**
		**
অথবা-বিয়োগ-প্রদেয় খরচ বৃদ্ধি	**	
অগ্রিম খরচ হ্রাস	**	**
পরিচালন খরচের জন্য নগদ প্রদান		**

গ. সুদ খরচের জন্য নগদ প্রদান নির্ণয় :

	টাকা
সুদ খরচ	**
যোগ-প্রদেয় সুদ হ্রাস	**
	**
অথবা-বিয়োগঃ প্রদেয় সুদ বৃদ্ধি	**
সুদ খরচের জন্য নগদ প্রদান	**

ঘ. আয়করের জন্য নগদ প্রদান নির্ণয় :

	টাকা
আয়কর	**
যোগ-প্রদেয় আয়কর হ্রাস	**
	**
অথবা-বিয়োগ-প্রদেয় আয়কর বৃদ্ধি	**
আয়করের জন্য নগদ প্রদান	**

Super Tips:

- **একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে,** প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে অনগদ লেনদেনগুলোর যেমন : অবচয়, অবলোপনসমূহের জন্য কোনো সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় না। শুধু নগদ-সংক্রান্ত লেনদেনগুলো প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে সমন্বয় করা হয়।
- **তাৎপর্যপূর্ণ অনগদ লেনদেন যা নগদ প্রবাহ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় না :**
  ১. শেয়ারকে স্টকে রূপান্তর ২. শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় ৩. বোনাস শেয়ার ইস্যু

Step 2 — At a Glance : Most Important Information

- নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করার পদ্ধতি দুইটি। যথা : **১. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এবং ২. পরোক্ষ পদ্ধতি।**
- নগদ প্রবাহ বিবরণী একটি - **কালান্তিক বিবরণী অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় শেষে এটি তৈরি করা হয়।**
- বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করার পর- **নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।**
- নগদ প্রবাহ বিবরণী বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণীর- **তথ্যের উপর নির্ভর করে রচিত।**
- পরোক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ শুরু করা হয়- **নিট মুনাফা থেকে।**
- প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ শুরু করা হয়- **রাজস্ব আয় থেকে।**
- পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করতে অনুসরণ করতে হয়- **৩টি ধাপ।**
- বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহের মধ্যে দেখানো হয়- **স্থায়ী সম্পদ অর্জন, বিনিয়োগ ক্রয়-বিক্রয় এবং স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় ইত্যাদি।**
- সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নগদ প্রাপ্তি বলা হয়- **অর্থায়ন কার্যাবলির নগদ প্রাপ্তিকে।**
- অর্থায়ন কার্যাবলি থেকে নগদ প্রবাহের ওপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়- **প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সামর্থ্য।**
- গুরুত্বপূর্ণ অনগদ কার্যক্রম – **লভ্যাংশ বাবদ শেয়ারইস্যু, বন্ডকে শেয়ারে রূপান্তর, শেয়ারের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় ইত্যাদি।**
- অনগদ ব্যয়- **অবচয়, অবলোপন, শূন্যকরণ।**
- নগদে সাধারণ বা অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু এবং বন্ড বা ঋণপত্র ইস্যু যোগ করে দেখানো হয়- **অর্থায়ন কার্যাবলি থেকে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে।**
- অর্থায়ন কার্যাবলি থেকে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে বিয়োগ করে দেখানো হয়- **লভ্যাংশ প্রদান।**
- প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে বিয়োগ করে দেখানো হয়- **নির্দিষ্ট সময়ের নগদ প্রাপ্তি থেকে ঐ সময়ের নগদ প্রদান।**
- প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে- **নগদ আন্তঃপ্রবাহের মধ্যে দেনাদারের কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তি, সুদ ও লভ্যাংশ প্রাপ্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়।**
- পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতে- **বকেয়া ভিত্তিক হিসাবব্যবস্থা নগদান ভিত্তিতে রূপান্তরিত হয়।**
- FASB –এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রত্যক্ষ পদ্ধতির পরিচালন কার্যক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়- **সুদ ও লভ্যাংশ প্রাপ্তি।**

Step 3 — বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

01. নিচের কোনটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে তৈরিকৃত নগদ প্রবাহ বিবরণীতে দেখানো হয়?
[DU : 17-18]
Ⓐ আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত ক্ষতি
Ⓑ বাকিতে পণ্য বিক্রয়
Ⓒ অবচয়
Ⓓ সরবরাহকারীকে নগদ প্রদান

D Solve সরবরাহকারীকে নগদ প্রদান প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে তৈরিকৃত নগদ প্রবাহ বিবরণীতে দেখানো হয়। সকল প্রকার নগদ লেনদেন প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে দেখানো হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. লভ্যাংশ প্রদান Cash Flow Statement এর কোন Section এ দেখানো
[CU : 22-23]
Ⓐ Operating Section Ⓑ Investment Section
Ⓒ Financing Section Ⓓ B এবং C
Ⓔ Cash Flow Statement এ দেখানো হয় না

C Solve লভ্যাংশ প্রদান নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash F Statement) এর অর্থায়ন কার্যক্রম (Financing Section) এ দেখানো হ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

...সালে মুনকলির পরিচালন মুনাফা ১ ৮৫,৫০০ টাকা, অবচয় ৩১,২০০ ...নগদে প্রদান ও মজুত বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ২৬,৬০০ ও ৪০,৩০০ টাকা। ...অপরিবর্তিত। অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে নগদ প্রবাহের পরিমাণ ...টাকা? [JnU : 19-20]

...২৫,০৪০০
Ⓑ ২,৮৩,৬০০
Ⓒ ১,৪৯,৮০০
...২০,৫০০০
Ⓔ ২,৪৩,৩০০

Ⓒ Solve ...প্রবাহ = (পরিচালন মুনাফা – নগদ প্রদান + অবচয় – মজুত বৃদ্ধি)
= (১,৮৫,৫০০ – ২৬,৬০০ + ৩১,২০০ – ৪০,৩০০) = ১,৪৯,৮০০ টাকা

...খরচটির জন্য নগদ অর্থ ব্যয় হয় না? [JUST 19-20; JnU : 15-16]
...অবচয়
Ⓑ ভাড়া
...
Ⓓ অগ্রিম বিমা খরচ

Ⓐ Solve এমন কিছু ব্যয় আছে যেগুলোর জন্য নগদ অর্থ ব্যয় হয় না। ...: অবচয়, অবলোপন, কারবারি বাট্টা ইত্যাদি।

03. সরাসরি পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণীতে নিম্নের কোনটি রিপোর্ট করা হয়- [PUST : 19-20]
Ⓐ দালান বিক্রয়ের ক্ষতি
Ⓑ প্রাপ্য হিসাবের বৃদ্ধি
Ⓒ অবচয় ব্যয়
Ⓓ সাপ্লাইয়ারকে নগদ প্রদান

Ⓓ Solve সরাসরি পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণীতে সকল নগদ হিসাব নিয়ে কাজ করা হয়। কোনো প্রকার চলতি সম্পদ ও দায় ও অনগদ ব্যয় আনা হয় না।

04. মনে কর, বকেয়াভিত্তিক হিসাব পদ্ধতিতে কোনো কোম্পানির বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৩,০০,০০০ টাকা। বাকিতে বিক্রয় ২০,০০০ টাকা এবং মজুত পণ্য ৫০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেলে, পণ্য বাবদ নগদে কত টাকা পরিশোধ করবে? [JnU : 15-16]
Ⓐ ৩,৭০,০০০ টাকা
Ⓑ ২,৩০,০০০ টাকা
Ⓒ ২,৭০,০০০ টাকা
Ⓓ ৩,৩০,০০০ টাকা
Ans Ⓓ

05. লভ্যাংশ প্রদান নগদ প্রবাহ বিবরণীর পরোক্ষ পদ্ধতিতে কোন কার্যকলাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়? [MBSTU : 15-16]
Ⓐ পরিচালন কার্যকলাপ
Ⓑ অর্থায়ন কার্যকলাপ
Ⓒ বিনিয়োগ কার্যকলাপ
Ⓓ আন্তঃপ্রবাহ কার্যকলাপ

Ⓑ Solve লভ্যাংশ প্রদান নগদ প্রবাহ বিবরণীতে অর্থায়ন কার্যকলাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থায়ন কার্যকলাপে লভ্যাংশ প্রদান বিয়োগ করা হয়।

Step 4 সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

...অনগদ লেনদেন? [SYL-21]
...সম্পত্তির অবচয়
Ⓑ সম্পত্তি বিক্রয়
...শেয়ার ইস্যু
Ⓓ ঋণপত্র বিলি
Ans Ⓐ

...পদ্ধতি কোন বিবরণীর পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়? [BAR-19]
...লাভ-ক্ষতি বিবরণী
...রেওয়ামিল
...আর্থিক অবস্থার বিবরণী
...নগদ প্রবাহ বিবরণী
Ans Ⓓ

03. নগদ প্রবাহ বিবরণীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতির পার্থক্য দেখা যায় কোন কার্যক্রমে? [COM-17]
Ⓐ বিনিয়োগ কার্যক্রমে
Ⓑ পরিচালন কার্যক্রমে
Ⓒ অর্থায়ন কার্যক্রমে
Ⓓ কোনো পার্থক্য নেই
Ans Ⓑ

04. প্রদেয় হিসাবের প্রারম্ভিক ও সমাপনী জের যথাক্রমে ২০,০০০ টাকা ও ২২,০০০ টাকা। ধারে ক্রয়ের পরিমাণ ৭০,০০০ টাকা। প্রদেয় হিসাবকে নগদ পরিশোধের পরিমাণ কত টাকা? [COM-17]
Ⓐ ২৬,০০০ Ⓑ ৬৮,০০০ Ⓒ ৭২,০০০ Ⓓ ১,১২,০০০
Ans Ⓑ

Step 5 NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

...২০০৯ সালে ১ জানুয়ারি সুমন এ্যান্ড কোং এর প্রাপ্য হিসাব ছিল ...০০০ টাকা। ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ...০০০ টাকা। ২০০৯ সালের বিক্রয়ের পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা। ...দের কাছ থেকে নগদ গ্রহণের পরিমাণ কত?
...,৮০,০০০ টাকা
Ⓑ ৩,২০,০০০ টাকা
...,০৫,০০০ টাকা
Ⓓ ৪,২০,০০০ টাকা
Ans Ⓑ

...আহমেদ এ্যান্ড সন্স এর ২০১২ সালের প্রদেয় হিসাবের প্রারম্ভিক ও ...উদ্বৃত্ত ছিল ৭০,০০০ টাকা ও ৭৫,০০০ টাকা। ২০১২ সালের ক্রয়ের পরিমাণ ...,৫০,০০০ টাকা। প্রদেয় হিসাবের বিপরীতে নগদ প্রদানের পরিমাণ কত?
...,২৫,০০০ টাকা
Ⓑ ৩,৪৫,০০০ টাকা
...,৫৫,০০০ টাকা
Ⓓ ৪,৯৫,০০০ টাকা
Ans Ⓑ

03. নিম্নের কোন বিষয়টি নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের পরোক্ষ পদ্ধতিতে প্রদর্শিত হয় না?
Ⓐ দালান বিক্রয়ের ক্ষতি
Ⓑ প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি
Ⓒ অপচয় ব্যয়
Ⓓ সরবরাহকারীকে প্রদান
Ans Ⓓ

04. পরিচালন কার্যাবলি হতে প্রাপ্ত নগদ প্রবাহ থেকে মূলধনজাতীয় ব্যয় ও লভ্যাংশ বাদ দেওয়া হলে যা বের হয় তা হলো :
Ⓐ নিট নগদ প্রবাহ
Ⓑ চলতি নগদ প্রবাহ
Ⓒ মুক্ত নগদ প্রবাহ
Ⓓ পরিচালন নগদ প্রবাহ
Ans Ⓒ

05. কোন পদ্ধতিতে নিট মুনাফা বা ক্ষতি নিয়ে নগদ প্রবাহ বিবরণী শুরু করা হয়?
Ⓐ প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে
Ⓑ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতিতে
Ⓒ পরোক্ষ পদ্ধতিতে
Ⓓ নগদ বাজেট পদ্ধতিতে
Ans Ⓒ

Type 3 লিখিত প্রশ্নোত্তর

Step 1 এক কথায় প্রশ্নোত্তর

...পরিচালনা-সংক্রান্ত কার্যক্রম : পরিচালনা-সংক্রান্ত কার্যাবলি বলতে কারবারের প্রধান রাজস্ব আয় উৎপন্নকারী কার্যাবলিকে বোঝায়।
...বিনিয়োগ-সংক্রান্ত কার্যক্রম : দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ এবং বিনিয়োগ অর্জন ক্রয় এবং পরিত্যাগ বা বিক্রয়কে বিনিয়োগ কার্যকলাপ বলে।
...অর্থসংস্থান-সংক্রান্ত কার্যাবলি : International Accounting Standard (IAS)-7 অর্থসংস্থান-সংক্রান্ত কার্যাবলি হলো সেসকল কার্যক্রম যেগুলো কারবারের সাধারণ ...মূলধন এবং ঋণপত্রের আকার ও গঠন প্রকৃতি বদলে দেয়।
...সমূহ নগদ অর্থের বৃদ্ধি বা হ্রাস করে না সেগুলোকে - **অনগদ দফা বলে।**
...কোন ধরনের কোম্পানির জন্য নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে - **স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।**
...পদ্ধতিতে নিট মুনাফা বা ক্ষতি নিয়ে নগদ প্রবাহ বিবরণী শুরু করা হয় - **পরোক্ষ পদ্ধতিতে।**
...পরিচালন কার্যাবলি হতে প্রাপ্ত নগদ প্রবাহ থেকে মূলধনজাতীয় ব্যয় ও লভ্যাংশ বাদ দেওয়া হলে যা বের হয় তা হলো - **মুক্ত নগদ প্রবাহ।**
...প্রতিষ্ঠান হিসেবে সচল থাকার জন্য একটি কোম্পানির পর্যাপ্ত তারল্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা পরিমাপক হলো - **পরিচালন কার্যাবলি দ্বারা নিট নগদ সরবরাহ।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

01. তারল্য (Liquidity) কী?

উত্তর : তারল্য (Liquidity) : প্রতিষ্ঠানের চলতি সম্পদ ব্যবহার করে চলতি দায় মেটানোর সক্ষমতাকে তারল্য বলে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটি কাম্য তারল্য মান থাকে। বর্তমানে তারল্য অবস্থান কাম্য তারল্য মানের সাথে তুলনা করে প্রতিষ্ঠানের তারল্যের বর্তমান অবস্থান অবনতিতে না কি উন্নতিতে তা জানা যায়।

02. নগদ প্রবাহ কাকে বলে?

উত্তর : নগদে ও নগদের সমতুল্য সম্পদের আগমন ও নির্গমনকে নগদ প্রবাহ বলে।

03. নগদ সমতুল্য সম্পদ কাকে বলে?

উত্তর নগদ সমতুল্য সম্পদ বলতে ক্রয়ের তারিখ থেকে তিন মাস বা আর কম সময়ের মধ্যে নগদে রূপান্তরযোগ্য সম্পদকেই বুঝায়।

04. নগদ প্রবাহ বিবরণী বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : নগদ প্রবাহ বিবরণী : কোনো প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে নগদ অর্থের আগমন ও নির্গমনের সমন্বয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাকে নগদ প্রবাহ বিবরণী বলে।

05. নগদান বই (Cash Book) ও নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement) এর পার্থক্য দেখাও।

উত্তর : নগদান বই ও নগদ প্রবাহ বিবরণী এর মধ্যকার পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ :

পার্থক্যের বিষয়	নগদান বই	নগদান প্রবাহ বিবরণী
গুরুত্ব	এটি হিসাবের প্রধান বই, যা জাবেদা ও খতিয়ানে সমন্বয়ের প্রস্তুত করা হয়।	এ বিবরণী বাহ্যিক পক্ষকে তথ্য প্রদানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
প্রকৃতি	নগদান বই একটি বিস্তারিত হিসাব।	এটি নগদ আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ এর সারাংশ।
অনগদ লেনদেন	অনগদ লেনদেন দেখানো হয় না।	অনগদ হিসাব যেমন: অদৃশ্য ও ভুয়া সম্পদের অবলোপন, স্থায়ী সম্পদের অবচয় দেখানো হয়।
প্রস্তুতির সময়	চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের পূর্বে এটি প্রস্তুত করা হয়।	চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের পর এটি প্রস্তুত করা হয়।

06. প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণীর নগদ আগমন নগদ নির্গমন-সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ লেখ।

উত্তর :

নগদ আগমন-সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ	নগদ নির্গমন-সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ
i. পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদান করে নগদ প্রাপ্তি ii. লভ্যাংশ, সুদ প্রাপ্তি, রয়ালটি (Royality), ফিস, কমিশন এবং অন্যান্য খাত থেকে নগদ প্রাপ্ত আয়	i. পণ্য ক্রয়ের জন্য সরবরাহকারীকে নগদ প্রদান ii. সেবা প্রদানের জন্য কর্মচারীদের নগদ প্রদান iii. আয়করের জন্য নগদ প্রদান iv. ঋণদাতাকে ঋণের সুদ প্রদান

07. স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত লাভ কী?

উত্তর : ব্যবহারের অনুপযোগী বা অপ্রচলিত কোনো স্থায়ী সম্পত্তির পুস্তক মূল্য (Book Value) থেকে বিক্রয়মূল্য অধিক হয়, তখন স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত লাভের উৎপত্তি হয়। স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত লাভ = সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য − সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সম্পত্তির পুস্তকমূল্য।

08. স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত ক্ষতি কী?

উত্তর : ব্যবহারের অনুপযোগী বা অপ্রচলিত কোনো স্থায়ী সম্পত্তির পুস্তকমূল্য থেকে বিক্রয়মূল্য কম হয়, তখন স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত ক্ষতির উৎপত্তি হয়। স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত ক্ষতি = সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সম্পত্তির পুস্তকমূল্য − সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য।

Type 4 গাণিতিক সমস্যাবলি

Step 1 প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

• গ্রাহকদের নিকট থেকে নগদ প্রাপ্তি = নিট বিক্রয় + { + প্রাপ্য হিসাব হ্রাস অথবা − প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি }

• সরবরাহকারীদেরকে নগদ প্রদান = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + { + মজুত পণ্য বৃদ্ধি অথবা − মজুত পণ্য হ্রাস } + { + প্রদেয় হিসাব হ্রাস অথবা − প্রদেয় হিসাব বৃদ্ধি }

Step 2 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

01. মাসুদ লি: এর ২০২২ সালের সুদ খরচ ২৫,০০০ টাকা, প্রদেয় সুদ ১লা জানুয়ারি ৪,০০০ টাকা এবং প্রদেয় সুদ ৩১শে ডিসেম্বর, ৯,০০০ টাকা হলে সুদ বাবদ নগদ প্রদান কত?

সমাধান : সুদ বাবদ নগদ প্রদান = (প্রারম্ভিক বকেয়া সুদ + সুদ খরচ − সমাপনী বকেয়া সুদ) = (৪,০০০ + ২৫,০০০ − ৯,০০০) = ২০,০০০ টাকা।

02. বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা; প্রারম্ভিক প্রাপ্য হিসাব ৪০,০০০ টাকা; সমাপনী প্রাপ্য হিসাব ৬৫,০০০ টাকা; ক্রেতা/গ্রাহকদের নিকট থেকে নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ কত?

সমাধান : গ্রাহকদের নিকট থেকে নগদ প্রাপ্তি = নিট বিক্রয় + { + প্রাপ্য হিসাব হ্রাস অথবা − প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি }

দেওয়া আছে, প্রারম্ভিক প্রাপ্য হিসাব ৪০,০০০ টাকা এবং সমাপনী প্রাপ্য হিসাব ৬৫,০০০ টাকা; অতএব, প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি ২৫,০০০ টাকা।

∴ গ্রাহকদের নিকট থেকে নগদ প্রাপ্তি = ১,০০,০০০ − ২৫,০০০ = ৭৫,০০০ টাকা।

CamScanner

...পণ্যের ব্যয় ৫,০০০ টাকা। প্রারম্ভিক মজুতের তুলনায় সমাপনী মজুতের পরিমাণ ১,০০০ টাকা বেশি এবং প্রারম্ভিক প্রদেয় হিসাবের তুলনায় সমাপনী প্রদেয় ... ৫০০ টাকা কম। উক্ত তিনমাসে সরবরাহকারীদেরকে নগদ প্রদানের পরিমাণ কত?

... সরবরাহকারীদেরকে নগদ প্রদান = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + {+ মজুত পণ্য বৃদ্ধি অথবা − মজুত পণ্য হ্রাস} + {+ প্রদেয় হিসাব হ্রাস অথবা − প্রদেয় হিসাব বৃদ্ধি}

∴ সরবরাহকারীদেরকে নগদ প্রদান = ৫,০০০ + ১,০০০ + ৫০০ = ৬,৫০০ টাকা

... ব্যয় ৬০,০০০ টাকা। অগ্রিম ব্যয় হ্রাস ২,০০০ টাকা এবং বকেয়া ব্যয় হ্রাস ৩,০০০ টাকা। অবচয় ব্যয় ৫০০ টাকা হলে পরিচালন ব্যয় বাবদ নগদ প্রদানের পরিমাণ কত?

... পরিচালন ব্যয় বাবদ নগদ প্রদান = পরিচালন ব্যয় − অনগদ পরিচালন ব্যয় + {+ অগ্রিম ব্যয় বৃদ্ধি অথবা − অগ্রিম ব্যয় হ্রাস} + {+ বকেয়া ব্যয় হ্রাস অথবা − বকেয়া ব্যয় বৃদ্ধি}

∴ পরিচালন ব্যয় বাবদ নগদ প্রদান = ৬০,০০০ − ৫০০ − ২,০০০ + ৩,০০০ = ৬০,৫০০ টাকা

③ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর

... ২০১৮ তারিখে নগদ জমার উদ্বৃত্ত ছিল ২৫,০০০ টাকা। উক্ত বছরে ... নিট আয় ৩০,০০০ টাকা, সাধারণ শেয়ার ইস্যু ৭০,০০০ টাকা, ... প্রদান ১২,০০০ টাকা, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগপত্র ক্রয় ১,৬০,০০০ ... ভূমি বিক্রয় ৮০,০০০ টাকা, বিগত বছরের প্রাপ্য হিসাবের জের ১০,০০০ টাকা, চলতি বছরের প্রাপ্য হিসাবের জের ২৮,০০০ টাকা, অবচয় ১০,০০০ টাকা। পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহের পরিমাণ কত? [... ১৯-২০]

Ⓐ [illegible] টাকা Ⓑ ১৮,০০০ টাকা Ⓒ ২০,০০০ টাকা Ⓓ ২২,০০০ টাকা

Ⓓ Solve পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ =

নিট আয় =	৩০,০০০
+ অবচয়	১০,০০০
− প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি (২৮,০০০ − ১০,০০০)	১৮,০০০
নিট নগদ প্রবাহ	২২,০০০ টাকা

... নিট আয় ১,৪৫,০০০ টাকা, অবচয় ৯,০০০ টাকা, সরঞ্জাম বিক্রয়ে ক্ষতি ৩,০০০ টাকা, দেনাদার হ্রাস পেয়েছে ১০,০০০ টাকা, মজুতপণ্য ও অগ্রিম ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫,০০০ টাকা ও ৪,০০০ টাকা। পরোক্ষ পদ্ধতিতে, ... কার্যক্রমের মাধ্যমে নিট কী পরিমাণ নগদ টাকা সরবরাহ হয়েছে? [... ১৯-২০]

Ⓐ [illegible] টাকা Ⓑ ১১২,০০০ টাকা
Ⓒ ১৫৮,০০০ টাকা Ⓓ ১,৩৬,০০০ টাকা

Ⓒ Solve প্রশ্নে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পরোক্ষ পদ্ধতিতে, পরিচালন কার্যক্রমে নিট নগদ সরবরাহ = নিট আয় + অবচয় + সরঞ্জাম বিক্রয়ে ক্ষতি + দেনাদার (চলতি সম্পত্তি) হ্রাস − মজুতপণ্য বৃদ্ধি − অগ্রিম ব্যয় বৃদ্ধি

= (১,৪৫,০০০ + ৯,০০০ + ৩,০০০ + ১০,০০০ − ৫,০০০ − ৪,০০০)
= ১৫৮,০০০ টাকা।

... কোম্পানির সম্পদ, ব্যাংক... ও যন্ত্রপাতির তথ্যাদি নিম্নরূপ: [... ১৬-১৭]

	৩১/১২/২০১৫	৩১/১২/২০১৬
[illegible]	৭,৫০,০০০ টাকা	৬,০০,০০০ টাকা
...ত অবচয়	২,৫০,০০০ টাকা	১,৫০,০০০ টাকা
...মূল্য	৫,০০,০০০ টাকা	৪,৫০,০০০ টাকা

নিট বইমূল্য ৭৫,০০০ টাকার (মূল ব্যয় ৯০,০০০ টাকা) যন্ত্রপাতি ৩০,০০০ টাকায় সংশ্লিষ্ট বছরে বিক্রয় করা হয়। সংশ্লিষ্ট বছরে বিনিয়োগসংক্রান্ত কার্যকলাপ থেকে নগদ প্রবাহ কত হবে?

Ⓐ ৯৫,০০০ টাকা অন্তঃপ্রবাহ Ⓑ ২,১০,০০০ টাকা অন্তঃপ্রবাহ
Ⓒ ২,১০,০০০ টাকা বহিঃপ্রবাহ Ⓓ ৯৫,০০০ টাকা বহিঃপ্রবাহ
Ⓔ ৮০,০০০ টাকা বহিঃপ্রবাহ

Ⓒ Solve

যন্ত্রপাতি হিসাব

প্রারম্ভিক জের	৬,০০,০০০	যন্ত্রপাতি বিক্রয় (বিক্রীত যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য)	৯০,০০০
যন্ত্রপাতি ক্রয়	২,৪০,০০০	সমাপনী জের	৭,৫০,০০০
	৮,৪০,০০০		৮,৪০,০০০

যেহেতু সংশ্লিষ্ট বছরে যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ নগদ প্রদান করা হয়েছে ২,৪০,০০০ টাকা এবং যন্ত্রপাতি বিক্রয় বাবদ নগদ পাওয়া গেছে ৩০,০০০ টাকা, সেহেতু নগদ বহিঃপ্রবাহ হয়েছে (২,৪০,০০০ − ৩০,০০০) = ২,১০,০০০ টাকা।

৬৪. মনে কর, বকেয়াভিত্তিক হিসাব পদ্ধতিতে কোনো কোম্পানির বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৩,০০,০০০ টাকা। বাকিতে ক্রয় ২০,০০০ টাকা এবং মজুত পণ্য ৫০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেলে, পণ্য বাবদ নগদে কত টাকা পরিশোধ করবে? [জবি ১৫-১৬]

Ⓐ ৩,৭০,০০০ টাকা Ⓑ ২,৩০,০০০ টাকা
Ⓒ ২,৭০,০০০ টাকা Ⓓ ৩,৩০,০০০ টাকা

Ⓓ Solve পণ্য বাবদ নগদে পরিশোধ দ্বারা পাওনাদার বা সরবরাহকারীদেরকে নগদ প্রদানকে বোঝায়।

সরবরাহকারীদেরকে নগদ প্রদান

= বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + {+ মজুত পণ্য বৃদ্ধি অথবা − মজুত পণ্য হ্রাস} {+ প্রদেয় হিসাব হ্রাস অথবা − প্রদেয় হিসাব বৃদ্ধি}

উদ্দীপকের তথ্যমতে বাকিতে ক্রয় দ্বারা প্রদেয় হিসাব বৃদ্ধি বোঝাচ্ছে।

∴ সরবরাহকারীদেরকে নগদ প্রদান = ৩,০০,০০০ + ৫০,০০০ − ২০,০০০
= ৩,৩০,০০০ টাকা।

SELF TEST

Part-1 : MCQ
Part-2 : Written

Part-1 MCQ

01. International Accounting Standard (IAS-7) অনুযায়ী কোন বিবরণী তৈরি করা হয়?
Ⓐ নগদ প্রবাহ বিবরণী Ⓑ আয় বিবরণী
Ⓒ আর্থিক অবস্থার বিবরণী Ⓓ মুনাফা সংক্রান্ত কার্যকলাপ

02. IAS-7 অনুযায়ী নগদ প্রবাহ বিবরণীর প্রস্তুতের অংশ নয় কোনটি?
Ⓐ অর্থসংক্রান্ত কার্যকলাপ Ⓑ বিনিয়োগ-সংক্রান্ত কার্যাবলি
Ⓒ পরিচালনা-সংক্রান্ত কার্য Ⓓ মুনাফা সংক্রান্ত কার্যকলাপ

03. পরিচালন নগদ প্রবাহ নির্ণয়ের জন্য আয় বিবরণীর প্রতিটি অনগদ দফাকে নীট লাভের সাথে সমন্বয় করে নগদান ভিত্তিতে রূপান্তর করা হয় কোন পদ্ধতিতে:
Ⓐ মিশ্র পদ্ধতি Ⓑ পরোক্ষ পদ্ধতি
Ⓒ নীট পদ্ধতি Ⓓ প্রত্যক্ষ পদ্ধতি

04. নগদে শেয়ার ইস্যু, লভ্যাংশ প্রদান এবং ঋণপত্র ইস্যু ও ঋণত্রের পরিশোধজনিত নগদ অর্থের আগমন-নির্গমন যে কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকে তাকে কী বলে?
Ⓐ অর্থায়ন কার্যক্রম Ⓑ পরিচালনা কার্যক্রম
Ⓒ বিনিয়োগজনিত কার্যক্রম Ⓓ আয়-ব্যয় কার্যাবলি

05. নগদ প্রবাহ বিবরণীর কোন পদ্ধতিতে প্রাপ্য হিসাব হ্রাস-বৃদ্ধি, প্রদেয় হিসাবের হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি দেখানো হয়?
Ⓐ প্রত্যক্ষ পদ্ধতি Ⓑ পরোক্ষ পদ্ধতি
Ⓒ মিশ্র পদ্ধতি Ⓓ মোট পদ্ধতি

06. নগদ প্রবাহ বিবরণীর কোন পদ্ধতিতে অর্থায়ন-সংক্রান্ত লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়?
Ⓐ প্রত্যক্ষ পদ্ধতি Ⓑ পরোক্ষ পদ্ধতি
Ⓒ মিশ্র পদ্ধতি Ⓓ মোট পদ্ধতি

07. নগদ প্রবাহ বিবরণীর প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রদর্শন করা হয়?
Ⓐ অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি Ⓑ পরিচালনা-সংক্রান্ত কার্যাবলি
Ⓒ বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলি Ⓓ বিনিয়োগজনিত কার্যক্রম

08. Glade Systems Ltd. এর ২০২১ সালের আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৪০,০০০ টাকা। ২০২০ সালের আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৬০,০০০ টাকা। ২০২১ সালে ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা ছিল। প্রাপ্য হিসাবের কী পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ কত?
Ⓐ ৫০,০০০ টাকা হ্রাস Ⓑ ২০,০০০ টাকা বৃদ্ধি
Ⓒ ৬০,০০০ টাকা হ্রাস Ⓓ ১০,০০০ টাকা বৃদ্ধি

09. পরিচালন ব্যয় ২০,০০০ টাকা। অগ্রিম ব্যয় হ্রাস ২,০০০ টাকা এবং বকেয়া ব্যয় হ্রাস ৩,০০০ টাকা। অবচয় ব্যয় ৫০০ টাকা হলে পরিচালন ব্যয় বাবদ নগদ প্রদানের পরিমাণ কত?
Ⓐ ২১,০০০ টাকা Ⓑ ২২,৫০০ টাকা
Ⓒ ২০,৫০০ টাকা Ⓓ ১৭,৫০০ টাকা

10. সংরক্ষিত আয় বিবরণীর প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত ২৮,০০০ টাকা এবং সমাপনী উদ্বৃত্ত ৩১,০০০ টাকা। উক্ত বছরে লভ্যাংশ প্রদান ১২,০০০ টাকা হলে নিট লাভ বা নিট আয় কত?
Ⓐ ১৫,০০০ টাকা Ⓑ ৪০,৫০০ টাকা
Ⓒ ৭,৫০০ টাকা Ⓓ ৬,৫০০ টাকা

11. ১ জানুয়ারি ২০২১ সালে Arbab Poly Pack Ltd. এর প্রাপ্য হিসাবের জের ছিল ১,২০,০০০ টাকা এবং ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের জের ছিল ৮২,০০০ টাকা। ২০২১ সালের ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ১,৪০,০০০ টাকা। দেনাদার বা ক্রেতাদের কাছ থেকে নগদ গ্রহণের পরিমাণ কত?
Ⓐ ২,০৫,০০০ Ⓑ ৩,২০,০০০
Ⓒ ১,৭৮,০০০ Ⓓ ৪,২০,০০০

12. Hamim Denim Ltd. এর ২০২১ সালের প্রদেয় হিসাবের প্রারম্ভিক ও সমাপনী উদ্বৃত্ত ছিল ১,৩০,০০০ টাকা ও ১,৮৫,০০০ টাকা। ২০২১ সালের ক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২,৩০,০০০ টাকা। প্রদেয় হিসাবের বিপরীতে নগদ প্রদানের পরিমাণ কত?
Ⓐ ৪,৬০,০০০ Ⓑ ৩,৪৫,০০০ Ⓒ ১,৭৫,০০০ Ⓓ ৪,৯৫,০০০

OMR

01. ⒶⒷⒸⒹ	02. ⒶⒷⒸⒹ	03. ⒶⒷⒸⒹ	04. ⒶⒷⒸⒹ
05. ⒶⒷⒸⒹ	06. ⒶⒷⒸⒹ	07. ⒶⒷⒸⒹ	08. ⒶⒷⒸⒹ
09. ⒶⒷⒸⒹ	10. ⒶⒷⒸⒹ	11. ⒶⒷⒸⒹ	12. ⒶⒷⒸⒹ

Answer

12.C	11.C	10.A	09.C	08.A	07.C
06.B	05.B	04.A	03.B	02.D	01.A

Part-2 Written

01. নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্য কী?
02. নগদ সমতুল্য কাকে বলে?
03. IAS-7 অনুযায়ী কোন বিবরণী প্রস্তুত করা হয় ?
04. নিট আয় ১,৩২,০০০ টাকা, সারা বছর ধরে পাওনাদার বৃদ্ধি পায় ১০,০০০ টাকা, মজুদ পণ্য হ্রাস পায় ৬,০০০ টাকা এবং দেনাদার বৃদ্ধি পায় ১২,০০০ টাকা। পরোক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদপ্রবাহ নির্ণয় কর।
05. দেনাদারের প্রারম্ভিক জের ৪৪,০০০ টাকা এবং সমাপনি জের ৪২,০০০ টাকা এবং সারা বছরে বিক্রয় ১,২৯,০০০ টাকা হলে দেনাদারের কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তির পরিমান নির্ণয় কর?
06. প্রারম্ভিক প্রাপ্য হিসাব ২০,০০০ টাকা; চলতি বছরের ধারে বিক্রয় ৯০,০০০ টাকা এবং সমাপনী প্রাপ্য হিসাব ১৫,০০০ টাকা হলে, প্রাপ্য হিসাব থেকে নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ কত?
07. মাসুদ লি: এর ২০১৮ সালের সুদ খরচ ২৫,০০০ টাকা, প্রদেয় সুদ ১, জানুয়ারি ৪,০০০ টাকা এবং প্রদেয় সুদ ৩১, ডিসেম্বর ৯,০০০ টাকা হলে সুদ বাবদ নগদ প্রদান কত?

ANSWER

01. নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্য নিচে দেওয়া হলো-
(i) নগদের উৎস ও ব্যবহার দেখানো।
(ii) একটি প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নগদ ও নগদ সমতুল্য প্রাপ্তি প্রদান সংক্রান্ত লেনদেনের তথ্য সরবরাহ করা নগদ প্রবাহ বিবরণীর উদ্দেশ্য।
(ii) প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিট নগদ প্রবাহের সামর্থ্য যাচাই করা।
02. নগদ সমতুল্য সম্পদ বলতে ক্রয়ের তারিখ থেকে তিন মাস বা আর কম সময়ের মধ্যে নগদে রূপান্তরযোগ্য সম্পদকেই বুঝায়
03. নগদ প্রবাহ বিবরণী।
04. নগদ প্রবাহ = (নিট আয় + পাওনাদার বৃদ্ধি + মজুদ পণ্য হ্রাস – দেনাদার বৃদ্ধি)
= (১,৩২,০০০ + ১০,০০০ + ৬,০০০ – ১২,০০০)
= ১,৩৬,০০০ টাকা।
নগদ প্রবাহের পরিমাণ = ১,৩৬,০০০ টাকা।
05. নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ = (বিক্রয় + দেনাদারের প্রারম্ভিক – সমাপনী জের)
= (১,২৯,০০০ + ৪৪,০০০ – ৪২,০০০)
= ১,৩১,০০০ টাকা।
দেনাদারের নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ = ১,৩১,০০০ টাকা।
06. নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ = (প্রারম্ভিক প্রাপ্য + বিক্রয় – সমাপনি প্রাপ্য)
= (২০,০০০ + ৯০,০০০ – ১৫,০০০)
= ৯৫,০০০ টাকা।
প্রাপ্য হিসাব থেকে নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ = ৯৫,০০০ টাকা।
07. সুদবাবদ নগদ প্রদান = (প্রারম্ভিক বকেয়া সুদ + সুদ খরচ – সমাপনী বকেয়া সুদ) = (৪,০০০ + ২৫,০০০ – ৯,০০০) টাকা। = ২০,০০০ টাকা।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ৪ যৌথ মূলধনি কোম্পানির মূলধন [Capital of Joint Stock Company]

Chapter Outlook Map

- Type-1 : শেয়ার ইস্যু
- Type-2 : ঋণপত্র
- Type-3: লিখিত প্রশ্নোত্তর
  - Step-1 : এক কথায় প্রশ্নোত্তর
  - Step-2 : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
- Type-4: গাণিতিক সমস্যাবলি
  - Step-1 : প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি
  - Step-2 : গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান
  - Step-3 : সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর
- Self Test (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ)

প্রতিটি Type-এ যা যা থাকছে

↓

Step-1 : Basic Information

↓

Step-2 : At a Glance : Most Important Information

↓

Step-3 : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

↓

Step-4 : সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

↓

Step-5: NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

JOYKOLY অধ্যায়টির কোন টপিককে গুরুত্ব দিবো ???

	অতি গুরুত্বপূর্ণ (৯০% +)	গুরুত্বপূর্ণ (৮০% +)	কম গুরুত্বপূর্ণ (৭০% +)	জানা জরুরি (৫০% +)
টপিকসমূহ	■ শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা ■ শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ ও পুনঃইস্যু	■ শেয়ার লভ্যাংশের পরিমাণ নির্ণয় ■ শেয়ার মূলধনের পরিমাণ নির্ণয়	■ শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ (অগ্রাধিকার শেয়ার, বোনাস শেয়ার, রাইট শেয়ার ও বিলম্বিত দাবিকৃত শেয়ার)	■ ঋণপত্র

Type 1 শেয়ার ইস্যু

Step 1 BASIC INFORMATION

যৌথ মূলধনি কোম্পানি (Joint Stock Company) :

কোম্পানি হলো আইনসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী যা অদৃশ্য, অস্পর্শনীয় অথচ চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী; যা নিজস্ব নাম ও সীলমোহরের দ্বারা পরিচিত ও পরিচালিত হয়, যেখানে কতিপয় ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় যৌথভাবে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন বিনিয়োগ করে।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২ (১-ঘ) ধারায় বলা হয়েছে, "কোম্পানি বলতে কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত অথবা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বোঝায়।"

• বর্তমানে বাংলাদেশের যাবতীয় কোম্পানিসমূহ গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা।

• ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে মোট ধারা আছে- ৪০৪টি, তফসিল আছে- ১২টি এবং অনুচ্ছেদ আছে- ১১টি।

যৌথ মূলধনি কোম্পানির মূলধন (Capital of Joint Stock Company) :

যৌথ মূলধনি কোম্পানি জনসাধারণের নিকট হতে যে মূলধন সংগ্রহ করে তাকে শেয়ার মূলধন বলে। শেয়ার মূলধন কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্রের "দায় ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব" পাশে দেখানো হয়। যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধন বা শেয়ার মূলধনের শ্রেণিবিভাগ নিম্নে আলোচনা করা হল:

অনুমোদিত মূলধন/নিবন্ধিত মূলধন/নামিক মূলধন (Authorised Capital) : কোম্পানি যে পরিমাণ মূলধন নিয়ে অনুমোদন লাভ করে তাকে অনুমোদিত বা নিবন্ধিত মূলধন বলে। কোম্পানি গঠনের সময়ে যে স্মারকলিপি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয় সেই স্মারকলিপিতে এই মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ থাকে। স্মারকলিপি পরিবর্তন করা ব্যতীত নিবন্ধিত মূলধনের চেয়ে অধিক পরিমাণ মূলধন কোম্পানি সংগ্রহ করতে পারে না।

উদাহরণ : ধরা যাক, অঞ্জলি লিমিটেড ১০,০০,০০০ টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত যা প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ১০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত। ফলে নির্দিষ্ট সংখ্যক মূল্য বিভক্ত এই ১০,০০,০০০ টাকাই কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন।

ইস্যুকৃত মূলধন/বিলিযোগ্য মূলধন/বণ্টনযোগ্য মূলধন : এটা নিবন্ধিত মূলধনের সেই অংশ যা জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য ইস্যু করা হয়। যেহেতু নিবন্ধিত মূলধনের অঙ্ক মূলধন সংগ্রহের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করে, সেহেতু কোনো অবস্থাতেই বিলিযোগ্য বা ইস্যুকৃত মূলধন নিবন্ধিত বা অনুমোদিত মূলধনের চেয়ে বেশি হতে পারে না।

উদাহরণ : অঞ্জলি লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা হলে এর বিলিযোগ্য মূলধন এর সমান বা কম হতে পারে। ধরা যাক, এর পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকা যা প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৮,০০০ শেয়ারে বিভক্ত।

বিলিকৃত মূলধন : ইস্যুকৃত বা বিলিকৃত মূলধনের যে অংশ কেনার জন্য জনসাধারণ দরখাস্তের মাধ্যমে সাড়া দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে তাকে বিলিকৃত মূলধন বলে।

উদাহরণ: অঞ্জলি লিমিটেডের ইস্যুকৃত ৮,০০০ শেয়ারের মধ্যে ৭,০০০ শেয়ারের জন্য আবেদনপত্র পাওয়া গেল। এক্ষেত্রে (১০০ × ৭,০০০) = ৭,০০,০০০ টাকা হবে বিলিকৃত মূলধন।

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

তলবকৃত মূলধন : বিলিকৃত মূলধনের যে অংশ পরিশোধ করার জন্য শেয়ার ক্রেতাগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে তলবকৃত মূলধন বলে। এটা বিলিকৃত মূলধনের একটা অংশও হতে পারে আবার পুরোটাও হতে পারে।

আদায়কৃত বা পরিশোধিত : মোট তলবকৃত মূলধনের যে অংশ শেয়ারহোল্ডারগণ পরিশোধ করেছেন তাকে আদায়কৃত বা পরিশোধিত মূলধন বলে।

উদাহরণ: অঞ্জলি লিমিটেডের তলবকৃত মূলধনের মধ্যে ৬,৮০০ শেয়ারের ৮০ টাকা করে পাওয়া গেল। সুতরাং (৬,৮০০ × ৮০) = ৫,৪৪,০০০ টাকা হবে আদায়কৃত মূলধন। যদি তলবকৃত অর্থের সবটাই পরিশোধ করা হয় তবে তলবকৃত মূলধন ও আদায়কৃত মূলধন সমপরিমাণের হবে।

শেয়ার (Share) :

যৌথমূলধনী কোম্পানির মূলধনকে কতগুলো সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। এর প্রত্যেক অংশকে শেয়ার বলে। অন্যভাবে শেয়ার হল কোম্পানির মোট মূলধনের ক্ষুদ্রতম সমান একক। কোম্পানির প্রতিটি শেয়ারের মূল্য সাধারণত সমান হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি শেয়ার ক্রয় করে তাকে শেয়ারহোল্ডার বলে। যৌথমূলধনী কোম্পানির শেয়ার সাধারণত হস্তান্তরযোগ্য। জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে কোম্পানি তার মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে শেয়ার মালিকগণ কোম্পানির মালিকানা লাভ করে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ধ) ধারায় বলা হয়েছে "শেয়ার বলতে কোম্পানির মূলধনের কোনো অংশকে বুঝাবে এবং ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে কোনো স্টক ও শেয়ারের পার্থক্য প্রকাশ পেলে সেই স্টক ব্যতীত অন্যান্য স্টকও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে"।

আর স্টক হল কোম্পানির মোট মূলধনের যে কোন ভগ্নাংশ। অর্থাৎ স্টক বিভিন্ন অংকের হতে পারে। শেয়ারের টাকা সম্পূর্ণরূপে আদায় পর তাকে স্টকে পরিণত করা যায়। এর কোন নির্দিষ্ট মূল্য থাকে না। কোন ক্রমিক নম্বরও থাকে না তবে একে অবাধে হস্তান্তর করা যাবে।

শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Shares) :

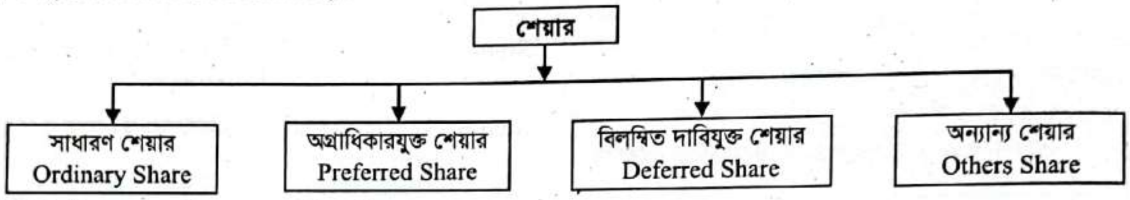

১. সাধারণ শেয়ার (Ordinary or Common Share) :

যে শেয়ারের মালিকগণ সাধারণ অধিকারের ভিত্তিতে লভ্যাংশ ভোগ করেন এবং মূলধন ফেরত পান অথচ কোম্পানিতে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সর্বাধিক থাকে, সে সকল শেয়ারকে সাধারণ শেয়ার বা ইক্যুইটি শেয়ার বলে।

কোনো বছর মুনাফা না হলে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ কোনো লভ্যাংশ পান না। তবে তারাই কোম্পানির প্রকৃত মালিক এবং ভোটাধিকার ক্ষমতার অধিকারীও একমাত্র তারাই।

২. অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার (Preferred Share) :

যে শেয়ারের মালিকগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে কোম্পানির লভ্যাংশ ভোগ করেন এবং মূলধন ফেরত পাবার ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার রাখেন, তাকে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার বলে। অর্থাৎ এদের লভ্যাংশ একটি নিদিষ্ট হারে সর্ব প্রথমেই দেওয়া হয়। কোম্পানির বিলোপ সাধনকালে মূলধন ফেরত পাবার ব্যাপারেও এদের অগ্রাধিকার থাকে। এটি হলো শেয়ার ও ঋণপত্রের মিশ্রণ। এ ধরনের শেয়ারকে সংকর বা হাইব্রিড শেয়ার বলা হয়। এ ধরনের শেয়ারহোল্ডারগণ পরিচালক নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন না। ভোটাধিকার প্রয়োগ করতেও পারেন না।

বিভিন্ন অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Preferred Share) :

সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার (Cumulative Preferred Share) :

যে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মালিকগণ কোনো বছর কোম্পানির মুনাফা অর্জিত না হলেও পরবর্তী মুনাফা অর্জনকারী বছরগুলোতে যদি পূর্বের বকেয়া লভ্যাংশসহ বর্তমান লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন, তাকে সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। সাধারণত ৬ বছর পর্যন্ত তাদের লভ্যাংশ সঞ্চিত থাকে।

অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-cumulative Preferred Share) :

শুধু লাভ হলে যে সকল অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মালিকগণ নির্ধারিত হারে লভ্যাংশ ভোগ করেন এবং যাদের জন্য পরবর্তী বছরের কোনোরূপ মুনাফা সঞ্চিত থাকে না, সে সকল অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারকে অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

পরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Redeemable Preferred Share) :

যে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে পরিশোধ করা যায়, তাকে পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই এ শেয়ার ইস্যু করা হয়।

অপরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Irredeemable Preferred Share) :

যে শেয়ার মালিকগণের শেয়ারকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইস্যু করা হয় না এবং যার টাকা পরিশোধের মাধ্যমে কোম্পানি পুনরায় কিনতে পারে না বরং কোম্পানির বিলোপ সাধনের সময়েই এর মূল্য পরিশোধ করা হয়, তাকে অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

পরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ার (Convertible Preferred Share) :

যে সকল অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার একটি সময় শেষে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করা যায়, সেগুলোকে পরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

অপরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-convertible Preferred Share) :

যে সকল অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার কখনোই সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করা যায় না সেগুলোকে অপরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

অংশীদারিত্বযুক্ত অগ্রাধিকার শেয়ার (Participating Preferred Share) :

যে সব শেয়ারের মালিকগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথমে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন এবং পরে আবার সকলের সাথে অবশিষ্ট লভ্যাংশেও অংশগ্রহণ করেন, সেই সব শেয়ারকে অংশীদারিত্বযুক্ত অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

অংশীদারিত্ববিহীন অগ্রাধিকার শেয়ার (Non – Participating Preferred Share) :

যে সব অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন কিন্তু অবশিষ্ট লভ্যাংশে অংশগ্রহণ করতে পারেন না, সেই সব শেয়ারকে অংশীদারিত্ববিহীন অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

CamScanner

৫. বিলম্বিত পরিবৃত্ত শেয়ার (Deferred Share) :
যে সব শেয়ার মালিকগণ অগ্রাধিকার ও সাধারণ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ বণ্টন এবং মূলধন ফেরত দেওয়ার পর অবশিষ্ট লভ্যাংশ ও মূলধন ফেরত পায়, সে সব শেয়ারকে বিলম্বিত পরিবৃত্ত শেয়ার বলে। কোম্পানি গঠনের ব্যয় বহন বা অন্য কোনো প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য উদ্যোক্তা/প্রবর্তকদের নগদ অর্থ বা অন্য কোনো সেবার বিনিময়ে অনেক সময় এ ধরনের শেয়ার দেওয়া হয় বলে একে প্রবর্তকদের শেয়ার ও বলা হয়ে থাকে। কোম্পানির পরিচালক ও পরিচালকদের মাঝেও এ শেয়ার বিলি করা হতে পারে। এ রকম শেয়ার সাধারণত বিক্রয়ের প্রশ্ন আসে না।

অন্যান্য শেয়ার (Other Shares) :
উপরিউক্ত বিভিন্ন ধরনের শেয়ার ছাড়াও প্রকৃতিগতভাবে আরও কিছু সাধারণ শেয়ার রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো:

প্রাথমিক শেয়ার (Primary Share) :
কোম্পানি বিবরণপত্র প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের নিকট প্রাথমিকভাবে যে শেয়ার বিক্রয় করে তাকে প্রাথমিক শেয়ার বলে।

অধিকার শেয়ার (Right Share) :
কোম্পানি শেয়ার মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যদি সাধারণ জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় না করে বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণকে শেয়ার ক্রয়ে অধিকার দেয় তবে তাকে অধিকার শেয়ার বলে। অর্থাৎ, যে শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণকে ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয় এবং বর্তমান কোনো শেয়ারহোল্ডার ক্রয় না করলে তা নতুন বিনিয়োগকারীর নিকট বিক্রয় করা হয়, উক্ত শেয়ারকে অধিকার শেয়ার বা রাইট শেয়ার নামে অভিহিত করা হয়।

বোনাস শেয়ার (Bonus Share) :
কোম্পানি যদি তার শেয়ারহোল্ডারগণকে লভ্যাংশ হিসেবে নগদ অর্থ না দিয়ে এর পরিবর্তে নতুন শেয়ার ইস্যু করে তবে উক্ত শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বা অধিবৃত্তি শেয়ার বলে। এ ধরনের লভ্যাংশ প্রদানের ফলে কোম্পানির জমাকৃত মুনাফা হ্রাস পেয়ে শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি পায়। বোনাস বাবদ সাধারণত সাধারণ বা ইকুইটি শেয়ারই বিলি করা হয়। বোনাস শেয়ার ইস্যু করার কারণগুলো হলো:
ক. লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নগদ অর্থের অপর্যাপ্ততা।
খ. ব্যবসায় সম্প্রসারণ, দায় পরিশোধ, পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের মূল্য পরিশোধ, সাধারণ শেয়ার পুনঃক্রয় ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বিশাল অংকের তহবিল সৃষ্টি করা।
গ. কোম্পানির প্রকৃত মুনাফাযোগ্যতা প্রদর্শন।

অনাঙ্কিক মূল্যের শেয়ার (No-Par Value Share) :
যে সকল শেয়ারের প্রতি মূল্য কোম্পানির নিবন্ধনপত্রে নির্দিষ্ট করে লেখা থাকে না, তাকে অনাঙ্কিক মূল্যের শেয়ার বলে। যেমন: কোম্পানির নিবন্ধনপত্রে লেখা রয়েছে যে, কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ১০,০০,০০০ টাকা' এক্ষেত্রে শেয়ার ইস্যুর পূর্বে বা শেয়ার ইস্যুর সময় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক শেয়ার প্রতি মূল্য নির্ধারণ করা হয়। আধুনিক কালে বেশিরভাগ আমেরিকান কোম্পানি এ ধরনের শেয়ার ইস্যুর অনুমোদন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশে এখনও এ ধরনের শেয়ারের প্রচলন হয় নি।

শেয়ার ইস্যু পদ্ধতি (Method of Share Issue) :
যৌথ মূলধনী কোম্পানি তিন উপায়ে শেয়ার ইস্যু করে থাকে। যেমন-

১. সমহারে শেয়ার ইস্যু: যখন যৌথ মূলধনি কোম্পানি তার শেয়ার শেয়ারে লিখিত মূল্যে বা অভিহিত মূল্যে (Face Value/Par Value) জনসাধারণের নিকট বিলি করে, তখন তাকে সমহারে শেয়ার ইস্যু বলে। সমহারে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত দাখিলা নিম্নরূপ :

লেনদেনের ভিত্তি	জাবেদা দাখিলা	হিসাব সমীকরণ	টাকার পরিমাণ নির্ণয়
১. নগদে শেয়ারের আবেদন পাওয়া যাবে -	ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট	সম্পদ বৃদ্ধি দায় বৃদ্ধি	প্রাপ্ত আবেদন × শেয়ারের মূল্য
২. শেয়ার বরাদ্দপত্র দেওয়ার পর বিলিকৃত শেয়ারের মূল্য -	শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব	দায় হ্রাস মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি	বিলিকৃত শেয়ার × শেয়ারের মূল্য
৩. অতিরিক্ত আবেদনের অর্থ ফেরত -	শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট	দায় হ্রাস সম্পদ হ্রাস	ফেরত শেয়ার × শেয়ারের মূল্য
অতিরিক্ত আবেদনের ক্ষেত্রে ২ ও ৩ মিলিয়ে মিশ্র জাবেদা দাখিলা দেওয়া যায় -	শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট	দায় হ্রাস মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি সম্পদ হ্রাস	প্রাপ্ত আবেদন × শেয়ারের মূল্য বিলিকৃত শেয়ার × শেয়ারের মূল্য ফেরত শেয়ার × শেয়ারের মূল্য

২. অধিহারে শেয়ার ইস্যু : কোম্পানি যখন তার শেয়ার শেয়ারে লিখিত মূল্য (Face Value/Par Value) অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিলি করে, তখন তাকে অধিহারে বা প্রিমিয়ামে শেয়ার ইস্যু বলে। যেমন- শেয়ারের লিখিত মূল্য ১০০ টাকা, তা যদি কোম্পানি ১১০ টাকায় জনসাধারণের নিকট বিলি করে তাহলে অতিরিক্ত (১১০ – ১০০) = ১০ টাকাই হলো অধিহার বা প্রিমিয়াম। অধিহারে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত দাখিলা নিম্নরূপ :

লেনদেনের ভিত্তি	জাবেদা দাখিলা	হিসাব সমীকরণ	টাকার পরিমাণ নির্ণয়
১. নগদে শেয়ারের আবেদন পাওয়া যাবে -	ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট	সম্পদ বৃদ্ধি দায় বৃদ্ধি	প্রাপ্ত আবেদন × শেয়ারের মূল্য অধিহারসহ
২. শেয়ার বরাদ্দপত্র দেওয়ার পরে বিলিকৃত শেয়ারের মূল্য -	শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট শেয়ার অধিহার হিসাব ক্রেডিট	দায় হ্রাস মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি	বিলিকৃত শেয়ার × শেয়ারের মূল্য বিলিকৃত শেয়ার × অধিহার মূল্য
৩. অতিরিক্ত আবেদনের অর্থ ফেরত -	শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট	দায় হ্রাস সম্পদ হ্রাস	ফেরত শেয়ার × শেয়ারের মূল্য অধিহারসহ
অতিরিক্ত আবেদনের ক্ষেত্রে ২ ও ৩ মিলিয়ে মিশ্র জাবেদা দাখিলা দেওয়া যায় -	শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট শেয়ার অধিহার হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট	দায় হ্রাস মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি সম্পদ হ্রাস	মোট আবেদনের টাকা বিলিকৃত শেয়ার × শেয়ারের মূল্য বিলিকৃত শেয়ার × অধিহার মূল্য ফেরত শেয়ার × শেয়ারমূল্য অধিহার

৩. অবহারে শেয়ার ইস্যু : যখন যৌথ মূলধনি কোম্পানি তার শেয়ার শেয়ারে লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিলি করে, তখন তাকে অবহারে শেয়ার ইস্যু বলে। যেমন- শেয়ারে লিখিত মূল্য ১০০ টাকা, তা যদি কোম্পানি ৯০ টাকায় জনসাধারণের নিকট বিলি করে, তবে (১০০ – ৯০) = ১০ টাকাই হলো শেয়ার অবহার।

অবহারে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত দাখিলা নিম্নরূপ :

লেনদেনের ভিত্তি	জাবেদা দাখিলা	হিসাব সমীকরণ	টাকার পরিমাণ নির্ণয়
১। যতগুলো শেয়ারের আবেদন পাওয়া যাবে -	ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট	সম্পদ বৃদ্ধি দায় বৃদ্ধি	প্রাপ্ত আবেদন × শেয়ারের মূল্য অবহার বাদে
২। শেয়ার বিলি বা বরাদ্দপত্র দেওয়ার পরে -	শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার অবহার হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট	দায় হ্রাস সম্পদ বৃদ্ধি মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি	বিলিকৃত শেয়ার × অবহার বাদে মূল্য বিলিকৃত শেয়ার × অবহার মূল্য বিলিকৃত শেয়ার × অবহারসহ মূল্য
৩। অতিরিক্ত আবেদনের অর্থ ফেরত -	শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট	দায় হ্রাস সম্পদ হ্রাস	ফেরত শেয়ার × শেয়ারের মূল্য অবহার বাদে
অতিরিক্ত আবেদনের ক্ষেত্রে ২ ও ৩ মিলিয়ে মিশ্র জাবেদা দাখিলা দেওয়া যায় -	শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার অবহার হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট	দায় হ্রাস সম্পদ বৃদ্ধি মালিকানস্বত্ব বৃদ্ধি সম্পদ হ্রাস	বিলিকৃত শেয়ার × শেয়ারের মূল্য বিলিকৃত শেয়ার × অবহার মূল্য বিলিকৃত শেয়ার × অবহারসহ মূল্য ফেরত শেয়ার × অবহার বাদে মূল্য

অবহারে শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে শর্ত এবং কোম্পানি আইনে এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা :

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১৫৩(১) ধারা অনুযায়ী, "কোনো কোম্পানি পূর্বে কোনো শ্রেণির শেয়ার ইস্যু করে থাকলে, উহা পরবর্তীতে বাট্টা দিয়ে সেই শ্রেণির শেয়ার ইস্যু করতে পারবে।" **তবে নিম্নোক্ত শর্ত চারটি অবশ্যই বিবেচ্য-**

i. বাট্টা দিয়ে শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে, সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বলে কোম্পানির ক্ষমতা থাকতে হবে এবং উহা আদালত কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে। [১৫৩ (১-ক)]
ii. বাট্টার সর্বোচ্চ হার, যা কোনো অবস্থায় শতকরা দশ ভাগের (১০%) বেশি হবে না। [১৫৩ (১-খ)]
iii. কোম্পানি যে তারিখে উহার কার্যাবলি আরম্ভ করার অধিকারী, সেই তারিখ হতে এক বছর কাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বাট্টা দিয়ে শেয়ার ইস্যু করতে পারবে না। [১৫৩ (১-গ)]
iv. বাট্টা দিয়ে শেয়ার ইস্যুকরণ আদালতে যে তারিখে অনুমোদন করে, সেই তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে বা আদালত কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যেই শেয়ার ইস্যু করতে হবে। [১৫৩ (১-ঘ)]

অধিহারে শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে শর্ত এবং কোম্পানি আইনে এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা :

৫৭ (১) ধারা অনুযায়ী, "নগদে বা অন্যভাবে হোক, কোনো কোম্পানি প্রিমিয়ামে উহার শেয়ার ইস্যু করলে, উক্ত কোম্পানি সকল প্রিমিয়ামের সর্বমোট মূল্যমানের সমান অর্থ 'শেয়ার প্রিমিয়াম হিসাব' নামের একটি হিসাবে স্থানান্তরিত করবে।

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আইন অনুযায়ী প্রিমিয়ামে শেয়ার ইস্যু করা যাবে কিন্তু এর হার সম্বন্ধে আইনে স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করা হয় নি। 'সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC)' সংশ্লিষ্ট কোম্পানির শেয়ার প্রিমিয়ামের সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করে দেবে।

শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ (Forfeiture of Shares) :

কোনো শেয়ারহোল্ডার আবণ্টন বা তলবি অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে এবং পরিমেল নিয়মাবলির (Articles of Association) বিধান মোতাবেক যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর উক্ত টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরিচালকমণ্ডলী তার বা তাদের শেয়ারসমূহ বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।

শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ : সাধারণত শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক জারিকৃত তলবের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে নির্দিষ্ট সময় শেষে পরিচালকমণ্ডলী তাদের সভায় ব্যর্থ শেয়ারহোল্ডারদের (Default Shareholder) শেয়ার মালিকানা বাতিল করে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কোনো শেয়ার বাজেয়াপ্ত করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারকে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হবে।

শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণের ফলাফল :

i. শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা হারায়।
ii. ইস্যুকৃত ও বিলিকৃত শেয়ার মূলধন হ্রাস পায় এবং
iii. বাজেয়াপ্ত শেয়ার হতে প্রাপ্ত টাকা সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের ফেরত দেওয়া হয় না। ফলে কোম্পানির মূলধনজাতীয় লাভ হয়, যা মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। কোম্পানি বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ারের আদায়কৃত টাকা দ্বারা মূলধন সঞ্চিতি গঠন করে যা পরবর্তীতে ঐ শেয়ারগুলো পুনঃবিক্রির সময় লোকসান কমাতে সহায়তা করে।

শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণের জাবেদা দাখিলা:

শেয়ার মূলধন হিসাব ডেবিট	[বাজেয়াপ্ত শেয়ারের তলবকৃত মূলধনের পরিমাণ]
অনাদায়ি তলব হিসাব ক্রেডিট	[বাজেয়াপ্ত শেয়ারের অনাদায়ি তলবের পরিমাণ]
শেয়ার বাজেয়াপ্ত হিসাব ক্রেডিট	[বাজেয়াপ্ত শেয়ার হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ]

বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার পুনরায় ইস্যু (Re-Issue of Forfeiture of Shares) : বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার পুনরায় বাট্টায় বা অবহারে ইস্যু করা হলে মোট অবহারের পরিমাণ কোনোভাবেই মোট বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের বেশি হতে পারে না। পুনঃইস্যুর পরেও যদি শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাবের কোনো জের থাকে, তাহলে মূলধন সঞ্চিতি হিসাবের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দিতে হয়।

বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনরায় ইস্যুর জাবেদা দাখিলা :

i. যদি সমহারে পুনঃইস্যু হয়-		ii. যদি অবহারে পুনঃইস্যু হয়-	
ব্যাংক হিসাব	ডেবিট	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট [প্রাপ্ত নগদ অর্থের পরিমাণ]
শেয়ার মূলধন হিসাব	ক্রেডিট	শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাব	ডেবিট [পুনঃইস্যুর ক্ষতি দ্বারা]
		শেয়ার মূলধন হিসাব	ক্রেডিট [শেয়ারগুলোর লিখিত মূল্যের মোট পরিমাণ]

CamScanner

[illegible]

[illegible] The balance of Share Forfeiture A/c transferred to Capital Reserve A/c [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible] ডেবিট [illegible] ক্রেডিট [illegible]

Super Tips:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১. [illegible] আবেদনকারীদের নিকট থেকে আবেদনের অর্থ পাওয়া গেলে	ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট
২. আবেদনের অর্থ শেয়ার মূলধন হিসাবে স্থানান্তরের জন্য	শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট
৩. অতিরিক্ত আবেদনের অর্থ ফেরত দেওয়া হলে	শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট
৪. বণ্টনের অর্থ পরিশোধের জন্য আহ্বান করা হলে	শেয়ার বণ্টন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট
৫. বণ্টনের অর্থ পাওয়া গেলে	ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার বণ্টন হিসাব ক্রেডিট
৬. প্রথম তলবের অর্থ পরিশোধের জন্য আহ্বান করা হলে	শেয়ার প্রথম তলব হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট
৭. প্রথম তলবের অর্থ পাওয়া গেলে	ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার প্রথম তলব হিসাব ক্রেডিট
৮. চূড়ান্ত তলবের অর্থ পরিশোধের জন্য আহ্বান করা হলে	শেয়ার চূড়ান্ত তলব হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট
৯. চূড়ান্ত তলবের অর্থ পাওয়া গেলে	ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার চূড়ান্ত তলব হিসাব ক্রেডিট
১০. কোন কিস্তির অর্থ অনাদায়ী বা বকেয়া থাকলে	অনাদায়ী (বকেয়া) তলব হিসাব ডেবিট সংশ্লিষ্ট তলব হিসাব ক্রেডিট
১১. পরবর্তীতে অনাদায়ী তলবের অর্থ আদায় হলে	ব্যাংক হিসাব ডেবিট অনাদায়ী তলব হিসাব ক্রেডিট
১২. কোন কিস্তির পূর্বেই কিস্তির অর্থ অগ্রিম পাওয়া গেলে	ব্যাংক হিসাব ডেবিট অগ্রিম তলব হিসাব ক্রেডিট
১৩. পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কিস্তির [illegible] অগ্রিম [illegible] সমন্বয়ের জন্য	অগ্রিম তলব হিসাব ডেবিট সংশ্লিষ্ট তলব হিসাব ক্রেডিট
১৪. অনাদায়ী তলবের কারণে শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা হলে	শেয়ার মূলধন হিসাব ডেবিট যত টাকা তলব করা হয়েছে অনাদায়ী তলব হিসাব ক্রেডিট যত টাকা অনাদায়ী রয়েছে শেয়ার বাজেয়াপ্ত হিসাব ক্রেডিট যত টাকা পাওয়া গেছে
১৫. বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনর্বিলি করার পর শেয়ার বাজেয়াপ্ত হিসাবে জের থাকলে, উক্ত জের মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তরের জন্য	শেয়ার বাজেয়াপ্ত ডেবিট মূলধন সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট

Step 2 At a Glance : Most Important Information

[illegible]

■ ... শেয়ার বাজেয়াপ্ত হিসাবের জের- মূলধন তহবিল সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়।
■ ...য়ার অধিহার হতে প্রাপ্ত অর্থ গণ্য হয়- **শেয়ার মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি হিসেবে।**
■ অগ্রিম তলবের টাকা একটি- **চলতি দায়।**
■ কোম্পানি আইন অনুসারে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত প্রাথমিক খরচ ও শেয়ার অবহার দেখানো হয়- **অসমন্বিত ব্যয় হিসেবে।**
■ নিট লাভের বন্টন যথাক্রমে ১. অগ্রাধিকার শেয়ারের লভ্যাংশ ২. সাধারণ/যে কোন সঞ্চিতিতে স্থানান্তর ৩. সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ
■ কোম্পানি সর্বমোট যে পরিমাণ মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত হয় তাকে বলে– **অনুমোদিত মূলধন**
■ নিবন্ধিত মূলধনের যে অংশ জনসাধারণের নিকট ইস্যু করে তাকে কি বলে– **ইস্যুকৃত মূলধন/বিলিযোগ্য মূলধন**
■ বিলিকৃত মূলধনের পরিশোধিত অংশকে বলে– **আদায়কৃত মূলধন**
■ অনুমোদিত মূলধনের চেয়ে কখনোই বেশি হতে পারে না- **ইস্যুকৃত মূলধন।**
■ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের যে অংশ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিবরণপত্র প্রচার করা হয় তা হলো- **ইস্যুকৃত মূলধন।**
■ বিলিকৃত মূলধনের যে অংশের অর্থ পরিশোধের জন্য শেয়ার মালিকদের নির্দেশ দেওয়া হয় তা হলো- **তলবকৃত মূলধন।**
■ কোম্পানি অবহারে শেয়ার ইস্যু করতে পারে- **কার্যারম্ভের ১ বছর পর থেকে।**
■ কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করতে পারে- **সমহারে, অবহারে ও অধিহারে।**
■ সাধারণ শেয়ারের অপর নাম– **ইকুইটি শেয়ার**
■ কোম্পানির প্রকৃত মালিক– **সাধারণ শেয়ার হোল্ডারগণ**
■ কোম্পানি শেয়ার প্রিমিয়াম হার নির্ধারণ করেন– **সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন**
■ যে মূলধনের চেয়ে অধিক পরিমাণ মূলধন কোম্পানি সংগ্রহ করতে পারে না– **অনুমোদিত মূলধন**
■ বিলিযোগ্য বা ইস্যুকৃত মূলধন যে মূলধনের চেয়ে বেশি হতে পারে না– **নিবন্ধিত বা অনুমোদিত মূলধন**
■ ইস্যুকৃত এবং বিলিকৃত মূলধন সমপরিমাণ হবে– **বিলিকৃত শেয়ারের সবটাই যদি ক্রয়ের জন্য আবেদন করা হয়ে থাকে**
■ কোম্পানি বিবরণপত্র প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের নিকট যে শেয়ার বিক্রয় করে তাকে কি বলে– **প্রাথমিক শেয়ার**
■ কোম্পানি শেয়ার মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যদি বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণকে শেয়ার ক্রয়ের অধিকার দেয় তবে তাকে বলে– **অধিকার শেয়ার**
■ কোম্পানি যদি তার শেয়ারহোল্ডারগণকে লভ্যাংশ হিসেবে নগদ অর্থ না দিয়ে এর পরিবর্তে নতুন শেয়ার ইস্যু করে তবে উক্ত শেয়ারকে বলে– **বোনাস শেয়ার**
■ ইক্যুইটি ও ঋণের মিশ্রণ বলা হয়– **অগ্রাধিকার শেয়ার**
■ শেয়ারের বিক্রয়মূল্য অভিহিত মূল্যের সমান হলে তাকে বলা হয়- **সমহারে শেয়ার ইস্যু।**
■ শেয়ারের অভিহিত মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য বেশি হলে তাকে বলা হয়- **অধিহারে শেয়ার ইস্যু।**
■ শেয়ারের বিক্রয়মূল্য অভিহিত মূল্যের চেয়ে কম হলে তাকে বলা হয়- **অবহারে শেয়ার ইস্যু।**
■ আবেদনকৃত শেয়ারের টাকা কোম্পানি স্থানান্তর করে- **শেয়ার মূলধন হিসাবে।**
■ এককলীন আদায়ের ক্ষেত্রে শেয়ারের পূর্ণমূল্য পরিশোধিত হয়- **শেয়ার আবেদনের সময়।**
■ শেয়ার অবহারের সর্বোচ্চ হার- **১০%; তবে শেয়ার অধিহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই।**
■ যেই শেয়ারের দাবি সবার শেষে মিটানো হয়– **বিলম্বিত শেয়ার**
■ নগদ অর্থ এর পরিবর্তে যে শেয়ার দেওয়া হয়– **বোনাস শেয়ার**
■ কোন ধরনের শেয়ার ক্রয়ে শেয়ার মালিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়– **অধিকার শেয়ার**
■ যে সকল শেয়ারের মূল্য নিবন্ধনপত্রে লেখা থাকে না সেগুলোকে বলে– **অলিখিত মূল্যের শেয়ার**
■ নগদ অর্থের পরিবর্তে বোনাস শেয়ারের মাধ্যমে লভ্যাংশ দিলে তাকে বলে– **শেয়ার লভ্যাংশ**
■ শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণের অর্থ যায়– **মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে**
■ অতলবকৃত মূলধনের যে অংশ ব্যবসায় অবসায়নকালে তলব করা হয় তাকে বলে– **সংরক্ষিত মূলধন**
■ নিট লাভের যে অংশ সংরক্ষণ করা হয় তাকে বলে– **সংরক্ষিত মুনাফা**
■ বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনঃবিলির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অবহার কত– **১০%**
■ কোম্পানি ইস্যুকৃত নিজ শেয়ার বাজার থেকে ক্রয় করলে তাকে বলে– **ট্রেজারি স্টক**
■ যখন একটি কোম্পানি ট্রেজারি শেয়ার ক্রয় করে– **সম্পদ হ্রাস ও মালিকানাস্বত্ব হ্রাস পায়**
■ শেয়ার বিলির ক্ষেত্রে অবহারের সর্বোচ্চ পরিমাণ– **অভিহিত মূলের ১০%**
শেয়ার অবহার কোম্পানির জন্য– **মূলধনী ক্ষতি**
কোম্পানি বিলোপ সাধনের পূর্বে তলব করা যায় না– **সংরক্ষিত মূলধন**
কোম্পানির ঋণদাতা হতে মালিক হওয়ার সুযোগ থাকে– **পরিবর্তনযোগ্য ঋণপত্রে**
বিলোপ সাধনের সময় যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ে সর্বপ্রথম দেনা পরিশোধ করা হয়– **ঋণদাতাদের**
কাম্পানির ক্ষতি হলেও পাওনা অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়– **ঋণদাতাদের**
ভ্যাংশের হার সর্বদা অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল– **সাধারণ শেয়ার মালিকদের**
ধুমাত্র লাভ হলে লভ্যাংশ পায়, লাভ না হলে পরবর্তীতে লভ্যাংশ দাবি করতে পারে না– **অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার**

CamScanner

RIVERS PUBLICATIONS • RIVERS PUBLICATIONS • RIVERS PUBLICATIONS • RIVERS PUBLICATIONS

Step 3 : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible] বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার পুনর্বিক্রয়ের পর শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাবের জের কোন হিসাবে স্থানান্তরিত হবে? [DU : 22-23, 18-19, 08-09, 03-04, 01-02, ৭৭-৭৮; [illegible] BRUR : 15-16]

Ⓐ [illegible] সঞ্চিতি হিসাবে Ⓑ সাধারণ মূলধন হিসাবে
Ⓒ [illegible] হিসাবে Ⓓ মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে

Ⓓ Solve বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার পুনর্বিক্রয়ের পর শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ [illegible] "মূলধন সঞ্চিতি" হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। সেক্ষেত্রে জাবেদা দাখিলা:
[illegible] বাজেয়াপ্তকরণ হিসাব ডেবিট
[illegible] সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট

[illegible] ও পুনর্বিক্রি করা হলে বাজেয়াপ্ত হিসাবের ক্রেডিট ব্যালেন্স হয়। [illegible] এ ধরনের মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি। তবে এ ধরনের প্রাপ্তিকে মূলধন [illegible] একটি সঞ্চিতি হিসাবে আলাদা হিসাবভুক্ত করা হয়, যার নাম মূলধন [illegible] হিসাব।

[illegible] কোম্পানির ১০% হারে ১,০০,০০০ টাকার ঋণ, ১২% হারে [illegible] টাকার অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার, এবং প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের [illegible] সাধারণ শেয়ার রয়েছে। যদি কোম্পানির কর পরবর্তী নিট মুনাফা [illegible] টাকা হয়, তবে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ সর্বোচ্চ কত টাকা [illegible] পেতে পারে? [DU : 16-17]

Ⓐ [illegible] টাকা Ⓑ ১,২৬,০০০ টাকা Ⓒ ১,১৬,০০০ টাকা
Ⓓ [illegible] টাকা Ⓔ ১,২৪,০০০ টাকা

Ⓑ Solve কর পরবর্তী নিট মুনাফা, সুদ ও কর সমন্বিত। তাই নিট [illegible] থেকে শুধু অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ বাদ দিলেই সাধারণ [illegible] লভ্যাংশ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ [১,৫০,০০০ − (২,০০,০০০ × [illegible])] = ১,২৬,০০০ টাকা।

[illegible] নিচের কোনটির দ্বারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়? [DU : 16-17]

Ⓐ [illegible] মূল্য Ⓑ লভ্যাংশ Ⓒ সুদ
Ⓓ [illegible] Ⓔ লাভ

Ⓑ Solve শেয়ার হোল্ডারদের অর্জিত প্রতিদান হলো লভ্যাংশ দেওয়া হয়।

[illegible] কোনটি মূলধনের অংশ? [DU : 11-12; BU : 12-13]

Ⓐ [illegible] মূল্য Ⓑ সংরক্ষিত মূলধন Ⓒ সাধারণ সঞ্চিতি
Ⓓ [illegible] Ⓔ সংরক্ষিত সঞ্চিতি

Ⓑ Solve সংরক্ষিত মূলধন মূলধনের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়।

[illegible] কোম্পানি বিদ্যমান বর্তমান শেয়ার মালিকদের মধ্যে ৫:১ অনুপাতে নতুন শেয়ার [illegible] এ ধরনের শেয়ারের নাম কী? [DU : 11-12; BU : 13-14; RU : 16-17]

Ⓐ [illegible] শেয়ার Ⓑ বোনাস শেয়ার Ⓒ সাধারণ শেয়ার
Ⓓ [illegible] শেয়ার Ⓔ রাইটস শেয়ার

Ⓑ Solve কোনো কোম্পানির বর্তমান শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিনামূল্যে [illegible] বাইরে যে শেয়ার ইস্যু করে তাকে বোনাস শেয়ার বলা হয়।

[illegible] যে পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিক্রির আহ্বান জানিয়ে [illegible] তাকে বলা হয়- [DU : 09-10; HSC : 22-23]

Ⓐ [illegible] মূলধন Ⓑ বিলিকৃত মূলধন Ⓒ তলবকৃত মূলধন
Ⓓ [illegible] মূলধন Ⓔ সংরক্ষিত মূলধন

Ⓑ Solve কোনো কোম্পানি তার মোট নিবন্ধিত মূলধনের যে অংশ [illegible] মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রির আহ্বান জানিয়ে [illegible] তাকে ইস্যুকৃত বা বিলিযোগ্য বা প্রদানযোগ্য মূলধন বলা হয়।

[illegible] শেয়ার সম্পর্কে কোনটি সত্য? [DU : 00-01]

Ⓐ শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটির অংশ Ⓑ ইহা একটি ঋণ
Ⓒ [illegible] ইকুইটি ও সম্পদ বিযুক্ত Ⓓ কোম্পানির সম্পদ নয়

Ⓒ Solve সাধারণ শেয়ারের মতোই অগ্রাধিকার শেয়ারও কোম্পানির ইকুইটি। তবে অগ্রাধিকার শেয়ার প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লভ্যাংশ ও মূলধন ফেরত পায়। অগ্রাধিকার শেয়ারের ক্ষেত্রে [illegible] কারণ সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের [illegible] হয়, কেননা অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পরিশোধ করা হয়, কেননা পরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারসমূহ নির্দিষ্ট সময় শেষে পরিশোধ করে দেওয়া হয়। সুতরাং বলা যায় যে, অগ্রাধিকার শেয়ার ইকুইটি ও সম্পদ বিযুক্ত।

04. সবুজ কোম্পানি ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে গঠিত হয়। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৯০,০০০ সাধারণ শেয়ার। প্রথম বছর কোম্পানি ৭,০০০ শেয়ার মোট ৮,৪০,০০০ টাকায় এবং ৮,০০০ শেয়ার মোট ৬,৪০,০০০ টাকায় বিক্রি করে। শেয়ার বিক্রি বাবদ সব টাকা আদায় হয়েছে। শেয়ার প্রিমিয়াম-এর পরিমাণ কত টাকা? [DU : 97-98]

Ⓐ ৯০,০০০ টাকা Ⓑ ১,৯০,০০০ টাকা
Ⓒ ১,৩০,০০০ টাকা Ⓓ ১,৪০,০০০ টাকা

Ⓓ Solve ১ টি (প্রতিটি) শেয়ারের মূল্য = ১০০ টাকা হলে ৭,০০০ টি শেয়ারের মূল্য = (১০০ × ৭,০০০) = ৭,০০,০০০ টাকা।
∴ শেয়ার প্রিমিয়াম = (৮,৪০,০০০ − ৭,০০,০০০) = ১,৪০,০০০ টাকা।

05. মেঘনা কোম্পানি ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে গঠিত হয়। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৯০,০০০ সাধারণ শেয়ার। প্রথম বছর কোম্পানি ৫,০০০ শেয়ার মোট ৬,০০,০০০ টাকায় এবং ১০,০০০ শেয়ার মোট ৯,৫০,০০০ টাকায় বিক্রি করে। শেয়ার বিক্রি বাবদ সব পাওনা টাকা আদায় হয়েছে। বছরান্তে কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্রে পরিশোধিত মূলধন হিসাবে মোট কত টাকা দেখানো হয়েছিল? [DU : 95-96]

Ⓐ ১৫,৫০,০০০ টাকা Ⓑ ১৫,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ১৪,৫০,০০০ টাকা Ⓓ ১৬,০০,০০০ টাকা

Ⓑ Solve কোম্পানির বিলিকৃত শেয়ার সংখ্যাকে শেয়ার মূল্য দ্বারা গুণ করলে পাওয়া যায় বিলিকৃত মূলধন। যদি বিলিকৃত সকল শেয়ার কোম্পানির তলব করে তবে তাকে বলা হয় তলবি বা তলবকৃত মূলধন। আর তলবকৃত শেয়ারের সকল শেয়ার যদি আদায় হয় তবে তাকে পরিশোধিত মূলধন বলে। যদি তলবকৃত কোন শেয়ার অনাদায়ী থাকে তবে তলবকৃত মূলধন থেকে উক্ত অনাদায়ী তলব বাদ/বিয়োগ করে পরিশোধিত মূলধন নির্ণয় করা হয়ে থাকে। প্রশ্নটির ক্ষেত্রে বিলিকৃত মূলধনের সবটাই তলব করা হয়েছে এবং কোন তলবি বা তলবকৃত শেয়ার অনাদায়ী হয়নি। তাই উক্ত বিলিকৃত সম্পূর্ণ মূলধনই হবে পরিশোধিত মূলধন।

অর্থাৎ, মেঘনা কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন = (বিলিকৃত শেয়ার সংখ্যা × শেয়ারমূল্য) = [(৫,০০০ + ১০,০০০) × ১০০] টাকা
= (১৫,০০০ × ১০০) = ১৫,০০,০০০ টাকা

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ/গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

01. স্টক ডিভিডেন্ড দেওয়ার ফলে — [DU 7 College : 20-21]

Ⓐ মোট সম্পদ বৃদ্ধি পায় Ⓑ মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি পায়
Ⓒ মালিকানাস্বত্ব হ্রাস পায় Ⓓ মালিকানাস্বত্বের কোনো পরিবর্তন হয় না

Ⓓ Solve নিট লাভের যে অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তাকে লভ্যাংশ বলে। লভ্যাংশ ২ ভাবে দেওয়া যায়, (i) নগদ লভ্যাংশ (ii) স্টক লভ্যাংশ। Stock dividend দেওয়ার ফলে মালিকানাস্বত্বের কোনো পরিবর্তন হয় না। কারণ শেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শেয়ারমূল্য হ্রাস পায় এবং মূলধন অপরিবর্তিত থাকে।

02. বাংলাদেশের কত সালের আইন অনুযায়ী কোম্পানি গঠিত হয়? [BHSC : 19-20]

Ⓐ ১৯১৩ Ⓑ ১৯৫২ Ⓒ ১৯৯১ Ⓓ ১৯৯৪

Ⓓ Solve বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালের আইন অনুযায়ী কোম্পানি গঠিত হয়। পূর্বে ১৯১৩ সালের ভারতীয় আইন অনুযায়ী গঠিত হতো।

RIVERS PUBLICATIONS • RIVERS PUBLICATIONS • RIVERS PUBLICATIONS • RIVERS PUBLICATIONS

CS CamScanner

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

01. শেয়ার অধিহার একটি- [JU-E: 18-19, DU 7 College: 19-20]
Ⓐ মূলধনজাতীয় আয় Ⓑ মূলধনজাতীয় ব্যয়
Ⓒ মুনাফাজাতীয় আয় Ⓓ মুনাফাজাতীয় ব্যয়

A Solve নিয়মিত কারবারি আয় ছাড়া অন্যান্য আয়কে মূলধনজাতীয় আয় বলে। যেমন: স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ, শেয়ার অধিহার। যে সকল ব্যয় বারবার করতে হয় না এবং যে ব্যয়ের ফল দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করা যায় তাকে মূলধনজাতীয় ব্যয় বলে; যেমন: দালানকোঠা, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তির যে অংশ বর্তমান হিসাব বছর সংক্রান্ত তাকে বলা হয় মুনাফাজাতীয় আয়। যেমন: সুদ প্রাপ্তি, শিক্ষানবিশ সেলামি প্রাপ্তি ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য যে সমস্ত ব্যয় বারবার করতে হয় এবং যার ফল স্বল্পস্থায়ী হয় তাকে মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলা হয়। যেমন: যন্ত্রপাতির মেরামত খরচ, অবচয়, পরিবহন ব্যয়, বেতন ও মজুরি প্রদান ইত্যাদি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

01. ফাতেমা লি. ১০ টাকা মূল্যের ২০,০০০ শেয়ার ইস্যু করে যা পূর্ণ মূল্যে পরিশোধিত। চলতি বণ্টনযোগ্য মুনাফার পরিমাণ ১,৩০,০০০ টাকা। ১০% হারে লভ্যাংশ কত টাকা হবে? [RU : 22-23]
Ⓐ ১০,৩০০ টাকা Ⓑ ১৩,০০০ টাকা Ⓒ ১৫,০০০ টাকা Ⓓ ২০,০০০ টাকা

D Solve ফাতেমা লি: এর লভ্যাংশ = {(২০,০০০ × ১০) × ১০%}
= (২,০০,০০০ × ১০%)
= ২০,০০০ টাকা।

02. মি রশিদ স্কয়ার ফার্মার একটি ১০০ টাকা মূল্যমানের ১০০টি শেয়ার প্রিমিয়ামসহ প্রতিটি ২০০ টাকায় ক্রয় করেন। তার দায় কত টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ? [RU : 21-22]
Ⓐ ৫,০০০ টাকা Ⓑ ১০,০০০ টাকা Ⓒ ১৫,০০০ টাকা Ⓓ ২০,০০০ টাকা

B Solve শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানির শেয়ার মালিকের দায় তার ক্রয়কৃত মোট শেয়ারের মূল্য (Face Value বা আঙ্কিক মূল্য) দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং, মি রশিদের দায় = (১০০ × ১০০) = ১০,০০০ টাকা দ্বারা সীমাবদ্ধ।

03. নিচের কোনটিকে ইক্যুইটি ও ঋণের মিশ্রণ বলা হয়? [RU : 21-22; CU : 15-16; JnU : 10-11]
Ⓐ বন্ড Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ার Ⓒ ডিবেঞ্চার Ⓓ সাধারণ শেয়ার

B Solve আইন অনুযায়ী যে শেয়ারের মালিকগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে কোম্পানির লভ্যাংশ ভোগ করেন এবং মূলধন ফেরত পাবার ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার রাখেন, তাকে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার বলে। অর্থাৎ এদের লভ্যাংশ একটি নির্দিষ্ট হারে সর্ব প্রথমেই দেওয়া হয় এবং কোম্পানির বিলোপ সাধনকালে মূলধন ফেরত পাবার ব্যাপারেও এদের অগ্রাধিকার থাকে। তাই অগ্রাধিকার শেয়ারকে ইক্যুইটি ও ঋণের মিশ্রণ বা সংকর সিকিউরিটি (Hybrid Security) বলা হয়।

04. রেনেটা লিমিটেড ১০ টাকা মূল্যের ২০,০০০ শেয়ার ইস্যু করে যা ৮০% মূল্য পরিশোধিত। ১০% লভ্যাংশ ঘোষণা করলে লভ্যাংশের পরিমাণ কত? [RU : 21-22]
Ⓐ ২,০০০ টাকা Ⓑ ১,৬০০ টাকা Ⓒ ১,৬৫০ টাকা Ⓓ ২,০৫০ টাকা

Solve উপর্যুক্ত অপশন সমূহে সঠিক উত্তর নেই।
ইস্যুকৃত শেয়ার মূল্য = ১০ × ২০,০০০ = ২,০০,০০০ টাকা।
পরিশোধিত মূলধন = ১০ × (২০,০০০ × ৮০%) = ১,৬০,০০০ টাকা।
সুতরাং, নগদ লভ্যাংশের পরিমাণ = ১,৬০,০০০ × ১০% = ১৬,০০০ টাকা।

05. কোম্পানি যে পরিমাণ মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত হয়, তাকে কী বলা হয়? [RU : 16-17]
Ⓐ অনুমোদিত মূলধন Ⓑ নিবন্ধিত মূলধন
Ⓒ নামমাত্র মূলধন Ⓓ সবগুলো

D Solve কোম্পানি যে পরিমাণ মূলধন নিয়ে অনুমোদিত/ নিবন্ধিত হয় তাকে অনুমোদিত/ নিবন্ধিত/ নামমাত্র মূলধন বলে।

06. শেয়ার অধিহার কোম্পানির চূড়ান্ত পত্রের- [RU : 16-17]
Ⓐ লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে দেখানো হয়
Ⓑ উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তির হিসাবে দেখানো হয়
Ⓒ উদ্বৃত্তপত্রে দায় হিসাবে দেখানো হয়
Ⓓ লাভ লোকসান হিসাবে দেখানো হয়

C Solve শেয়ার অধিহার কোম্পানির দায় হিসেবে গণ্য করা হয় তাই এটি উদ্বৃত্তপত্রের দায় পাশে দেখানো হয়। অন্যদিকে, শেয়ার অবহার কোম্পানির সম্পত্তির হিসেবে গণ্য করা হয়, তাই সম্পত্তি পাশে দেখানো হয়।

07. মালিকানা স্বত্বাধিকার বলতে বুঝায়- [RU : 15-16]
Ⓐ শুধু মূলধন Ⓑ দায়
Ⓒ মূলধন ও অবণ্টিত লাভ Ⓓ সম্পত্তি

C Solve এখানে, মালিকানা স্বত্বাধিকার বলতে মূলধন ও অবণ্টিত মুনাফা বুঝায়।

08. রাইট শেয়ার ইস্যু করা হয়- [RU : 11-12; SUST : 12-13]
Ⓐ বর্তমান সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে Ⓑ জনগণের মধ্যে
Ⓒ পরিচালকদের মধ্যে Ⓓ বন্ডহোল্ডারদের মধ্যে

A Solve কোম্পানি তার বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে রাইট শেয়ার ইস্যু করে।

09. নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায়- [RU : 11-12]
Ⓐ সাধারণ শেয়ার হোল্ডার Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডার
Ⓒ উদ্যোক্তা শেয়ার হোল্ডার Ⓓ বন্ড হোল্ডার

B Solve যে সমস্ত শেয়ারের মালিকগণ নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ ভোগ করে এবং মূলধন ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়, সে সমস্ত শেয়ারকে বলা হয় অগ্রাধিকার শেয়ার।

10. প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ২,০০০ টি শেয়ারের বিক্রয়মূল্য ২,১০,০০০ টাকা, অন্যদিকে ৩,০০০টি শেয়ারের বিক্রয়মূল্য ২,৯৫,০০০ টাকা। শেয়ার প্রিমিয়াম এবং বাট্টার পরিমাণ কত? [RU : 09-10]
Ⓐ ১০,০০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকা টাকা
Ⓑ ৫,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ টাকা টাকা
Ⓒ ১৫,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ টাকা টাকা
Ⓓ কোনোটিই নয়

A Solve লিখিত মূল্য = ২,০০০টি শেয়ার × ১০০ টাকা = ২,০০,০০০ টাকা।
শেয়ার প্রিমিয়াম = শেয়ারের বিক্রয়মূল্য − লিখিতমূল্য = (২,১০,০০০ − ২,০০,০০০) = ১০,০০০ টাকা।
শেয়ার বাট্টা = {(৩,০০০ × ১০০) − ২,৯৫,০০০} = ৫,০০০ টাকা।

11. শুধু লাভ হলে লভ্যাংশ পায়, লাভ না হলে পরবর্তীতে লভ্যাংশ দাবি করা যায় না- উহা: [RU : 09-10]
Ⓐ সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার Ⓑ অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার
Ⓒ অংশগ্রহণবিহীন অগ্রাধিকার শেয়ার Ⓓ আংশিক অংশগ্রহণ অগ্রাধিকার শেয়ার

B Solve অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকগণ শুধু কারবারে মুনাফা হলেই লভ্যাংশ পান, মুনাফা না হলে তারা লভ্যাংশ দাবি করতে পারে না।

12. কোম্পানি আইন অনুযায়ী শেয়ার অধিহার হিসাবের সঞ্চিতি অর্থ ব্যয় করা যায়: [RU : 09-10]
Ⓐ প্রাথমিক খরচ অবলোপন Ⓑ সুনাম অবলোপন
Ⓒ অবলেখন দস্তুরি অবলোপন Ⓓ সবগুলো হিসাবে

D Solve বিভিন্ন ধরনের অলীক সম্পত্তি যেমন- প্রাথমিক খরচ, সুনাম, অবলেখন দস্তুরি প্রভৃতি অবলোপন করার জন্য শেয়ার অধিহারের সঞ্চিতি অর্থ- ব্যয় করা হয়।

13. কোম্পানি আইনের টেবিল 'এ' অনুযায়ী বকেয়া তলবের উপর বার্ষিক শতকরা কত হারে সুদ ধার্য করতে হয়? [RU : 08-09]
Ⓐ ৬% Ⓑ ৬.৫%
Ⓒ ৫% Ⓓ ৫.৫%

C Solve কোম্পানির টেবিল 'এ' অনুসারে বকেয়া তলবের উপর সাধারণত ৫% হারে অবচয় ধরা হয়।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Rafi Co Ltd. এর প্রতিটি শেয়ার ১০০ টাকা করে ২০,০০০ শেয়ারের মূল্য তলব করে তলবে শেয়ার প্রতি ৫০ টাকা (অবহার ব্যতীত) করে চাওয়া হয়। শেয়ার প্রতি ৫ টাকা অবহার এবং তলবেই তা হিসাবভুক্ত করা হয়। যখন তলবের টাকা নগদ পাওয়া যাবে তখন জাবেদা হবে- [RU : 08-09]

Ⓐ ব্যাংক/নগদান হিঃ ডেঃ ১০,০০,০০০ শেয়ার তলব হিঃ ১০,০০,০০০
Ⓑ শেয়ার তলব হিঃ ডেঃ ১০,০০০,০০০ মূলধন হিসাব ১০,০০,০০০
Ⓒ ব্যাংক/ নগদান হিঃ ডেঃ ৯,০০,০০০ শেয়ার মূলধন হিঃ ৯,০০,০০০
Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓐ Solve তলবে অবহার থাকলে তলবের টাকা যখন পাওয়া যাবে তখন অবহার ব্যতীত বাকি টাকা পাওয়া যাবে এবং উক্ত টাকার জন্য জাবেদা দিতে হবে। এখানে, তলবের টাকার পরিমাণ ৫০ টাকা এবং শেয়ার সংখ্যা ২০,০০০। সুতরাং জাবেদা হবে-
নগদ/ব্যাংক/ব্যাংক হিসাব ডেবিট ১০,০০,০০০ টাকা
শেয়ার তলব হিসাব ক্রেডিট ১০,০০,০০০ টাকা

লিখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে শেয়ার ইস্যু করা হলে তাকে বলা হয়- [RU : 08-09]

Ⓐ অবহার Ⓑ অতিরিক্ত চাঁদা
Ⓒ অধিহার Ⓓ A ও C

Ⓒ Solve কোম্পানির শেয়ার বিলির সময় শেয়ারের লিখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে শেয়ার ইস্যু করা হলে উক্ত অধিক বা অতিরিক্ত মূল্যকে শেয়ার প্রিমিয়াম বা শেয়ার অধিহার বলা হয়।

শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে কারবারের- [RU : 08-09]

Ⓐ লভ্যাংশ বৃদ্ধি পায় Ⓑ দায় বৃদ্ধি পায়
Ⓒ মূলধন বৃদ্ধি পায় Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓒ Solve যৌথ মূলধনি কোম্পানি বাজারে শেয়ার বিক্রি করে তাদের মূলধন সংগ্রহ করে। সুতরাং, শেয়ার বিক্রি করলে মূলধন বৃদ্ধি পায়।
[Note: দায়ও বৃদ্ধি পায় কারণ শেয়ার মূলধন কোম্পানির জন্য আন্তর্দায়]

শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণের উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে শেয়ার অবহার অবলোপন করা হলে জাবেদা হবে- [RU : 08-09]

Ⓐ শেয়ার হিসাব ডেঃ টু শেয়ার অবহার
Ⓑ শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাব ডেঃ টু শেয়ার অবহার হিসাব
Ⓒ শেয়ার অবহার হিসাব ডেঃ টু শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাব
Ⓓ শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাব ডেঃ টু শেয়ার মূলধন হিসাব

Ⓑ Solve সাধারণত শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত থাকে আর শেয়ার অবহার হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত থাকে। সুতরাং শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাবের উদ্বৃত্ত দিয়ে শেয়ার অবহার অবলোপন করতে হলে শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণের উদ্বৃত্তকে কমাতে হবে অর্থাৎ শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণের উদ্বৃত্তকে ডেবিট করতে হবে এবং অবহারকে কমাতে হবে অর্থাৎ শেয়ার অবহারকে ক্রেডিট করতে হবে। সুতরাং জাবেদাটি হলো– শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাব ডেঃ টু শেয়ার অবহার হিসাব।

কোনো বছরে লোকসান হলেও যে অগ্রাধিকার শেয়ারের উপর লভ্যাংশ পরবর্তী বছরে লাভ হলে পাওয়া যায় সেই অগ্রাধিকার শেয়ারের নাম– [RU : 04-05]

Ⓐ প্রতিশ্রুতি অগ্রাধিকার শেয়ার Ⓑ সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার
Ⓒ অংশীদারি অগ্রাধিকার শেয়ার Ⓓ পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার

Ⓑ Solve যদি কোনো অর্থ বছরে অপর্যাপ্ত মুনাফা বা লোকসান হয় তবে যে সকল শেয়ারের উপর লভ্যাংশ পরবর্তী বছরে পূর্ববর্তী বছরের লভ্যাংশ সঞ্চিত থাকে বা প্রদান করা হয় তাকে সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

শেয়ার বিক্রয় করে কোম্পানি সর্বোচ্চ যে পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করতে পারে তাকে বলে– [RU : 04-05]

Ⓐ ইস্যুকৃত মূলধন Ⓑ অনুমোদিত মূলধন
Ⓒ সংরক্ষিত মূলধন Ⓓ অগ্রাধিকার শেয়ার

Ⓑ Solve স্মারকলিপিতে যে পরিমাণ মূলধন নিয়ে কোম্পানি নিবন্ধিত হয় এবং শেয়ার বিক্রয় করে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ অর্থ কোম্পানি সংগ্রহ করতে পারে তাকে বলা হয় অনুমোদিত মূলধন।

20. নগদ অর্থ ভিন্ন অন্য কোনো প্রতিদানের বিনিময়ে যে শেয়ার মূলধন বিলি করা হয় তার নাম– [RU : 04-05]

Ⓐ সংরক্ষিত মূলধন Ⓑ ওয়াটার্ড মূলধন
Ⓒ অনাদায়ী মূলধন Ⓓ অতলবি মূলধন

Ⓑ Solve মোট বিলিকৃত মূলধনের যে অংশ কোম্পানি বিলোপ সাধনের আগ পর্যন্ত বা বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া তলব করা হয় না তাকে– (A) সংরক্ষিত মূলধন বলে। তলবকৃত মূলধনের যে অংশ কখনও পাওয়া যাবে না বা শেয়ার মালিক যথাসময়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তাকে (C) অনাদায়ী মূলধন বলে। বিলিকৃত মূলধনের যে অংশ এখনও তলব করা হয় নাই তাকে (D) অতলবি মূলধন বলে। আর নগদ অর্থ ভিন্ন অন্য কোনো প্রতিদান বা সম্পদের বিনিময়ে যে শেয়ার মূলধন বিলি করা হয় তাকে (B) ওয়াটার্ড মূলধন বলে।

21. শেয়ার আবেদনের টাকা শেয়ার মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা কোনটি? [RU : 04-05]

Ⓐ শেয়ার আবেদন হিসাব ডেঃ টু ব্যাংক হিসাব
Ⓑ শেয়ার আবেদন হিসাব ডেঃ টু শেয়ার মূলধন হিসাব
Ⓒ শেয়ার মূলধন হিসাব ডেঃ টু শেয়ার আবেদন হিসাব
Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve যখন শেয়ার আবেদনের টাকা পাওয়া যায় তখন জাবেদা দাখিলা দেওয়া হয়– ব্যাংক/নগদান হিসাব ডেঃ টু শেয়ার আবেদন হিসাব আর যখন শেয়ার আবেদনের টাকা মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হয় তখন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আর মূলধন বৃদ্ধি পেলে মূলধনকে ক্রেডিট করতে হয় এবং শেয়ার আবেদনের হতে টাকা স্থানান্তর করা হয় বলে একে ডেবিট করতে হয়। অর্থাৎ জাবেদাটি হলো– শেয়ার আবেদন হিসাব ডেঃ টু শেয়ার মূলধন হিসাব।

22. প্রথম তলবে শেয়ার প্রতি ৫ টাকা হিসাবে ১,০০০ শেয়ারের প্রথম তলব পরিশোধ করতে বলা হলো। সঠিক জাবেদা কোনটি? [RU : 04-05]

Ⓐ শেয়ার প্রথম তলব হিসাব ডেঃ ৫,০০০ টু শেয়ার বিলিকরণ হিসাব ৫,০০০
Ⓑ শেয়ার বিলিকরণ হিসাব ডেঃ ৫,০০০ টু শেয়ার প্রথম তলব হিসাব ৫,০০০
Ⓒ শেয়ার প্রথম তলব হিসাব ডেঃ ৫,০০০ টু শেয়ার মূলধন হিসাব ৫,০০০
Ⓓ কোনোটিই নয়।

Ⓒ Solve শেয়ার প্রতি ৫ টাকা করে ১,০০০ শেয়ারের মূল্য হবে (১,০০০ × ৫) টাকা = ৫,০০০ টাকা।
শেয়ারের প্রথম তলবের টাকা/মূল্য পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। ফলে, এখন পর্যন্ত শেয়ারের ১ম তলবের টাকা পাওয়া যায়নি সুতরাং শেয়ার প্রথম তলব হিসাবকে ডেবিট করতে হবে। এবং প্রথম তলব বাবদ মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলধনকে ক্রেডিট করতে হবে। অর্থাৎ জাবেদাটি হবে–
শেয়ার প্রথম তলব হিসাব ডেবিট- ৫,০০০ টাকা
শেয়ার মূলধন হিসাব ৫,০০০ টাকা

23. কোনটি স্টকের বৈশিষ্ট্য নয়? [RU : 04-05]

Ⓐ স্টক অবাধে হস্তান্তর করা চলে না
Ⓑ কোম্পানি গঠনের সময় স্টক বিলি করা হয়
Ⓒ স্টকে ক্রমিক নম্বর থাকে না
Ⓓ স্টকের কোনো অভিহিত মূল্য থাকে না।

Ⓐ Solve স্টক হলো মূলধনের সমমূল্যের খণ্ডবিশেষ/ক্ষুদ্রতম অংশ যার কোনো ক্রমিক নম্বর থাকে না, কোনো অভিহিত মূল্য থাকে না এবং কোম্পানি গঠনের সময় স্টক বিলি করা হয়। সুতরাং স্টক অবাধে হস্তান্তরঅযোগ্য বা স্টক অবাধে হস্তান্তর করা চলে না এটি স্টকের বৈশিষ্ট্য নয়।
যার (D) কোনো অভিহিত মূল্য থাকে না, যেকোনো মূল্যের হতে পারে তবে শেয়ার মূল্য অপেক্ষা কম যা অবাধে হস্তান্তর করা যায়। সুতরাং একমাত্র (A) স্টক অবাধে হস্তান্তর করা চলে না Option টি স্টকের বৈশিষ্ট্য নয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি ইস্যুকৃত মূলধন $৩,০০,০০০; তলবকৃত মূলধন $২,০০,০০০। বকেয়া তলব $২০,০০০; অগ্রিম পরিশোধ $১০,০০০ এবং প্রিমিয়াম $২০,০০০ হয়, তাহলে পরিশোধিত মূলধন হবে– [CU-C : 20-21]

Ⓐ $২,০০,০০০ Ⓑ $২,২০,০০০ Ⓒ $১,৮০,০০০
Ⓓ $১,৯০,০০০ Ⓔ $২,১০,০০০

Ⓒ Solve পরিশোধিত মূলধন = তলবকৃত মূলধন – বকেয়া তলব = $ (২,০০,০০০ – ২০,০০০) = $১,৮০,০০০।

02. BO হিসাবের অর্থ হলো– [CU : 19-20]

Ⓐ Bank Owners Account
Ⓑ Benefit Owners Account
Ⓒ Beneficiary Owners Account
Ⓓ Beneficiary of Account
Ⓔ Beneficiary Owners Asset

Ⓒ Solve BO এর পূর্ণরূপ হলো Beneficiary Owners Account। শেয়ারবাজারে লেনদেন করতে এটি লাগে।

03. অগ্রাধিকার শেয়ার সম্বন্ধে নিচের কোন বিবৃতিটি সত্য নয়? [CU : 17-18]

Ⓐ অগ্রাধিকার শেয়ার এর উপর নির্দিষ্ট হারে ডিভিডেন্ট দেওয়া যেতে পারে
Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ কোম্পানির মালিক
Ⓒ অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ লভ্যাংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান
Ⓓ অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারেন
Ⓔ কোনো কোনো অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন নির্দিষ্ট সময়ান্তে ফেরত দেওয়ার বিধান আছে

Ans Ⓓ

04. একটি কোম্পানি বিনামূল্যে বর্তমান শেয়ার মালিকদের নিকট ২:১ অনুপাতে নতুন শেয়ার বিতরণ করল। এ ধরনের শেয়ারের নাম কী? [CU : 15-16]

Ⓐ রাইট শেয়ার Ⓑ প্রাথমিক শেয়ার Ⓒ স্থাপকের শেয়ার
Ⓓ অগ্রাধিকার শেয়ার Ⓔ বোনাস শেয়ার

Ⓔ Solve কোম্পানি বিনামূল্যে বর্তমান শেয়ারহোল্ডাদের মধ্যে যে শেয়ার বিতরণ করে তাকে বোনাস শেয়ার বলা হয়।

05. কোন ধরনের শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশের হার সর্বদা অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল? [CU : 15-16]

Ⓐ সাধারণ শেয়ার Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ার
Ⓒ সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার Ⓓ অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার
Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓐ Solve সাধারণ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশের হার সর্বদা অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল।

06. বাজেয়াপ্তকৃত একটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা, তলবকৃত মূল্য ৮০ টাকা এবং পরিশোধিত মূল্য ৬০ টাকা হলে শেয়ার মূলধন হিসেবে ডেবিট হবে– [CU : 12-13, 10-11]

Ⓐ ১০০ টাকা Ⓑ ৬০ টাকা Ⓒ ৮০ টাকা
Ⓓ ৪০ টাকা Ⓔ ২০ টাকা

Ⓒ Solve বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ারের তলবকৃত মূল্য দ্বারা শেয়ার মূলধন হিসাব ডেবিট করতে হয়। সুতরাং এখানে মূলধন হিসাবে ডেবিট হবে ৮০ টাকা।

07. নিচের কোনটি ছাড়া অগ্রাধিকার শেয়ারের সাধারণ শেয়ার এর উপর অগ্রাধিকার আছে? [CU : 12-13, 10-11]

Ⓐ লভ্যাংশ Ⓑ অবসায়নকালীন সম্পত্তি Ⓒ পুঞ্জীভূত লভ্যাংশ
Ⓓ ভোট প্রদান Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓓ Solve এখানে ভোট প্রদান ছাড়া বাকি সবগুলোতে অগ্রাধিকার শেয়ারের অগ্রাধিকার রয়েছে।

08. বর্তমানে বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য কোম্পানি আইনটি কোন সালে প্রণীত হয়? [CU : 16-...]

Ⓐ ১৯১৩ সালে Ⓑ ১৯৩২ সালে Ⓒ ১৯৮৪ সালে
Ⓓ ১৯৯১ সালে Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓔ Solve বর্তমানে বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য কোম্পানি আইন ১৯৯৪ সালের। যার আলোকে কোম্পানিসমূহ গঠিত ও পরিচালিত হয়।

09. শেয়ার আবেদন হিসাব কোন প্রকারের হিসাব? [CU : 10-11; JKKNIU : 12-13]

Ⓐ নামিক হিসাব Ⓑ ব্যক্তিবাচক হিসাব Ⓒ সম্পত্তিবাচক হিসাব
Ⓓ দায়বাচক হিসাব Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve শেয়ার আবেদনকে সাধারণত ব্যক্তিবাচক হিসেবে গণ্য করা হয়।

10. কোম্পানি আইনের ধারা অনুযায়ী শেয়ার বিলির কত দিনের মধ্যে শেয়ার সনদ প্রদান করতে হয়? [CU : 09-10; RU : 19-19; JKKNIU : 18-19]

Ⓐ ৬০ দিন Ⓑ ৪৫ দিন Ⓒ ৭৫ দিন
Ⓓ ৯০ দিন Ⓔ ১০০ দিন

Ⓓ Solve কোম্পানি আইন অনুসারে জনগণকে শেয়ার বিলির ৯০ দিনের মধ্যে শেয়ার সনদ প্রদান করতে হয়।

11. একটি কোম্পানির বাট্টায় শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শেয়ার বাট্টার হার কত? [CU : 09-...]

Ⓐ ২০% Ⓑ ১৫% Ⓒ ১০%
Ⓓ ১২% Ⓔ ৫%

Ⓒ Solve ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১৫৩(১-খ) ধারা অনুসারে অবহার বা বাট্টায় শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে অবহার বা বাট্টার সর্বোচ্চ হার ১০% এর বেশি হবে না।

12. শেয়ার মূলধনের যে অংশটুকু বিলোপ সাধনের সময় তলব করা হয় তাকে বলে- [CU : 08-09]

Ⓐ মূলধন সঞ্চিতি Ⓑ সাধারণ সঞ্চিতি Ⓒ সঞ্চিত মূলধন
Ⓓ বকেয়া মূলধন Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓒ Solve কোনো সীমিত দায় কোম্পানি বিশেষ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, অতলবি মূলধনের সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ যা কেবল কোম্পানি অবসায়ন ব্যতীত অন্য কোনো সময়ে তলব করা যাবে না। এরকম অতলবকৃত মূলধন এবং এর অংশবিশেষ যা অবসায়নকালে অবসায়নের আনুষঙ্গিক ব্যয় বহনের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত রাখা হয় তাকে সংরক্ষিত মূলধন (Reserve Capital) বলে।

13. বোনাস শেয়ার ইস্যু করা হয়- [CU : 08-09; CoU : 12-13; PUST : 15-16]

Ⓐ নতুন জনসাধারণকে Ⓑ বর্তমান শেয়ার মালিকগণকে
Ⓒ উদ্যোক্তাদেরকে Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve সাধারণত বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদেরকে বোনাস শেয়ার ইস্যু করা হয়।

14. কোনটি কোম্পানির দায়? [CU : 07-08; JKKNIU : 15-16]

Ⓐ প্রাথমিক খরচ Ⓑ সুনাম Ⓒ শেয়ার অবহার
Ⓓ শেয়ার প্রিমিয়াম Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓓ Solve উপরিউক্তগুলোর মধ্যে প্রাথমিক খরচ, সুনাম এবং শেয়ার অবহার কোম্পানির সম্পত্তি। অন্যদিকে শেয়ার প্রিমিয়াম মালিকানাস্বত্বের অংশ।

15. শেয়ার আবেদনের টাকা ফেরত প্রদানের জন্য নিচের কোন জাবেদা লিপিবদ্ধ করা হয়- [CU : 06-07]

Ⓐ ব্যাংক হিসাব ডেবিট; শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট
Ⓑ শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট; ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট
Ⓒ নগদান হিসাব ডেবিট; শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট
Ⓓ শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট; শেয়ার আবণ্টন হিসাব ক্রেডিট
Ⓔ শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট; শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট

Ⓑ Solve আবেদন বাবদ শেয়ারের টাকা পাওয়া গেল ব্যাংক হিসাব ডেবিট ও শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট করা হয়। যখন অতিরিক্ত আবেদনের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তখন ঠিক এর উল্টো অর্থাৎ, শেয়ার আবেদনকে ডেবিট আর ব্যাংক হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন প্রতিটি ১০ টাকা দরে ১,০০,০০০ শেয়ার। কোম্পানিটি ৩০,০০০ শেয়ার ৩,৬০,০০০ টাকায় এবং ৫০,০০০ শেয়ার ৬,৫০,০০০ টাকায় বিক্রি করে। শেয়ার বিক্রি বাবদ সব টাকা আদায় হয়। শেয়ার প্রিমিয়ামের টাকা কত? [CU : 07-08, 05-06]

Ⓐ ১,৮০,০০০ টাকা Ⓑ ২,১০,০০০ টাকা
Ⓒ ৬০,০০০ টাকা Ⓓ ১,৫০,০০০ টাকা

[illegible] Solve শেয়ার মূল্য প্রতিটি ১০ টাকা হওয়ায় ৩০,০০০ শেয়ারের মূল্য দাঁড়ায় = (৩০,০০০ × ১০) = ৩,০০,০০০ টাকা।
কিন্তু, ৩০,০০০ শেয়ার বাবদ আদায় হয়েছে ৩,৬০,০০০ টাকা।
সুতরাং, ৩০,০০০ শেয়ারে প্রিমিয়াম বাবদ আদায় হয়েছে = (৩,৬০,০০০ − ৩,০০,০০০) টাকা = ৬০,০০০ টাকা।
আবার, প্রতিটি শেয়ার মূল্য ১০ টাকা হওয়ায় ৫০,০০০ শেয়ারের মূল্য দাঁড়ায় = (৫০,০০০ × ১০) টাকা = ৫,০০,০০০ টাকা।
কিন্তু ৫০,০০০ শেয়ার বাবদ আদায় হয়েছে ৬,৫০,০০০ টাকা।
সুতরাং, ৫০,০০০ শেয়ার প্রিমিয়ামবাবদ আদায় হয়েছে = (৬,৫০,০০০ − ৫,০০,০০০) টাকা = ১,৫০,০০০ টাকা।
প্রিমিয়াম বাবদ মোট আদায় হয়েছে = (১,৫০,০০০ + ৬০,০০০) টাকা = ২,১০,০০০ টাকা।

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অনুমোদিত মূলধন ১০০০০০০ টাকা, তলবকৃত মূলধন ৭০০০০০ টাকা, অনাদায়ী মূলধন ২০০০০ টাকা, ১২% হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করলে লভ্যাংশের পরিমাণ- [GST : 22-23]

Ⓐ ১২০০০০ টাকা Ⓑ ৮৪০০০ টাকা
Ⓒ ৭৫০০০ টাকা Ⓓ ৮১৬০০ টাকা

Ⓓ Solve তলবকৃত মূলধন ৭,০০,০০০
বাদ : অনাদায়ী মূলধন ২০,০০০
আদায়কৃত মূলধন ৬,৮০,০০০
∴ শেয়ার লভ্যাংশ = (৬,৮০,০০০ × ১২%)
= ৮১,৬০০ টাকা।

কোম্পানি যখন নিজের শেয়ার নিজেই ক্রয় করে, তখন তাকে কী বলে? [GST : 22-23]

Ⓐ ট্রেজারি স্টক Ⓑ সাধারণ স্টক
Ⓒ [illegible] Ⓓ কমন স্টক

Ⓐ Solve শেয়ারের মূল্য যখন পূর্ণ পরিশোধিত হয়ে যায় তখন তাকে স্টক বলে। কোম্পানি যখন নিজের শেয়ার নিজেই ক্রয় করে তখন তাকে ট্রেজারি স্টক বলে।

অবহারে শেয়ার বণ্টন- [GST : 22-23; RU : 08-09, 09-10]

Ⓐ মূলধন জাতীয় লোকসান Ⓑ মুনাফা জাতীয় লোকসান
Ⓒ বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় লোকসান Ⓓ বিলম্বিত মূলধন জাতীয় লোকসান

Ⓐ Solve শেয়ারের লিখিত/ অভিহিত মূল্য অপেক্ষা যে কম মূল্যে শেয়ার ইস্যু করা হয় তাই অবহার। এজন্য অবহারে শেয়ার বণ্টনকে মূলধন জাতীয় লোকসান হিসেবে ধরা হয়।

বাংলাদেশে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদেশপত্র নিতে হয়? [GST : 22-23]

Ⓐ অর্থ মন্ত্রণালয় Ⓑ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
Ⓒ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন Ⓓ বাংলাদেশ ব্যাংক

Ⓒ Solve বাংলাদেশে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ইস্যুর জন্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে আদেশপত্র নিতে হয়।

05. নিম্নের কোনটি ব্যতীত অগ্রাধিকার শেয়ার সাধারণ শেয়ারের তুলনায় বেশি অগ্রাধিকার পাবে? [JUST : 19-20]

Ⓐ ভোটাধিকার Ⓑ লভ্যাংশ
Ⓒ পুঞ্জীভূত লভ্যাংশ Ⓓ দেউলিয়া বিষয়ক সম্পত্তির

Ⓐ Solve অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডাররা লভ্যাংশ প্রাপ্তি এবং মূলধন প্রত্যাবর্তনে অগ্রাধিকার পেলেও এদের কোন ভোটারিধিকার থাকে না। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

06. মুন কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হলো ১০০ টাকা মূল্যের ১০,০০০ শেয়ার। ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ ৮০% এবং বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ ৭০%। মুন কোম্পানির বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ কত টাকা? [CoU : 19-20]

Ⓐ ৫,৬০,০০০ টাকা Ⓑ ৭,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৮,০০,০০০ টাকা Ⓓ ১০,০০,০০০ টাকা

Ⓐ Solve ইস্যুকৃত শেয়ার = (১০,০০০ × ৮০%)
= ৮,০০০ টি
∴ বিলিকৃত শেয়ার = (৮,০০০ × ৭০%)
= ৫,৬০০ টি
বিলিকৃত শেয়ার মূলধন = (৫,৬০০ × ১০০)
= ৫,৬০,০০০ টাকা।

07. ডেভিট কোম্পানি লিমিটেড প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ১,০০,০০০ শেয়ারে নিবন্ধিত। কোম্পানি ৩০,০০০ শেয়ার ৩,৭০,০০০ টাকায় এবং ৫০,০০০ শেয়ার ৬,৪০,০০০ টাকায় বিলি করে। মোট বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ কত? [CoU : 19-20]

Ⓐ ৩,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৫,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৮,০০,০০০ টাকা Ⓓ ১০,১০,০০০ টাকা

Ⓒ Solve মোট বিলিকৃত শেয়ার = (৫০,০০০ + ৩০,০০০)
= ৮০,০০০ টি।
বিলিকৃত মূলধন = (৮০,০০০ × ১০)
= ৮,০০,০০০ টাকা।

08. শেয়ার অবহার কোন হিসাব? [SUST : 19-20]

Ⓐ সম্পদ Ⓑ দায় Ⓒ আয়
Ⓓ ব্যয় Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓐ Solve শেয়ার বাট্টা বা অবহার একটি সম্পদ হিসাব যা উদ্বৃত্তপত্রের অসমন্বিত ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

09. শেয়ার অবহার কোম্পানির কী? [IU -C: 18-19]

Ⓐ মুনাফা Ⓑ ব্যয়
Ⓒ মূলধন ক্ষতি Ⓓ পরিচালন ক্ষতি

Ⓒ Solve যখন যৌথমূলধনি কোম্পানি তার শেয়ারে লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিলি করে, তখন তাকে অবহারে শেয়ার ইস্যু বলে। যেমন- শেয়ারে লিখিত মূল্য ১০০ টাকা, তা যদি কোম্পানি ৯০ টাকায় জনসাধারণের নিকট বিলি করে, তবে (১০০ − ৯০) = ১০ টাকাই হলো শেয়ার অবহার। শেয়ার অবহার একটি মূলধন জাতীয় ক্ষতি।

10. কোম্পানির ঋণদাতা হতে মালিক হওয়ার সুযোগ থাকে- [CoU : 18-19]

Ⓐ বন্ধকি ঋণপত্রে Ⓑ পরিবর্তনযোগ্য ঋণপত্রে
Ⓒ পরিশোধযোগ্য ঋণপত্রে Ⓓ খোলা ঋণপত্রে

Ⓑ Solve কোম্পানি ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট সম্পত্তি জামানত রেখে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে বন্ধকি ঋণপত্র বলে। নির্দিষ্ট সময় পরে আসল অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে কোম্পানি যে ঋণপত্র ফেরত গ্রহণ করতে পারে তাকে পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র বলে। যে ঋণপত্র নির্দিষ্ট সময় পরে ঋণদাতা থেকে শেয়ার মালিক হবার সুযোগ থাকে, তাকে পরিবর্তনযোগ্য ঋণপত্র বলে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

31. শেয়ার বাজারে কোনো কোম্পানির শেয়ার মূল্যের অস্বাভাবিক বড় পরিবর্তন আটকানোর জন্য এস ই সি যে আইন ব্যবহার করে তা হলো- [SUST : 12-13]

Ⓐ শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ Ⓑ শেয়ার পুনঃবিলিকরণ Ⓒ সার্কিট ব্রেকার প্রদান
Ⓓ জেড ক্যাটাগরিকরণ Ⓔ ওভার-দি-কাউন্টার নীতি।

Ⓒ Solve শেয়ার বাজারে কোনো কোম্পানির শেয়ার মূল্যের অস্বাভাবিক পরিবর্তন আটকানোর জন্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এসইসি সার্কিট ব্রেকার প্রদান করে থাকে। বর্তমানে সার্কিট ব্রেকারের সাথে শেয়ারের মূল্যের অস্বাভাবিক পরিবর্তন আটকানোর জন্য Floor Price ব্যবহার করা হচ্ছে।

32. শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ কোম্পানির জন্য- [JKKNIU : 12-13]

Ⓐ মূলধনি লাভ Ⓑ মুনাফা জাতীয় লাভ
Ⓒ মূলধনি ক্ষতি Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓐ Solve শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ কোম্পানির জন্য মূলধনি লাভ। কোনো শেয়ারহোল্ডার আবন্টন বা তলবি অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে এবং পরিমেল নিয়মাবলির (Articles of Association) বিধান মোতাবেক যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর উক্ত টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরিচালকমণ্ডলী তার বা তাদের শেয়ারসমূহ বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।

33. যখন কোন কোম্পানি প্রথমবারের মতো জনগণের নিকট শেয়ার ইস্যু করে, তখন তাকে বলে- [JKKNIU : 12-13]

Ⓐ আই.পি.ও. Ⓑ রাইট শেয়ার
Ⓒ প্রাথমিক শেয়ার Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓐ Solve যখন কোনো কোম্পানি প্রথমবারের মতো জনগণের কাছে শেয়ার ইস্যু করে তখন তাকে আই. পি. ও (Initial Public Offering) বলা হয়।

34. পাবলিক লিঃ কোম্পানি তার শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয় এবং যারা শেয়ার বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদেরকে কী বলা হয়? [MBSTU : 11-12]

Ⓐ শেয়ারহোল্ডার Ⓑ অবলেখক
Ⓒ কোম্পানি সচিব Ⓓ জেনারেল ম্যানেজার

Ⓑ Solve পাবলিক লি. কোম্পানি শেয়ার বাজারে বা জনসাধারণের নিকট শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয় এবং যারা শেয়ার বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদেরকে অবলেখক বলা হয়।

35. পদ্মার কোং লিঃ প্রতিটি 100 টাকা মূল্যের 40,000 শেয়ার ইস্যু করায় 40,500 আবেদন পাওয়া গেল। আবেদনে 25 টাকা, আবন্টনে 25 টাকা এবং তলবে যথাক্রমে 30 ও 20 টাকা হলে অগ্রিম প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ কত? [HSTU : 11-12]

Ⓐ 10,000 টাকা Ⓑ 12,500 টাকা
Ⓒ 15,000 টাকা Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓓ Solve যদি কোনো তলবের টাকা অন্য তলবের সাথে অগ্রিম প্রদান করে তবে তা অগ্রিম প্রাপ্ত টাকা বা অগ্রিম তলব হয়। এখানে অগ্রিম কোনো তলবের টাকা পাওয়া যায় নাই।

36. কোম্পানির পুঁজি সংগ্রহের সাথে যে বিষয়টি সম্পর্কিত নয়: [SUST : 11-12]

Ⓐ ঋণপত্র বিক্রয় Ⓑ ঋণগ্রহণ Ⓒ লভ্যাংশপত্র প্রদান
Ⓓ অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার প্রদান Ⓔ সঞ্চিতি তহবিল গঠন

Ⓒ Solve এখানে ঋণপত্র বিক্রয়, ঋণগ্রহণ, অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার প্রদান, সঞ্চিতি তহবিল গঠন সবই কোম্পানির মূলধন বা পুঁজি সংগ্রহের উৎস হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু লভ্যাংশ পত্র প্রদান পুঁজি সংগ্রহের উৎস নয়।

37. ব্যাংক তার শেয়ার বিক্রি করে যে মূলধন সংগ্রহ করে তাকে বলে: [SUST : 11-12]

Ⓐ রিজার্ভ Ⓑ পরিশোধিত মূলধন Ⓒ সঞ্চিতি তহবিল
Ⓓ ঋণকৃত তহবিল Ⓔ আমানত

Ⓑ Solve ব্যাংক বা যেকোনো যৌথ মূলধনি কোম্পানি শেয়ার বিক্রি করে যে মূলধন সংগ্রহ করে তাকে বলা হয় পরিশোধিত মূলধন।

38. কোনো কোম্পানির স্টক মূলধন ৮০,০০০ টাকা (৮০ টাকা প্রতিটি); বহিমূল্যের অতিরিক্ত পরিশোধিত মূলধন ২,০০,০০০ টাকা এবং রক্ষিত আয় ৪,০০,০০০ টাকা। প্রতিটি একই শ্রেণির শেয়ার হলে প্রতিটি শেয়ারের বইমূল্য কত হবে? [JnU : 10-11]

Ⓐ ৬৮০ টাকা Ⓑ ৪০০ টাকা
Ⓒ ৮০ টাকা Ⓓ ২৮০ টাকা

Ⓐ Solve শেয়ার প্রতি বইমূল্য $= \frac{\text{মোট শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব}}{\text{বিদ্যমান শেয়ার সংখ্যা}}$

$$= \frac{৮০,০০০ + ২,০০,০০০ + ৪,০০,০০০}{(৮০,০০০ \div ৮০)} = \frac{৬,৮০,০০০}{১,০০০} = ৬৮০ \text{ টাকা।}$$

39. অর্থায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের সর্বশেষ উপায় কোনটি? [CoU : 07-08]

Ⓐ সাধারণ শেয়ার ইস্যু Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু
Ⓒ ঋণপত্র ইস্যু Ⓓ ব্যাংক লোন

Ⓒ Solve সাধারণত যৌথ মূলধনি কোম্পানিসমূহ তাদের মূলধন সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রকার শেয়ার বিক্রি করে। শেয়ার এর পরবর্তী বা বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের শেষ উপায় হিসেবে কোম্পানিগুলো ঋণপত্র বিক্রি করে।

40. নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় কারা? [IU]

Ⓐ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডার
Ⓒ সঞ্চয়ী শেয়ারহোল্ডার Ⓓ ঋণপত্রের মালিক

Ⓑ Solve অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারগণ প্রতিবছর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে।

Note: [ঋণপত্রের মালিকগণ সুদ পায়, লভ্যাংশ নয়।]

41. কোনটির প্রভাবে অলীক মূলধন প্রদর্শিত হয়? [IU]

Ⓐ সুনাম ক্রয় Ⓑ সম্পত্তি ইজারা গ্রহণ
Ⓒ প্রাথমিক খরচাবলি Ⓓ শেয়ার অধিহার

Ⓓ Solve শেয়ার অধিহার হলো শেয়ার এর লিখিত বা ফেসভ্যালু থেকে যে অতিরিক্ত বা প্রিমিয়ামে মূল্যে বিক্রি হয় সেটা। শেয়ার অধিহার আসলে মূলধন নয়। তবুও মূলধনে প্রদর্শিত হয় বলে একে অলীক মূলধন বলা হয়।

42. স্টক কখন বিলি করা হয়? [IU]

Ⓐ বার্ষিক সাধারণ সভায় পাশ হলে Ⓑ সবাই একমত হলে
Ⓒ শেয়ারের পূর্ণমূল্য আদায় হলে Ⓓ কোম্পানি নিবন্ধিত হলে

Ⓒ Solve স্টক হলো কোম্পানির মোট মূলধনের ভগ্নাংশ। শেয়ারের টাকা সম্পূর্ণ আদায় হবার পর তাকে স্টকে পরিণত করা হয়। এর কোনো মূল্য থাকে না এবং ক্রমিক নং ও থাকে না তবে অবাধে হস্তান্তর করা যায়।

43. অধিহার কোম্পানির কী? [IU]

Ⓐ মুনাফা Ⓑ ক্ষতি
Ⓒ মূলধন জাতীয় লাভ Ⓓ মূলধন জাতীয় সম্পত্তি

Ⓒ Solve অধিহার বলতে শেয়ার এর Face Value এর থেকে বেশি দামে শেয়ার বিক্রয়কে বুঝায়। কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহের সময়ে এ ধরনের আয় ঘটে তাই এটি মূলধন জাতীয় লাভ।

44. লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল কোন ধরনের সঞ্চিতি? [IU]

Ⓐ বিশেষ সঞ্চিতি Ⓑ মূলধন সঞ্চিতি
Ⓒ সাধারণ সঞ্চিতি Ⓓ গুপ্ত সঞ্চিতি

Ⓐ Solve লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল, সাধারণ সঞ্চিতি, শেয়ার অধিহার প্রতিপূরক তহবিল সবগুলোই বিশেষ সঞ্চিতি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 4 — সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. অনিক লি. এর অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা যা প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের শেয়ারে বিভক্ত। কোম্পানি উহার ৮০% শেয়ার ১০% অবহারে ইস্যু করে। কোম্পানি ৩,৮০,০০০ শেয়ারের আবেদন পায় এবং শেয়ারগুলো যথারীতি বণ্টন করে। অনিক লি. আদায়কৃত মূলধন কত? [DHA-22]
Ⓐ ৪০,০০,০০০ Ⓑ ৩৮,০০,০০০
Ⓒ ৩৬,০০,০০০ Ⓓ ৩,৬০,০০০ Ans B

02. IPO-এর পূর্ণরূপ কী? [DHA-22]
Ⓐ Initial Public Offering
Ⓑ Internal Price Offering
Ⓒ International Public Offering
Ⓓ Initial Price Offering Ans A

03. কোম্পানির অবলেখক চুক্তিকৃত শেয়ার ও ঋণপত্রের মূল্যের উপরে নির্দিষ্ট হারে কী পায়? [MYM-22]
Ⓐ মুনাফা Ⓑ সুদ
Ⓒ কমিশন Ⓓ লভ্যাংশ Ans C

04. কোম্পানি যখন নামিক মূল্যে শেয়ার বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করে তাকে কী বলে? [MYM-22]
Ⓐ অধিহারে শেয়ার ইস্যু Ⓑ অবহারে শেয়ার ইস্যু
Ⓒ সমমূল্যে শেয়ার ইস্যু Ⓓ তলবি মূল্যে শেয়ার ইস্যু Ans C

05. শেয়ার আবেদনের টাকা ১৯০ দিনের মধ্যে ফেরত না দিলে কত % হারে সুদ দিতে হয়? [RAJ-22]
Ⓐ ৬% Ⓑ ৭%
Ⓒ ৮% Ⓓ ৯% Ans A

06. শেয়ার বিক্রির জন্য কোন দলিলটি প্রয়োজন হয়? [RAJ-22]
Ⓐ বিবরণপত্র Ⓑ সংঘবিধি
Ⓒ কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র Ⓓ সংঘস্মারক Ans A

07. আবীর কোং লিমিটেড-এর অনুমোদিত মূলধন ১০ টাকা করে ৫,০০,০০০ শেয়ার। কোম্পানি ৮০% শেয়ার ১০% অবহারে ইস্যু করে। আবীর কোং লিমিটেড এর ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা কত? [RAJ-22]
Ⓐ ৪০,০০০ Ⓑ ৫০,০০০
Ⓒ ৪,০০,০০০ Ⓓ ৫,০০,০০০ Ans C

08. শেয়ার হতে প্রাপ্ত আয়কে কী বলে? [DIN-22]
Ⓐ সুদ Ⓑ মুনাফা
Ⓒ লভ্যাংশ Ⓓ কমিশন Ans C

09. অনুমোদিত মূলধনের যে অংশ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় তাকে কী বলে? [COM-22]
Ⓐ অনুমোদিত মূলধন Ⓑ ইস্যুকৃত মূলধন
Ⓒ বিলিকৃত মূলধন Ⓓ তলবকৃত মূলধন Ans B

10. অতিরিক্ত শেয়ার আবেদনের টাকা ফেরত প্রদানের জন্য জাবেদা কী হবে? [COM-22]
Ⓐ ব্যাংক হিসাব ডেবিট; শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট
Ⓑ শেয়ার মূলধন হিসাব ডেবিট; ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট
Ⓒ শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট; শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট
Ⓓ শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট; ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট Ans D

11. অধিহারে শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে অধিহার দ্বারা কোম্পানির আর্থিক অবস্থার কী প্রভাব পড়বে? [CHI-22]
Ⓐ অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি পাবে
Ⓑ বিলিকৃত মূলধন বৃদ্ধি পাবে
Ⓒ মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি বৃদ্ধি পাবে
Ⓓ আদায়কৃত মূলধন বৃদ্ধি পাবে

12. যখন কোম্পানি নিজের শেয়ার ক্রয় করে তখন তাকে বলে- [JES-22]
Ⓐ বোনাস শেয়ার Ⓑ অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার
Ⓒ ট্রেজারি শেয়ার Ⓓ সাধারণ শেয়ার Ans C

13. পূর্ণ আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের ক্ষুদ্র কিন্তু সমান নয়, মূলধনের এরূপ অংশকে কী বলে? [BAR-22]
Ⓐ শেয়ার Ⓑ বন্ড
Ⓒ স্টক Ⓓ ঋণপত্র Ans C

14. কোন ধরনের শেয়ারহোল্ডার নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় না? [BAR-22]
Ⓐ সাধারণ Ⓑ সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার
Ⓒ পরিশোধ্য অগ্রাধিকার Ⓓ বিলম্বিত দাবিযুক্ত Ans A

15. কোম্পানির সঞ্চিতি তহবিলের অর্থকে শেয়ার মূলধনের রূপান্তর করে যে শেয়ার বিলি করা হয়, তাকে কী বলে? [BAR-22]
Ⓐ রাইট Ⓑ বোনাস
Ⓒ সাধারণ Ⓓ বিলম্বিত Ans B

16. ঘোষিত লভ্যাংশের যে অংশ এখনও কেউ দাবি করেনি তাকে বলে- [DHA-21]
Ⓐ ঘোষিত লভ্যাংশ Ⓑ অদাবিকৃত লভ্যাংশ
Ⓒ অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ Ⓓ চূড়ান্ত লভ্যাংশ Ans B

17. শেয়ার ইস্যু করা যেতে পারে- [DHA-21]
i. লিখিত মূল্যের সমান মূল্যে
ii. লিখিত মূল্য থেকে বেশি মূল্যে
iii. লিখিত মূল্য থেকে কম মূল্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii
Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii Ans D

18. অদাবিকৃত লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠানের জন্য কী? [MYM-21]
Ⓐ সম্পদ Ⓑ দায়
Ⓒ আয় Ⓓ ব্যয় Ans B

19. শেয়ারের অভিহিত মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের পার্থক্যকে বলা হয়- [RAJ-21]
i. শেয়ার অধিহার ii. শেয়ার অবহার iii. শেয়ার ইস্যু খরচ
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii Ⓑ ii ও iii
Ⓒ i ও iii Ⓓ i, ii ও iii Ans A

20. রাইট শেয়ার কাদের মধ্যে ইস্যু করা হয়? [RAJ-21]
Ⓐ নতুন শেয়ার আবেদনকারীদের
Ⓑ ঋণপত্রের মালিকদের
Ⓒ বিদ্যমান সাধারণ শেয়ার মালিকদের
Ⓓ বিদ্যমান অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের Ans C

21. যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধন কাঠামোর উপাদান- [RAJ-21]
i. শেয়ার মূলধন ii. ঋণপত্র iii. সংরক্ষিত আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii
Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii Ans D

22. কোন ধরনের শেয়ারের মূল্য নির্দিষ্ট সময় শেষে ফেরতযোগ্য? [RAJ-21]
Ⓐ বোনাস শেয়ার Ⓑ সাধারণ শেয়ার
Ⓒ রাইট শেয়ার Ⓓ অগ্রাধিকার শেয়ার Ans D

23. মূলধনের অসম মূল্যের অংশকে কী বলা হয়? [COM-21]
Ⓐ স্টক Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ার
Ⓒ বন্ড Ⓓ সাধারণ শেয়ার Ans A

24. সর্বোচ্চ শতকরা কত হারে একটি কোম্পানি অবহারে শেয়ার ইস্যু করতে পারে? [COM-21]
Ⓐ ১০% Ⓑ ১৫%
Ⓒ ২০% Ⓓ ২৫% Ans A

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১০০ টাকা মূল্যের শেয়ার ৯০ টাকায় ইস্যু করা হলে শেয়ার মূলধনের কত টাকা ... হবে? [COM-21]
Ⓐ ১০ টাকা Ⓑ ৯০ টাকা Ⓒ ১০০ টাকা Ⓓ ১১০ টাকা Ans Ⓒ

... লভ্যাংশ কিসের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়? [COM-21]
Ⓐ অনুমোদিত মূলধন Ⓑ আদায়কৃত মূলধন
Ⓒ বিলিকৃত মূলধন Ⓓ ইস্যুকৃত মূলধন Ans Ⓑ

কোম্পানি গঠনের শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহের যে অধিকার পাওয়া যায় সেই মূলধনকে বলে- [SYL-21]
Ⓐ অনুমোদিত মূলধন Ⓑ ইস্যুকৃত মূলধন
Ⓒ তলবকৃত মূলধন Ⓓ আদায়কৃত মূলধন Ans Ⓐ

... কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ...,০০০ শেয়ারে বিভক্ত। ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ অনুমোদিত মূলধনের ...% এবং বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ ইস্যুকৃত মূলধনের ৯০% হলে উক্ত কোম্পানির বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ কত টাকা? [JES-21]
Ⓐ ৩,৬০,০০০ টাকা Ⓑ ৪,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪,৫০,০০০ টাকা Ⓓ ৫,০০,০০০ টাকা Ans Ⓐ

... অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারহোল্ডাররা অগ্রাধিকার পায়- [JES-21]
i. লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে ii. মূলধন প্রত্যার্পণে iii. পরিচালক নির্বাচনে
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii
Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii Ans Ⓐ

... অধিহারকে অন্য কী নামে অভিহিত করা যায়? [BAR-21]
Ⓐ মূলধনজাতীয় ব্যয় Ⓑ মুনাফাজাতীয় আয়
Ⓒ অতিরিক্ত পরিশোধিত মূলধন Ⓓ কার্যকরী মূলধন Ans Ⓒ

... অবহারে অভিহিত মূল্যে শেয়ার ইস্যু করা হলে জাবেদা দাখিলা হবে- [BAR-21]
i. ... খরচ ডেবিট, শেয়ার মূলধন ক্রেডিট
ii. ... খরচ ডেবিট, শেয়ার মূলধন ক্রেডিট
iii. ... ডেবিট, শেয়ার মূলধন ক্রেডিট
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii Ⓑ ii ও iii
Ⓒ i ও iii Ⓓ i, ii ও iii Ans Ⓒ

... মূলধন, সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত- এই দুটি দফা যৌথমূলধনী কোম্পানির কোন আর্থিক বিবরণীর সাথে সম্পর্কিত? [BAR-21]
Ⓐ ... আয় বিবরণী Ⓑ মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
Ⓒ ... প্রবাহ বিবরণী Ⓓ সংরক্ষিত আয় বিবরণী Ans Ⓑ

... নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সমস্ত বা ... শেয়ার বিক্রি করে দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে কী বলে? [BAR-21]
Ⓐ সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন Ⓑ স্টক এক্সচেঞ্জ
Ⓒ ... ব্রোকার Ⓓ অবলেখক Ans Ⓓ

... অধিকারযুক্ত শেয়ার সাধারণত কাদের মধ্যে বিলি করা হয়? [DIN-21]
Ⓐ ... দের মধ্যে Ⓑ পরিচালকদের মধ্যে
Ⓒ ... দের মধ্যে Ⓓ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে Ans Ⓐ

কোম্পানি কখন অধিহারে শেয়ার ইস্যু করতে পারে? [CHI-21]
Ⓐ কোম্পানির হাতে প্রচুর নগদ অর্থ থাকলে
Ⓑ বাজারে কোম্পানির প্রচুর সুনাম থাকলে
Ⓒ কোম্পানির মুনাফা অর্জন ক্ষমতা হ্রাস পেলে
Ⓓ কোম্পানির নিট সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেলে Ans Ⓑ

কোম্পানি অবহারে শেয়ার ইস্যু করলে অবহারের পরিমাণ আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে কোন হিসাব খাতকে প্রভাবিত করবে? [SYL-21]
Ⓐ স্থায়ী সম্পদ Ⓑ ভূয়া সম্পদ
Ⓒ মালিকানা স্বত্ব Ⓓ দীর্ঘমেয়াদি দায় Ans Ⓑ

37. X' কোম্পানি লি. এর প্রতি শেয়ার ১০ টাকা করে ২,০০,০০০ শেয়ার অনুমোদিত মূলধন। কোম্পানির বিলিকৃত ১,০০,০০০ শেয়ারের মূল্য ১২,৮০,০০০ টাকা শেয়ার অধিহারের মূল্য কত পরিমাণ হবে? [COM-19]
Ⓐ ২,৮০,০০০ টাকা Ⓑ ৩,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪,২০,০০০ টাকা Ⓓ ৪,৫০,০০০ টাকা Ans Ⓐ

38. কোম্পানি গঠনের সময় শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহের যে অধিকার পাওয়া যায় সেই মূলধনকে বলে - [BAR-19]
Ⓐ অনুমোদিত মূলধন Ⓑ ইস্যুকৃত মূলধন
Ⓒ তলবকৃত মূলধন Ⓓ আদায়কৃত মূলধন Ans Ⓐ

39. অধিকার ইস্যু মূলত--[BAR-19]
Ⓐ বিদ্যমান শেয়ার বিক্রয়ের অধিকার
Ⓑ লভ্যাংশ গ্রহণের অধিকার
Ⓒ নতুন ইস্যুকৃত শেয়ার ক্রয়ের অধিকার
Ⓓ পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার Ans Ⓒ

40. BSEC এর পূর্ণরূপ কী? [SYL-19]
Ⓐ Bangladesh Social Economic Council
Ⓑ Bangladesh Securities and Exchange Commission
Ⓒ Bangladesh Sales and Exchange Commission
Ⓓ Bangladesh Socio-economic Committee Ans Ⓑ

41. স্টার কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ১০ টাকা মূল্যের ২০,০০০ শেয়ার। ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ ৯০% এবং বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ ইস্যুকৃত মূলধনের ৭০% হলে বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ কত টাকা? [JES-17]
Ⓐ ২,০০,০০০ টাকা Ⓑ ১,৮০,০০০ টাকা
Ⓒ ১,৪০,০০০ টাকা Ⓓ ১,২৬,০০০ টাকা Ans Ⓓ

42. সুন্দরবন কোম্পানি ১০% অধিহারে শেয়ার ইস্যু করে মোট ১,১০,০০০ টাকা পেলে, পরিশোধকৃত মূলধনের পরিমাণ কত? [RAJ-16]
Ⓐ ৯৯,০০০ টাকা Ⓑ ১,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ১,১০,০০০ টাকা Ⓓ ১,২১,০০০ টাকা Ans Ⓑ

43. কোন ধরনের শেয়ার মালিকগণ চলতি বছরের মুনাফা দ্বারা বিগত বছরের বকেয়া লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন? [BAR-16]
Ⓐ অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ারমালিক
Ⓑ সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ারমালিক
Ⓒ অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ারমালিক
Ⓓ পরিবর্তনশীল অগ্রাধিকার শেয়ারমালিক Ans Ⓑ

44. বিলিকৃত মূলধনের যে অংশের অর্থ পরিশোধের জন্য শেয়ার মালিকদের নির্দেশ দেওয়া হয় তাকে কী বলে? [DIN-16]
Ⓐ তলবকৃত মূলধন Ⓑ আদায়কৃত মূলধন
Ⓒ ইস্যুকৃত মূলধন Ⓓ সংরক্ষিত মূলধন Ans Ⓐ

45. কোম্পানির নামের শেষে লিমিটেড শব্দটি লেখার অর্থ কী? [DIN-16]
Ⓐ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমিত
Ⓑ পরিচালকদের দায় সীমিত
Ⓒ কোম্পানির মূলধন সীমিত
Ⓓ কোম্পানির কার্যক্ষেত্র সীমিত Ans Ⓐ

46. মিস ইতু প্রতিটি ১৫০ টাকা করে ১০০ টাকা আঙ্কিক মূল্যের (Face value) ১০০টি শেয়ার ক্রয় করলেন। মিস ইতুর দায় কত টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ? [COM-16]
Ⓐ ৫,০০০ টাকা Ⓑ ১০,০০০ টাকা
Ⓒ ১৫,০০০ টাকা Ⓓ ২৫,০০০ টাকা Ans Ⓑ

47. শেয়ার অবহার কী ধরনের সম্পত্তি? [BAR-16]
Ⓐ স্থায়ী Ⓑ চলতি
Ⓒ অলীক Ⓓ অস্পর্শনীয় Ans Ⓒ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 5 NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোম্পানির মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ থাকে-
Ⓐ বিবরণপত্রে Ⓑ পরিমেল বন্ধে
Ⓒ সংঘ বিধি Ⓓ পরিমেল নিয়মাবলি
Ans B

02. কোম্পানির অবলেখন কাজের জন্য যে কমিশন বা দস্তুরি প্রদান করা হয় তাকে বলে-
Ⓐ কমিশন Ⓑ বিক্রয় বাট্টা
Ⓒ ক্রয় বাট্টা Ⓓ অবলেখন দস্তুরি
Ans D

03. আইনসৃষ্ট ও সম্মিলিত মূলধনসৃষ্ট, কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা ও চিরন্তন অস্তিত্ব বিশিষ্ট বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে —— বলে।
Ⓐ অংশীদারি কারবার Ⓑ যৌথমূলধনি কোম্পানি
Ⓒ চলতি সম্পত্তি Ⓓ অস্পর্শনীয় সম্পত্তি
Ans B

04. কোম্পানি আইনের ৩০ ধারা অনুসারে শেয়ার —— হিসাবে গণ্য হয়।
Ⓐ স্থায়ী সম্পত্তি Ⓑ অস্থাবর সম্পত্তি
Ⓒ চলতি সম্পত্তি Ⓓ অস্পর্শনীয় সম্পত্তি
Ans B

05. x কো. লি. অনুমোদিত মূলধন প্রতিটি ১০ টাকা হারে ২,০০,০০০ শেয়ার। কোম্পানি ১,০০,০০০ শেয়ার ১২,৮০,০০০ টাকায় বিলি করে। শেয়ার বিলি বাবদ টাকা আদায় হলে প্রিমিয়ামের টাকা কত?
Ⓐ ২,৮০,০০০ টাকা Ⓑ ৩,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪,২০,০০০ টাকা Ⓓ ৪,৫০,০০০ টাকা
Ans A

06. অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের মূল্য ফেরত দেওয়া হয়-
Ⓐ একটি নির্দিষ্ট সময় পরে Ⓑ ৫ বছর পর
Ⓒ বিলোপসাধনের পূর্বে Ⓓ বিলোপসাধনের পরে
Ans C

07. কোন মূলধন আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে বা উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শন করা হয় না?
Ⓐ তলবকৃত মূলধন Ⓑ পরিশোধিত মূলধন
Ⓒ অনাদায়ী তলবি মূলধন Ⓓ অতলবি মূলধন
Ans D

08. ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ ও শেয়ার বিলির পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে কোন মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে?
Ⓐ পরিশোধিত মূলধন Ⓑ সংরক্ষিত মূলধন
Ⓒ ন্যূনতম মূলধন Ⓓ অতলবি মূলধন
Ans C

09. উদ্বৃত্তপত্রের দায়ের দিকে সঞ্চিতি এবং উদ্বৃত্তের অধীনে দেখানো হয়-
Ⓐ পরিশোধিত মূলধনকে Ⓑ অতলবি মূলধনকে
Ⓒ মূলধন সঞ্চিতিকে Ⓓ সংরক্ষিত মূলধনকে
Ans C

10. জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি কে প্রদান করে?
Ⓐ BB Ⓑ BSEC
Ⓒ DSE Ⓓ CSE
Ans B

Type 2 ঋণপত্র [Debenture]

Step 1 BASIC INFORMATION

ঋণপত্র (Debenture) : বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি মূলধনের অপ্রতুলতার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংস্থানের লক্ষ্যে জনগণ বা ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ গ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ যে সিলমোহর অঙ্কিত দলিল দিয়ে থাকে, সেটাকেই ঋণপত্র বলা হয়ে থাকে। এতে ঋণ গ্রহণের তারিখ, সুদের হার, সুদ প্রদানের তারিখ, ঋণ পরিশোধের তারিখ ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ঋণপত্র ইস্যু করতে পারে কিন্তু প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ঋণপত্র ইস্যু করতে পারে না।

ঋণপত্রের শ্রেণিবিভাগ - ঋণপত্রকে সাধারণত আট (৮) ভাগে ভাগ করা যায়।

(i) সাধারণ ঋণপত্র (ii) বন্ধকি ঋণপত্র (iii) পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র (iv) অপরিশোধযোগ্য ঋণপত্র
(v) নিবন্ধিত ঋণপত্র (vi) অনিবন্ধিত ঋণপত্র (vii) পরিবর্তনযোগ্য ঋণপত্র (viii) অপরিবর্তনযোগ্য ঋণপত্র।

- জামানতবিহীন ঋণপত্র- ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসেবে সম্পত্তি কোনো জিম্মাদারের কাছে বন্ধক না রেখে যখন ঋণপত্র বিক্রয় করে তাই জামানতবিহীন ঋণপত্র।
- জামানত যুক্ত ঋণপত্র - ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসেবে সম্পত্তি কোনো জিম্মাদারের কাছে বন্ধক রেখে ঋণপত্র বিক্রয় করে।

বন্ড (Bond) : বিভিন্ন প্রকার বন্ড এর বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল :

- ইনকাম বন্ড - কোম্পানির মুনাফা অর্জনের ওপর আয় বা ইনকাম বন্ডের যে সুদ প্রদান করা নিশ্চিত করা হয় তাকে ইনকাম বন্ড বলে।
- জিরো কুপন বন্ড - ঋণপত্রে সুদের কথা উল্লেখ থাকে না কিন্তু মেয়াদ শেষে কত টাকা পরিশোধ করলে ঋণপত্র ফেরত দেওয়া যাবে তা উল্লেখ থাকে। এগুলো সমমূল্যে বা কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়।
- জাঙ্ক বন্ড- আর্থিক সমস্যার সময় প্রতিষ্ঠান উচ্চ বাট্টা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে - উচ্চ ঝুঁকি গ্রহণ করে।
- কুপন বন্ড - হস্তান্তরযোগ্য ঋণপত্র।

Step 2 At a Glance : Most Important Information

- ঋণপত্র/বন্ড/ডিবেঞ্চার হলো- **ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ঋণ বা দায়ের একটি অংশ**
- ঋণপত্র ইস্যু করার অধিকার রাখে- **পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি**
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রি করে অবলেখকগণ পেয়ে থাকেন- **কমিশন**
- যে ঋণপত্রের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি থাকে তাকে বলে- **পরিশোধ্য ঋণপত্র**
- ঋণপত্র বিক্রি কোম্পানির জন্য- **বাধ্যতামূলক নয়**
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ঋণপত্র- **ইস্যু করতে পারে না**
- হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের ৪টি উদাহরণ দাও- **১. বিনিময় বিল ২. চেক ৩. প্রতিজ্ঞাপত্র ৪. বাণিজ্যিক বিল**
- বিনিময় বিলের আদেশনামা হয়- **শর্তহীন প্রকৃতির**
- যে বিনিময় বিলের প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ পরিশোধ করতে হয় তাকে বলে- **চাহিবামাত্র/দর্শনীয় বিল**
- অর্থ সংস্থানের জন্য প্রস্তুত করা হয়- **অর্থ সংস্থানকারী বিল**

CamScanner

• ... বিনিময় বিল- ৩ প্রকার
• ... লেনদেন নিষ্পত্তিতে ব্যবহার করা হয়- বাণিজ্যিক বিল
• ... বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ দিবস- ৩ দিন
• ... অর্থ দুন বাবদ আংশিক ছাড় দিতে হয় তাকে বলা হয়- ডিস্কাউন্ট
• ... বিনিময় বিল গ্রহণ করে- স্বত্বাধিকারক
• ... বিল লেখা হয়- কোনো প্রতিদান ছাড়া অর্থ উত্তোলনের জন্য
• ... বিল তৈরি করে- বিক্রেতা
• ... বিল প্রত্যাখ্যাত হলে যে নোটিং চার্জ দিতে হয়, তা- আদিষ্টের দায়

Step ③ : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

01. ঋণপত্র দ্বারা কি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে? [RU-B : 20-21]
Ⓐ ঋণ Ⓑ মূলধন
Ⓒ অতিরিক্ত মূলধন Ⓓ লভ্যাংশ

Ⓐ Solve শেয়ারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় মূলধন, আর ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার দ্বারা সংগ্রহ করা হয় ঋণ।

GST গুচ্ছ ও GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোম্পানির ঋণদাতা হতে মালিক হওয়ার সুযোগ থাকে- [CoU -C: 18-19]
Ⓐ বন্ধকি ঋণপত্রে Ⓑ পরিবর্তনযোগ্য ঋণপত্রে
Ⓒ পরিশোধযোগ্য ঋণপত্রে Ⓓ খোলা ঋণপত্রে

Ⓑ Solve কোম্পানি ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট সম্পত্তি জামানত রেখে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে বন্ধকি ঋণপত্র বলে। নির্দিষ্ট সময় পর মূলধন অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে কোম্পানি যে ঋণপত্র ফেরত গ্রহণ করতে পারে তাকে পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র বলে। যে ঋণপত্র নির্দিষ্ট সময় পরে ঋণদাতা থেকে শেয়ার মালিক হবার সুযোগ থাকে, তাকে পরিবর্তনযোগ্য ঋণপত্র বলে।

02. ঋণপত্র ইস্যু করতে পারে নিচের কোনটি? [JnU : 15-16]
Ⓐ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
Ⓑ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
Ⓒ প্রাইভেট এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
Ⓓ অংশীদারি ফার্ম

Ⓐ Solve যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ৭ জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ, জনগণের উদ্দেশ্যে শেয়ার ও ঋণপত্র ইস্যু করতে পারে সেই কোম্পানিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ঋণপত্র ইস্যু করতে পারে না।

03. অর্থায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের সর্বশেষ উপায় কোনটি? [CoU -C: 07-08]
Ⓐ সাধারণ শেয়ার ইস্যু Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু
Ⓒ ঋণপত্র ইস্যু Ⓓ ব্যাংক লোন

Ⓒ Solve সাধারণত যৌথ মূলধনি কোম্পানিসমূহ তাদের মূলধন সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রকার শেয়ার বিক্রি করে। শেয়ার এর পরবর্তী বা বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের শেষ উপায় হিসেবে কোম্পানিগুলো ঋণপত্র বিক্রি করে।

Step ④ : সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ঋণপত্র কোম্পানির কোন ধরনের দায়? [RAJ-22]
Ⓐ চলতি দায় Ⓑ সম্ভাব্য দায়
Ⓒ মূলধন Ⓓ দীর্ঘমেয়াদি দায় **Ans Ⓓ**

02. কোম্পানির জন্য ঋণপত্র হলো- [MYM-21]
i. ঋণ ii. বহির্দায় iii. দীর্ঘমেয়াদি দায়
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii
Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii **Ans Ⓒ**

03. ঋণপত্রের মালিকদের অর্জন কী? [COM-21]
Ⓐ লভ্যাংশ Ⓑ সুদ
Ⓒ ভাড়া Ⓓ সম্মানি **Ans Ⓑ**

04. ঋণপত্রের ক্রেতারা কোম্পানির ---[BAR-19]
Ⓐ উদ্যোক্তা Ⓑ পাওনাদার
Ⓒ মালিক Ⓓ প্রবর্তক **Ans Ⓑ**

05. কোন কোম্পানি ঋণপত্র ইস্যু করতে পারে? [RAJ-16]
Ⓐ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি Ⓑ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
Ⓒ একমালিকানা কোম্পানি Ⓓ সংবিধিবদ্ধ কোম্পানি **Ans Ⓑ**

Step ⑤ : NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. যারা কোম্পানির শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাদের বলে-
Ⓐ অবলেখক Ⓑ নিবন্ধক Ⓒ দালাল Ⓓ কমিশন এজেন্ট **Ans Ⓐ**

02. ঋণপত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে-
Ⓐ মূলধন Ⓑ অতিরিক্ত Ⓒ লভ্যাংশ Ⓓ ঋণ **Ans Ⓓ**

03. শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর যে ঋণপত্র শেয়ারে রূপান্তর করা যায়-
Ⓐ নিবন্ধিত ঋণপত্র Ⓑ পরিশোধ্য ঋণপত্র Ⓒ বন্ধকি ঋণপত্র Ⓓ রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র **Ans Ⓓ**

04. ঋণপত্র কোম্পানির জন্য-
Ⓐ মূলধনের অংশ বিশেষ Ⓑ ঋণের প্রামাণ্য দলিল Ⓒ মালিকানার অংশ Ⓓ চুক্তিপত্র **Ans Ⓑ**

CamScanner

Type 3 লিখিত প্রশ্নোত্তর

Step 1 এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশে যৌথ মূলধনী কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়- **১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা।**
- একটি কোম্পানি অন্য একটি কোম্পানির ৫০% এর অধিক শেয়ার ক্রয় করলে তাকে বলে- **হোল্ডিং কোম্পানি।**
- শেয়ার দ্বারা সীমিত দায়সম্পন্ন কোম্পানির নামের শেষে অবশ্যই লিখতে হবে- **'Ltd' শব্দটি।**
- সরকারি কোম্পানিতে সরকারের মালিকানার অংশ- **সর্বনিম্ন ৫১ ভাগ।**
- কোম্পানি জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে- **IPO বা Initial Public Offerings-এর মাধ্যমে।**
- তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ইস্যু ও বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে- **BSEC।**
- শেয়ার বিলি করতে হলে কোম্পানিকে- **(B.S.E.C.) এর অনুমতি নিতে হয়।**
- BSEC এর পূর্ণরূপ হলো- **Bangladesh Securities and Exchange Commission.**
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শেয়ার মার্কেট হলো- **Dhaka Stock Exchange (DSE) ও Chittagong Stock Exchange (CSE)।**
- **অবলেখক (Underwriter) :** অবলেখক কমিশনের ভিত্তিতে শেয়ার বিক্রির দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উভয়ই হতে পারে।
- শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করতে হয়- **শেয়ার বণ্টনের তিন মাস ও হস্তান্তরের দুই মাসের মধ্যে।**
- শেয়ার ওয়ারেন্ট প্রদান করা হয়- **শেয়ারের পূর্ণমূল্য পরিশোধিত হওয়ার ক্ষেত্রে।**

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

01. ট্রেজারি স্টক কী? বর্ণনা করো।

উত্তর: মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্য কোম্পানি বাজারে শেয়ার বিক্রি করে। পরবর্তীতে কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত নিজ শেয়ার বাজার থেকে পুনঃক্রয় করে নিলে, ক্রীত নিজ শেয়ারকে ট্রেজারি স্টক বা ট্রেজারি শেয়ার বলে। এক্ষেত্রে বাজার মূল্যে শেয়ার ক্রয় করা হয়। ক্রীত নিজ শেয়ার পরবর্তীতে বিক্রয় করার সময় ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রয় করা গেলে অতিরিক্ত অংশকে "ট্রেজারি স্টক হতে পরিশোধিত মূলধন" বলা হয়।

02. বোনাস শেয়ার ও রাইট শেয়ারের পার্থক্য লিখ।

উত্তর: বোনাস শেয়ার ও রাইট শেয়ারের পার্থক্য নিম্নরূপ :

বোনাস শেয়ার	রাইট শেয়ার
১. কোম্পানি যদি তার শেয়ারহোল্ডারগণকে লভ্যাংশ হিসেবে নগদ অর্থ না দিয়ে এর পরিবর্তে নতুন শেয়ার ইস্যু করে তবে উক্ত শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বা অধিবৃত্তি শেয়ার বলে।	১. কোম্পানি শেয়ার মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যদি সাধারণ জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় না করে বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণকে শেয়ার ক্রয়ে অধিকার দেয় তবে তাকে অধিকার শেয়ার বা রাইট শেয়ার বলে।
২. ইহা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।	২. ইহা টাকার বিনিময়ে প্রদান করা হয়।
৩. এক্ষেত্রে মোট মালিকানা স্বত্ব অপরিবর্তিত থাকে।	৩. এক্ষেত্রে মোট মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পায়।
৪. এক্ষেত্রে বর্তমান শেয়ার মালিকদের মধ্যে নতুন শেয়ার বন্টন করা হয়।	৪. ইহা পুরাতন শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

03. শেয়ার ও ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

উত্তর: শেয়ার ও ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

শেয়ার	ঋণপত্র
১. কোম্পানির মোট মূলধনের কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমপরিমাণ একককে শেয়ার বলে।	১. ঋণপত্র হলো কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত ঋণের প্রামাণ্য দলিল বিশেষ যার মাধ্যমে কোম্পানি ঋণ গ্রহণ করে।
২. শেয়ার মূলধনের অংশ। তাই শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোম্পানির শেয়ার মূলধন।	২. ঋণপত্র প্রতিষ্ঠানের ঋণের দলিল। ঋণপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোম্পানির ঋণ।
৩. শেয়ার মালিকগণ কোম্পানির মালিক।	৩.ঋণপত্রের মালিকগণ কোম্পানির ঋণদাতা বা পাওনাদার।
৪. শেয়ার মালিকগণ কোম্পানি থেকে লভ্যাংশ পায়।	৪. ঋণপত্রের মালিকগণ নির্দিষ্ট সময় শেষে ঋণের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়।
৫. শেয়ার মালিকগণ কোম্পানির লোকসান ও দায় তাদের ক্রয়কৃত শেয়ারের মূল্য পর্যন্ত বহন করে।	৫. ঋণপত্রের মালিকগণকে কোনো দায় কিংবা লোকসান বহন করতে হয় না।
৬. শেয়ার মালিকগণ সভায় উপস্থিত থেকে ভোট দিতে পারে।	৬. ঋণপত্রের মালিকদের কোনো ভোটাধিকার নেই।
৭. শেয়ার মালিকগণ কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।	৭. ঋণপত্রের মালিকগণ কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

04. স্টক ও শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

উত্তর: স্টক ও শেয়ার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

শেয়ার	স্টক
১. শেয়ার হলো মূলধনের ক্ষুদ্রতম এবং সমান অংশ।	১. স্টক হলো পূর্ণমূল্যে আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের ক্ষুদ্র অংশ।
২. শেয়ারকে আর বিভক্ত করা যায় না।	২. স্টককে যেকোনো ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়।
৩. শেয়ারের মূল্য আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হয়।	৩. স্টকের মূল্য সর্বদাই সম্পূর্ণ মূল্যে পরিশোধিত হতে হয়।
৪. শেয়ারের মূল্য সর্বদাই নির্দিষ্ট থাকে।	৪. স্টকের কোনো নির্দিষ্ট মূল্য থাকে না।
৫. কোম্পানির গঠনের পরেই শেয়ার বিলি করা হয়।	৫. শেয়ারের পূর্ণমূল্য আদায় হলেই স্টক বিলি করা যায়।
৬. শেয়ারকে ভাগ করা যায় না বিধায় শেয়ার সর্বদাই পূর্ণ অংশে হস্তান্তর করতে হয়।	৬. স্টক পূর্ণ অংশে অথবা ভগ্নাংশে হস্তান্তর হতে পারে।
৭. আংশিক বা পূর্ণমূল্যের বিনিময়ে শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করা হয়।	৭. পূর্ণমূল্যে আদায়কৃত শেয়ারের বিনিময়ে স্টক ইস্যু করা হয়।
৮. মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিলি করা প্রতিটি কোম্পানির জন্য আবশ্যক।	৮. স্টক বিলি করা কোম্পানির জন্য আবশ্যক নয়।

CamScanner

গাণিতিক সমস্যাবলি

Step 1 প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

- অনুমোদিত শেয়ারের সংখ্যা নির্ণয় = $\frac{\text{অনুমোদিত মূলধন}}{\text{শেয়ার প্রতি মূল্য}}$
- শেয়ার প্রতি বাট্টা = $\frac{\text{মোট শেয়ারবাট্টার পরিমাণ}}{\text{বিলিকৃত শেয়ার সংখ্যা}}$
- বিলিকৃত শেয়ার মূলধন = বিলিকৃত শেয়ার সংখ্যা × শেয়ার প্রতি মূল্য এবং, পরিশোধিত মূলধন = বিলিকৃত শেয়ার সংখ্যা × প্রতিটি শেয়ারের তলবকৃত মূল্য – অপরিশোধিত তলব
- তলবকৃত মূলধন = বিলিকৃত শেয়ার সংখ্যা × প্রতিটি শেয়ারের মূল্য [বিলিকৃত মূলধনের সাথে প্রিমিয়াম অন্তর্ভুক্ত হবে না।]
- বাজেয়াপ্ত অর্থের পরিমাণ = বাজেয়াপ্ত শেয়ার সংখ্যা × বাজেয়াপ্ত প্রতিটি শেয়ার থেকে প্রাপ্ত অর্থ
- অবিলিকৃত মূলধন = (অনুমোদিত মূলধন – বিলিকৃত মূলধন) × শেয়ার প্রতি মূল্য
- মোট শেয়ার প্রিমিয়াম = বিলিকৃত শেয়ারের সংখ্যা × শেয়ার প্রতি প্রিমিয়াম
- মোট শেয়ার অবহার = বিলিকৃত শেয়ার × শেয়ার প্রতি অবহার

Step 2 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

[illegible] এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ১,০০,০০০ শেয়ার। ২০০৭ সালে কোম্পানি এর ৯০,০০০ শেয়ার মোট [illegible] টাকায় এবং ৪৫,০০০ শেয়ার মোট [illegible] টাকায় বিক্রি করে। শেয়ার ডিসকাউন্ট এবং শেয়ার প্রিমিয়ামের পরিমাণ কত?

সমাধান: ৯০,০০০ শেয়ারের লিখিত মূল্য = (৯০,০০০ × ১০০) = ৯০,০০,০০০ টাকা

শেয়ার ডিসকাউন্ট = (৯০,০০,০০০ – [illegible]) = [illegible] টাকা

[illegible] শেয়ারের লিখিত মূল্য = ([illegible] × ১০০) = [illegible] টাকা ∴ শেয়ার প্রিমিয়াম = ([illegible] – [illegible]) = [illegible] টাকা

[illegible] লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৫,০০,০০০ সাধারণ শেয়ার। ২০১০ সালে কোম্পানি [illegible] শেয়ার [illegible] টাকায় এবং [illegible] শেয়ার মোট [illegible] টাকায় বিক্রি করে। শেয়ার অবহার এবং শেয়ার অধিহারের পরিমাণ কত?

সমাধান: [illegible] শেয়ারের লিখিত মূল্য = ([illegible] × ১০০) = [illegible] টাকা

শেয়ার অবহার = ([illegible] – [illegible]) = [illegible] টাকা

[illegible] শেয়ারের লিখিত মূল্য = ([illegible] × ১০০) = [illegible] টাকা

শেয়ার অধিহার = ([illegible] – [illegible]) = [illegible] টাকা

[illegible] লিমিটেডের শেয়ার অবহার হলো [illegible] টাকা এবং শেয়ার অধিহার হলো [illegible] টাকা।

[illegible] কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ছিল প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ১,০০,০০০ শেয়ার। প্রথম বছর কোম্পানি [illegible] শেয়ার মোট [illegible] টাকায় এবং [illegible] শেয়ার মোট [illegible] টাকায় বিক্রি করে। শেয়ার বিক্রি বাবদ সমস্ত টাকা আদায় হয়েছে। বছর শেষে কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্রে পরিশোধিত মূলধন হিসেবে কত টাকা দেখানো হবে?

সমাধান: পরিশোধিত শেয়ার মূলধন = বিলিকৃত শেয়ার সংখ্যা × প্রতিটি শেয়ারের মূল্য = ([illegible] + [illegible]) × ১০০ = [illegible] × ১০০ = [illegible] টাকা

অতএব বছর শেষে কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্রে পরিশোধিত মূলধন হিসেবে দেখানো হবে [illegible] টাকা।

[illegible] কোম্পানি লিমিটেডের মোট শেয়ার সংখ্যা [illegible] যার প্রতিটির লিখিত মূল্য ১০০ টাকা। শেয়ারগুলি আবেদনে ৪৫ টাকা, আবণ্টনে ৩০ টাকা এবং শেয়ার [illegible] ২৫ টাকার পরিশোধ্য। ২,০০০ শেয়ার চূড়ান্ত তলবের টাকা অনাদায়ী থাকায় যথাযথ নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ঐ শেয়ারগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শেয়ার বাজেয়াপ্ত হিসাবে কত টাকা যাবে?

সমাধান: ২,০০০ শেয়ারের চূড়ান্ত তলবের টাকা অনাদায়ি থাকার জন্য শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শেয়ার বাজেয়াপ্ত হিসাবে তত টাকা স্থানান্তর হয় যত টাকা ঐ ২,০০০ শেয়ার থেকে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ ২,০০০ শেয়ারের আবেদনের ৪৫ টাকা এবং শেয়ার আবণ্টনের ৩০ টাকা সহ মোট ৭৫ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে। শেয়ার বাজেয়াপ্তের জন্য প্রয়োজনীয় দাখিলা হবে নিম্নরূপ:

শেয়ার মূলধন হিসাব	ডেবিট (১০০ × ২,০০০) = ২,০০,০০০ টাকা
[illegible] হিসাব	ক্রেডিট (২৫ × ২,০০০) = ৫০,০০০ টাকা
শেয়ার বাজেয়াপ্ত হিসাব	ক্রেডিট (৭৫ × ২,০০০) = ১,৫০,০০০ টাকা

[illegible] বাজেয়াপ্ত শেয়ারগুলো প্রতিটি ৯০ টাকায় পুনর্বিলি করা হলে বাজেয়াপ্ত হিসাবের জের কত হবে?

সমাধান: বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনর্বিলি করা হলে প্রয়োজনীয় দাখিলা হবে নিম্নরূপ:

[illegible] হিসাব	ডেবিট (৯০ × ২,০০০) = ১,৮০,০০০ টাকা
শেয়ার বাজেয়াপ্ত হিসাব	ডেবিট (১০ × ২,০০০) = ২০,০০০ টাকা
শেয়ার মূলধন হিসাব	ক্রেডিট (১০০ × ২,০০০) = ২,০০,০০০ টাকা

শেয়ার বাজেয়াপ্ত হিসাবের উদ্বৃত্ত থাকে (ক্রেডিট ১,৫০,০০০ টাকা – ডেবিট ২০,০০০ টাকা) = ক্রেডিট ১,৩০,০০০ টাকা। অর্থাৎ পুনর্বিলি করা হলে শেয়ার বাজেয়াপ্ত হিসাবে উদ্বৃত্ত হবে ক্রেডিট ১,৩০,০০০ টাকা। এই উদ্বৃত্ত মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর দাখিলা হবে:

শেয়ার বাজেয়াপ্ত হিসাব	ডেবিট ১,৩০,০০০ টাকা
মূলধন সঞ্চিতি হিসাব	ক্রেডিট ১,৩০,০০০ টাকা

Step 3 সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর

[illegible] ৩০,০০০ শেয়ার প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যে ইস্যু করল। কিন্তু ৩০,৫০০ টি আবেদন পত্র পেল। আবেদনে ২৫ টাকা, আবণ্টনে ২৫ টাকা, প্রথম তলবে ৩০ টাকা ও দ্বিতীয় তলবে ২০ টাকা প্রদেয়। অতিরিক্ত আবেদন পত্রের প্রাপ্ত অর্থ আবণ্টনে সমন্বয় করা হল। আবণ্টনে কত টাকা কোম্পানি পাবে? [জবি : ০৭-০৮]

সমাধান: কোম্পানির আবণ্টনে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ হবে = (শেয়ার সংখ্যা × আবণ্টনমূল্য) – আবেদনে অগ্রিম প্রাপ্ত টাকা

$= (৩০,০০০ \times ২৫) - (৫০০ \times ২৫) = (৭,৫০,০০০ - ১২,৫০০) = ৭,৩৭,৫০০$ টাকা।

SELF TEST

Part-1 : MCQ
Part-2 : Written

Part-1 MCQ

01. মিঃ ফয়সাল স্কয়ার ফার্মার একটি ১০০ টাকা মূল্যমানের ২০০টি শেয়ার প্রিমিয়ামসহ প্রতিটি ২০০ টাকায় ক্রয় করেন। তার দায় কত টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ?
Ⓐ ৫,০০০ টাকা Ⓑ ২০,০০০ টাকা Ⓒ ১৫,০০০ টাকা Ⓓ ২০,০০০ টাকা

02. ডিসেম্বর ৩১, ২০২০ তারিখে রেনেটা ফার্মা লিঃ প্রতিটি ১০০ টাকা লিখিত মূল্যের ৮%, ১০,০০০ সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার রয়েছে। ২০১৮ সালে অথবা ২০১৯ সালে কোনো প্রকার লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় নি। যদি রেনেটা ফার্মা লিঃ ২০২০ সালে ৩,৭৫,০০০ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করতে চায় তবে সাধারণ স্টকহোল্ডারগণ পাবে;
Ⓐ ৮০,০০০ টাকা Ⓑ ২,৯৫,০০০ টাকা
Ⓒ ২,১৫,০০০ টাকা Ⓓ ১,৩৫,০০০ টাকা

03. একটি কোম্পানির মূলধন প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ১০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত। কোম্পানি সকল শেয়ার বিলি করে এবং প্রতিটি শেয়ারে ৯০ টাকা পর্যন্ত তলব জারির মাধ্যমে সকল টাকা সংগ্রহ করে। প্রতিটি শেয়ারে ১০ টাকা করে ১০,০০০ শেয়ারে মোট ১,০০,০০০ টাকা, কোম্পানি অবসায়নের পূর্ব পর্যন্ত তলব না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই ১,০০,০০০ টাকা কোম্পানির জন্য কী?
Ⓐ রাজস্ব সঞ্চিতি Ⓑ সঞ্চিত রাজস্ব Ⓒ মূলধন সঞ্চিতি Ⓓ সঞ্চিত মূলধন

04. মোট শেয়ার ১,০০০। আবেদনে ১০ টাকা, আবন্টনে ২৫ টাকা। অবশিষ্ট ১৫ টাকা চূড়ান্ত তলবে আদায় করা হয়। জনাব সুরেশ ৫০০ শেয়ারের আবন্টনের টাকা না দিতে পারায় কোম্পানি তার শেয়ার বাজেয়াপ্ত করল। বাজেয়াপ্ত অর্থের পরিমাণ কত?
Ⓐ ৫,০০০ টাকা Ⓑ ২৫,০০০ টাকা
Ⓒ ১৭,৫০০ টাকা Ⓓ ৭,৫০০ টাকা

05. অনুমোদিত মূলধন ১০০০০০০ টাকা, তলবকৃত মূলধন ৭০০০০০ টাকা, অনাদায়ী মূলধন ২০০০০ টাকা, ১০% হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করলে লভ্যাংশের পরিমাণ –
Ⓐ ৮১,৬০০ টাকা Ⓑ ৮৪০০০ টাকা Ⓒ ৩৬০০০ টাকা Ⓓ ৬৮,০০০ টাকা

06. শেয়ার ইস্যুর অনুমতি বিবরণপত্রের অনুমোদনের জন্য কার নিকট আবেদন করতে হবে?
Ⓐ উদ্যোক্তা Ⓑ ব্যবস্থাপক Ⓒ পরিচালনা পরিষদ Ⓓ BSEC

07. শেয়ার বিক্রয় করে কোম্পানি সর্বোচ্চ যে পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করতে পারে তাকে বলে:
Ⓐ ইস্যুকৃত মূলধন Ⓑ অনুমোদিত মূলধন
Ⓒ সংরক্ষিত মূলধন Ⓓ পরিশোধিত মূলধন

08. ইস্যুকৃত মূলধনের যে অংশ জনসাধারণ ক্রয় করতে সম্মত হয় এবং তাদের মধ্যে বন্টন করা হয় তাকে বলে–
Ⓐ অনুমোদিত মূলধন Ⓑ ইস্যুকৃত মূলধন
Ⓒ বিলিকৃত মূলধন Ⓓ তলবকৃত মূলধন

09. অতলবি মূলধনের নির্দিষ্ট অংশ কোম্পানির বিলোপ সাধন ছাড়া তলব করা হবে না তাকে বলে–
Ⓐ তলবকৃত মূলধন Ⓑ অনাদায়ী তলবি মূলধন
Ⓒ সংরক্ষিত মূলধন Ⓓ অতলবি মূলধন

10. কোম্পানি যখন শেয়ারের লিখিত মূল্যে তা বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করে তাকে বলে–
Ⓐ সমহারে শেয়ার ইস্যু Ⓑ অধিহারে শেয়ার ইস্যু
Ⓒ অবহারে শেয়ার ইস্যু Ⓓ অনাদায়ী শেয়ার ইস্যু

11. কোনটি কোম্পানির সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্তের অংশ?
Ⓐ মূলধন সঞ্চিতি Ⓑ চলতি মূলধন
Ⓒ কার্যকর মূলধন Ⓓ সংরক্ষিত মূলধন

12. শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণের ফলে অপরিবর্তিত থাকে কোন প্রকারের মূলধন?
Ⓐ বিলিকৃত Ⓑ আদায়কৃত Ⓒ তলবকৃত Ⓓ অনুমোদিত

OMR

01. ⒶⒷⒸⒹ	02. ⒶⒷⒸⒹ	03. ⒶⒷⒸⒹ	04. ⒶⒷⒸⒹ
05. ⒶⒷⒸⒹ	06. ⒶⒷⒸⒹ	07. ⒶⒷⒸⒹ	08. ⒶⒷⒸⒹ
09. ⒶⒷⒸⒹ	10. ⒶⒷⒸⒹ	11. ⒶⒷⒸⒹ	12. ⒶⒷⒸⒹ

Answer

12.D	11.A	10.A	09.C	08.C	07.B
06.D	05.D	04.A	03.D	02.D	01.B

Part-2 Written

01. ইনকাম বণ্ড ও জিরোকুপন বণ্ড কাকে বলে?
02. অবলেখক কী?
03. সমহারে শেয়ার ইস্যু কাকে বলে?
04. শেয়ার বাজেয়াপ্ত কাকে বলে?
05. প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ২,০০০ টি শেয়ারের বিক্রয়মূল্য ২,১০,০০০ টাকা, অন্যদিকে ৩,০০০টি শেয়ারের বিক্রয়মূল্য ২,৯৫,০০০ টাকা। শেয়ার প্রিমিয়াম এবং বাট্টার পরিমাণ কত?
06. স্টক (Stock) কী?
07. প্রাইম ব্যাংক লিঃ প্রতিটি ৮০ টাকা মূল্যের ৮০০০০ শেয়ারে নিবন্ধিত হয়। কোম্পানি এর ৮০% শেয়ার ৮% প্রিমিয়ামে ইস্যু করে। ইস্যুকৃত মূলধন কত?

ANSWER

01. **ইনকাম বণ্ড :** কোম্পানির মুনাফা অর্জনের ওপর আয় বা ইনকাম বন্ডের যে সুদ প্রদান করা নিশ্চিত করা হয় তাকে ইনকাম বন্ড বলে।
জিরোকুপন বন্ড : ঋণ পত্রে সুদের কথা উল্লেখ থাকে না কিন্তু মেয়াদ শেষে কত টাকা পরিশোধ করলে ঋণপত্র ফেরত দেওয়া যাবে তা উল্লেখ থাকে। এগুলো সমমূল্যে বা কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

02. অবলেখক কমিশনের ভিত্তিতে শেয়ার বিক্রির দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উভয়ই হতে পারে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের অবিক্রিত শেয়ার থাকে তাহলে অবলেখক তা নগদ মূল্যে ক্রয় করে থাকেন।

03. যখন যৌথ মূলধনী কোম্পানি তার শেয়ারে লিখিত মূল্যে বা অভিহিত মূল্যে (Face Value/Par Value) জনসাধারণের নিকট বিলি করে, তখন তাকে সমহারে শেয়ার ইস্যু বলে।

04. কোনো শেয়ারহোল্ডার আবন্টন বা তলবী অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে এবং পরিমেল নিয়মাবলির (Articles of Association) বিধান মোতাবেক যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর উক্ত টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরিচালকমণ্ডলী তার বা তাদের শেয়ারসমূহ বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।

05. শেয়ার প্রিমিয়াম = (শেয়ারের বিক্রয়মূল্য – লিখিতমূল্য)
= (২,১০,০০০ – ২,০০,০০০) = ১০,০০০ টাকা।
শেয়ার বাট্টা = {(৩,০০০ × ১০০) – ২,৯৫,০০০} = ৫,০০০ টাকা।
লিখিত মূল্য = (২,০০০ শেয়ার × ১০০ টাকা) = ২,০০,০০০ টাকা।

06. স্টক (Stock) : যৌথমূলধনী কোম্পানি বিলিকৃত শেয়ারের সম্পূর্ণ মূল্য আদায় হওয়ার পর লেনদেনের সুবিধার্থে এ মূলধনের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ কতকগুলো অসম ক্ষুদ্র এককে প্রকাশ করা হলে তাকে স্টক বলে।

07. ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা = (৮০,০০০ × ৮০%) = ৬৪,০০০ টি।
ইস্যুকৃত শেয়ার মূলধন = (৬৪,০০০ × ৮০) = ৫১,২০,০০০ টাকা।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ৫

যৌথ মূলধনি কোম্পানির আর্থিক বিবরণী
[Financial Statements of Joint Stock Company]

Chapter Outlook Map

- **Type-1 :** যৌথ মূলধনি কোম্পানির আর্থিক বিবরণী
- **Type-2 :** লভ্যাংশ সংক্রান্ত লেনদেন
- **Type-3:** লিখিত প্রশ্নোত্তর
  - Step-1 : এক কথায় প্রশ্নোত্তর
  - Step-2 : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
- **Type-4:** গাণিতিক সমস্যাবলি
  - Step-1 : প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি
  - Step-2 : গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান
  - Step-3 : সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর
- **Self Test** (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ)

প্রতিটি Type-এ যা যা থাকছে

- **Step-1 : Basic Information**
- **Step-2 : At a Glance :** Most Important Information
- **Step-3 :** বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর
- **Step-4 :** সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর
- **Step-5:** NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

JOYKOLY — অধ্যায়টির কোন টপিককে গুরুত্ব দিবো ???

	অতি গুরুত্বপূর্ণ (৯০% +)	গুরুত্বপূর্ণ (৮০% +)	কম গুরুত্বপূর্ণ (৭০% +)	জানা জরুরি (৫০% +)
টপিকসমূহ	■ লভ্যাংশ সংক্রান্ত লেনদেন ■ যৌথ মূলধনি কোম্পানির আর্থিক বিবরণীর গাণিতিক সমস্যা	■ যৌথ মূলধনি কোম্পানির আর্থিক বিবরণী	■ যৌথমূলধনী কোম্পানির বিশেষ কিছু লেনদেনের প্রভাব	

Type 1 — যৌথ মূলধনি কোম্পানির আর্থিক বিবরণী

Step 1 — BASIC INFORMATION

যৌথমূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী :

যৌথমূলধনী কোম্পানির ৪টি আর্থিক বিবরণী হলো :

১. আয় বিবরণী বা বিশদ আয় বিবরণী। (Income Statement or Statement of Comprehensive Income)

২. শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব পরিবর্তন বিবরণী (Statement of Changes in Shareholders Equity)
বিকল্প হিসেবে, "জমাকৃত মুনাফা বা সংরক্ষিত আয়" বিবরণী (Retained Earnings Statement)

৩. উদ্বৃত্তপত্র বা আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Balance Sheet or Statement of Financial Position)

৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement)

এছাড়া, আর্থিক বিবরণীর ৫ম অংশ হিসেবে আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ সংযোজন করতে হয়।

যৌথমূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ :

- আর্থিক বিবরণী
  - বিশদ আয় বিবরণী
    - এক ধাপ বিশিষ্ট
    - বহু ধাপ বিশিষ্ট
  - সংরক্ষিত আয় বিবরণী/জমাকৃত মুনাফা বিবরণী/শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব বিবরণী
  - আর্থিক অবস্থার বিবরণী
  - নগদ প্রবাহ বিবরণী
  - আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ ও গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা

০১. আয় বিবরণী : যে বিবরণীতে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের আয়সমূহ এবং ব্যয়সমূহ উপস্থাপন করার মাধ্যমে নিট আয় অথবা নিট ক্ষতি নিরূপণ করা হয় তাকে আয় বিবরণী বলে।

• এটি প্রস্তুত করা হয় সময়কাল নীতি অনুযায়ী।

• মোট লাভ হবে– **বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হতে বিক্রয় রাজস্ব বেশি হলে।**

• নিট লাভ হবে– **মোট ব্যয় (খরচ) হতে মোট আয় (রাজস্ব) বেশি হলে।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner